শঙ্করাচার্য্য।

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার,

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

একমাত্র বিক্রেতা—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চৈত্র, ১৩১৬ সাল।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা,

শ্যামবাজার, ৫ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

"কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

প্রিণ্টার—শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী।

১৩২২।

বিজ্ঞাপন।

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বহুলঘটনাপূর্ণ জীবন, নাটকাকারে বিশেষতঃ মিউনিসিপ্যাল-আইনবদ্ধ সময়ের মধ্যে অভিনয় হওয়া অসম্ভব। যদিচ নাটকে সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হয় নাই, হওয়াও অসম্ভব, তথাপি আইনের শাসনে অনেক অংশ বর্জ্জিত করিয়া অভিনীত হইয়াছে। কেবল যে বহু দৃশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নয়। স্থানে স্থানে বহু দৃশ্য হইতে অনেক ছত্রও রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকের তৃপ্তির নিমিত্ত পরিত্যক্ত অংশগুলি চিহ্নিত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা হইল। যে গর্ভাঙ্ক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার শীর্ষভাগে * তারা চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। আর গর্ভাঙ্কের মধ্যস্থিত পরিত্যক্ত ছত্রের উভয় প্রান্তে *[ ]* চিহ্ন প্রদত্ত হইল। যাঁহারা অভিনয় দর্শনে নাটকের অসম্পূর্ণতা অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পুস্তকে তাহার অনেক অংশই সংরক্ষিত হইয়াছে। তবে সহৃদয় মাত্রেই বুঝিবেন, বৃহৎ ব্যাপার একখণ্ড নাটকে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা পুস্তক মিলাইয়া অভিনয় দর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, যেন তাঁহারা বোঝেন, যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাধ্য হইয়া;—এ নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

উৎসর্গ

আনন্দময় সহচর, আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ— তুমি নরদেহে আমার "শঙ্করাচার্য্য" দেখ্‌লে না। আমার ঐ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ ক'র্‌লেম, চিরস্নেহে তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ

চরিত্র।

(পুরুষ)

মহাদেব।

ব্রহ্মা।

গোবিন্দনাথ ... ... শঙ্করাচার্য্যের গুরু।

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ)

মিশ্র (পরে সুরেশ্বর)

হাবা (পরে হস্তামলক)

আনন্দগিরি

সু থ

তোটকাচার্য্য

} ঐ শিষ্যগণ।

রামদাস
সখারাম
} ... ... ঐ প্রতিবাসী।

জগন্নাথ ... ... ঐ পুরাতন ভৃত্য

কুমারিল ভট্ট ... ... কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক

প্রভাকর ... ... ঐ শিষ্য।

ক্রকচ ... ... কাপালিক গুরু।

উগ্রভৈরব ... ... কাপালিক।

অভিনব গুপ্ত ... ... তান্ত্রিক পণ্ডিত।

শিউলি।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, জনৈক ঋষি, বিদ্যাধরগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বৃদ্ধ বৌদ্ধকাপালিক ও তৎশিষ্যগণ, চণ্ডালবালক, সুধন্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, শিউলি বালকগণ, মণ্ডনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাত্মা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও তৎপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভগন্দর ব্যাধি, গৌরপাদ, কাশ্মীর-সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক, নর্ত্তকগণ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

মহামায়া।

বিশিষ্টা	...	...	শঙ্করাচার্য্যের মাতা।
রমা, গঙ্গা	...	...	ঐ প্রতিবেশিনী।
উভয়ভারতী	...	...	মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী (শাপভ্রষ্টা সরস্বতী)
সরমা, অম্বালিকা	...	...	অমরক রাজার রাণীদ্বয়।
কামকলা	...	...	ক্রকচের উপপত্নী।

শিউলিনী।

মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ বিদ্যাধরীগণ, চণ্ডালনীবেশী ভৈরবীগণ, দুইজন স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্ত্তকীগণ, যমজ-শিশুমাতা, শিউলিনীর প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অন্যান্য রাণীগণ, কলাবিদ্যাগণ, প্রভাকরপত্নী, কামকলার সঙ্গিনীগণ, বিকটাগণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শঙ্করাচার্য্য।

১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী	... ...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	... ...	,, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	... ...	,, দেবকণ্ঠ বাক্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষক	... ...	,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	... ...	,, কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

মহাদেব ও উগ্রভৈরব	...	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রহ্মা ও গণপতি	...	,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
শিশু শঙ্কর	...	শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়ি) ১ম অঙ্ক
শঙ্করাচার্য্য	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) ২য় অঙ্ক হইতে ৫ম অঙ্ক।
অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্কর		,, প্রিয়নাথ ঘোষ (৪র্থ অঙ্ক
গোবিন্দনাথ, ব্যাস ও মণ্ডনমিশ্র		,, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সনন্দন	...	,, সত্যেন্দ্রনাথ দে।
শান্তিরাম	...	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রামদাস	...	,, পান্নালাল সরকার।
সখারাম ও ১ম পণ্ডিত	...	,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
জগন্নাথ	...	,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক	...	,, প্রিয়নাথ ঘোষ।
শিউলি	...	,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

ঋষি, পুরোহিত ও সুধন্বা রাজার সেনাপতি	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ পালিত।
বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক-শিষ্য...	,, উপেন্দ্রনাথ বসাক।
চণ্ডাল বালক ...	শ্রীমতী ননীবালা।
২য় পণ্ডিত ...	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
অমরক রাজার মন্ত্রী ...	,, হরিদাস দত্ত।
ঐ ব্রাহ্মণ	,, বিজয়কৃষ্ণ বসু।
মহামায়া ...	শ্রীমতী রাজবালা
বিশিষ্টা ...	,, হেমন্তকুমারী।
উভয় ভারতী ও কামকলা ...	,, চারুবালা।
রমা ও অম্বালিকা ...	,, নলিনীসুন্দরী।
গঙ্গা ও যমজ-শিশুমাতা ...	,, সরযূবালা।
সরমা ...	,, নীরদাসুন্দরী।
কুমারী ...	,, সুবাসিনী।
শিউলিনী ...	,, তিনকড়ি (ছোট)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
,, রাধামাধব কর।
,, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
,, ধর্ম্মদাস সুর।



শঙ্করাচার্য্য।

প্রস্তাবনা।

কৈলাস।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ

ব্রহ্মা। হে সর্ব্বজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে ;—
তথাপি চরণাম্বুজে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বর্দ্ধিত,
তেমতি একান্ত আর্ত্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা বারণ কারণ নারায়ণ,

ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প করিতে দমন—
হইলেন বুদ্ধ অবতার ;
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেবমায়া বুঝিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে
পাপভার বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুন হউক স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,—
ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর,
তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব কল্যাণ হেতু ;
যেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ—
প্রিয় গৌরী-গণপতি-কার্ত্তিকেয় হ'তে।
বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান দানিব সংসারে।
যাবে কার্ত্তিকেয় ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিয়া প্রভাবে
কর্ম্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।

ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তার
পদ্মযোনি ! কর্ম্মকাণ্ড করহ প্রচার—
'মণ্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাতলে।
নরকায় ধরাতলে ধর' জনে জনে,
নিজ আচরণে আদর্শ প্রদানে—
বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মসূত্র, বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
দমিব দুষ্কৃতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
ঘুষিবে সুধন্বা নামে তোমা সবে ভবে।
যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায়।

দেবগণ। জয় জয় উমাপতি জয় মহেশ্বর,
বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

মহা। এস মহামায়া ! লীলায় আশ্রয় কর দান

(পট পরিবর্ত্তন)

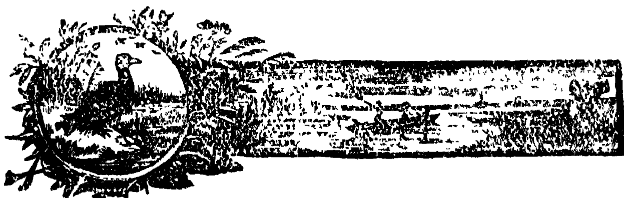
সাঙ্গিনীগণ সহ মহামায়ার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে॥
স্বপনঘোরে আপন পাশরে, জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা জড়িত স্বপন-ডোরে ;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি মানে॥
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ দানে—
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে, জাগাইতে মোহনিদ্রিত নরে,
বিমল বেদ-গানে॥

---

* সঙ্গীতকালীন, দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা যথা—'মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর', 'মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ', 'পিতার নিকট শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ', 'গুরুগৃহে শঙ্কর', দৃশ্য-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্যমান।



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। ব্যোম সমীরণ তপন সলিল ধরা,
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয়।
নিত্য যেন কর্ণে মোর আসে,
কহে কতজন অশরীরী ভাষে—
"অলসে আবাসে কিবা হেতু,
প্রতীক্ষায় ব্রহ্মাণ্ড তোমার।"
একি ঘোর মস্তিষ্ক-বিকার,

কেবা আমি—
কেন হেন উত্তেজনা মম প্রতি!
না না, কভু নয় মস্তিষ্ক বিকার,
সিংহ সম গর্জ্জি অনিবার
অন্তরাত্মা কহে—"কর আঁখি নীমিলন,
হের নিত্য চৈতন্য স্বরূপ তুমি।
কার্য্যে নরকায়, এসেছ ধরায়—
যাও নিত্যধামে পুন কার্য্য-অবসানে।"

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি কেন এমন চুপ ক'রে ব'সে আছ? তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হ'য়েছে। যদি তোমার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম না হতো, আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ করতেম। তুমি বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী হও। তিনি বড় সাধ ক'রে মহাদেবের নিকট পুত্র কামনা ক'রেছিলেন. তাঁর কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্ম-গ্রহণ করেছ। তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, তিন বর্ষ অতিক্রম করো নি, আমার হাত ধ'রে তিনি অনুরোধ ক'রেছিলেন, এই বালক হ'তে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, পিতৃদেবগণের নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্নে লালন-পালন ক'রো। বাবা, আমি তো তাঁর সে আজ্ঞা পালন করতে পারচি নে!

শঙ্কর। কেন মা—কেন এ কথা বলছেন? তোমার অসীম যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার শ্রীমুখে পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণ পাঠে অনুরাগী হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃত-লহরী পান ক'রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ

লাভ ক'রেছি। তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের সেবা অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি, সেই অনির্বচনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিদ্যা প্রদান ক'রেছেন। তুমি আদর্শ জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মাগো, বহু তপস্যায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো, তোমায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেখি। যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা মনে হয়।

শঙ্কর। মাগো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অনুরাগে ?
উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অনুরাগ কিবা ?
বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি সাধনে
অক্ষম সতত মাতঃ।
জনমপত্রিকা মম হেরি সাধুগণে
করিয়াছিলেন তব সম্মুখে গণনা
দীর্ঘায়ু নহিক আমি।
তবে মাতা কয়দিন ভঙ্গুর জীবনে,
কি কারণে করিব বিষয় আলোচনা ?
চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার,
একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম।
তাই মাগো সন্ন্যাস গ্রহণে সাধ সদা মনে,
দেহ যদি অনুমতি জননী কৃপায়
মানব-জনম হয় সার্থক আমার।

বিশিষ্টা। বৎস, বাক্যে তোর—
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ!

যাদুমণি অন্ধের নয়ন তুমি দুখিনীর ধন,
পতিহীনা অনাথিনী আমি,
তব চাঁদমুখ হেরি পাশরি সকল জ্বালা ;—
দারুণ কথায়,
কেন পুত্র দেহ ব্যথা মায়ের হৃদয়ে !

শঙ্কর। জনক সমীপে মাতা অঙ্গীকৃত তুমি
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্তানে।
সাধ সদা আছিল পিতার—
যাহে কুমার তাঁহার
হয় তাঁর বংশমান রক্ষণে সক্ষম।
যতি-পন্থা লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পন্থা প্রার্থী পুত্র তব,
তাহে তুমি বিঘ্ন দান ক'রো না জননি !

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিম্‌ড়ে মড়া মাগী, বাবাঠাকুর মরা থেকে ক্ষিদেতেষ্টা খেয়েছিস, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস। এখানে দু'জনে বিজ বিজ কচ্চিস, এখনো খেতে দিস্ নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে দু'একটা বায়না নেবে নি ? আমরা ওদিনে খাবার দেরী হ'লে হ্যাঁতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়্‌তুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন্—বলে সন্ন্যাস নেবো।

জগ। হাউরে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি। সন্নাস বায়না নিয়েছে, বল্‌না কেনে সন্নাস কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আয়রে আয়, হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্নাস কিনে এনে দেবো। নেরে খাবি খায়, চল্‌ মাগী দিবি আয়। ওঠ্‌ ওঠ্‌—খাবি চল্‌।

শঙ্কর। জগাদাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সার্‌বি। আমরা বুড়ো মিন্সে, নাবার বেলা হলো, ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই কচ্চে, আর তুই খাস্‌নি। তা ছেলের দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগা দাদা, বলে ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা সেরে খেতে নাই। মার এখনো স্নান হয় নাই, মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগ। এখন দু'ক্রোশ পথ চান্‌কে যাবি না কি? তা যা মর্‌গা! এই ছেলেটাকে শিকেয় টাঙ্গিয়ে শুকো। জাত যাবে যে, নইলে দেখ্‌তুম—কেমন উপোসী রাখিস্‌, আমি তিনবার এড়া ভাত তেঁতুল লঙ্কার চাট্‌নি দিয়ে খাওয়াতুম। নে—কি ল্যাখাপড়া সার্‌বি আয়, নে মাগী নেয়ে আয়! এই ঘরে দু'ঘটী জল মাথায় দে ফেল্লাই?

বশিষ্ঠা। না বাবা নদীতে অবগাহন কর্‌বো।

জগ। যাস্‌ যাবি, রোদে পুড়ে মর্‌বি, তা আমার কি। আয়, ছেলেটার লেগে ভাত চাপা দিয়ে যাবি আয়।

বশিষ্ঠা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে দিয়ে আস্‌তে দেরী হবে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পালপার্ব্বনের দিন, দাঁত ছিরখুটে থাক্‌বি, কিছু খাবি নি। ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস্‌? [বশিষ্টার প্রস্থান।

খেয়ে নে, কি ল্যাখাপড়া সায় কর্‌বি কর্‌, তোরে খাইয়ে তবে নাওয়া খাওয়া কর্‌বো। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নে, খেয়েদেয়ে দু'ভেয়ে হাটে যাব। তুই সন্নাস চাচ্চিস্‌ তো, তোর জন্যে খুব ভাল সন্নাস কিনে আন্‌বো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন !
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-ঘূর্ণিপাক মাঝে।
ভ্রম বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায় ;
বার বার ঠেকে পুনঃ পুনঃ দেখে—
শিখেও না শিখে হায় !
মহা ভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বদ্ধ আপন পাসরি।
অন্ধকারে কতদিন রব—কতদিন সব—
ভ্রমে ভ্রম গাঢ়তর ক্রমে।
যাই যাই হেথা আর তিল নাহি রব,
হাহাকার ধ্বনি হায় কতই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ় ;
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

[প্রস্থান।

জগ। ওই—ও—ও খেপ্‌লো পারা ! আমার গালে মুখে চড়ুতে ইচ্ছা হচ্চে। সেই বামনা বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুন্‌লে ? যে কচিছেলেকে ল্যাখাপড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক থাক্‌বে নি।

*[(রমার প্রবেশ) *

রমা। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নানে গিয়েছে ?

জগ। আরে সে মরে কেন্নাই, এখানে এক ঢং দেখ মাসী, হুদের ছেলেটা বল্‌তেছে কি জানো, "যাই যাই আমায় ডাক্‌তেছে!" আমি মাগী-মিন্সেকে মাথা খুঁড়ে বল্লুম, তা শুন্‌লে নি। বল্লু— এখন ল্যাখাপড়া শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, নাচুক কুঁদুক; হুদের ছেলে ল্যাখাপড়া শিখিওান, তা মাগীও বুড়্‌বুড়্‌ ক'রে পুরাণ বলে, আর মিন্সেও পুঁথি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগুড়্‌লো, সামাল দেয় কে ?

রমা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে ?

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখ্‌তে তো জান্‌তে। গোটা দুটো চোখ, কপালে না তুলে বলে, "আমায় ডাক্‌তেছে—ডাক্‌তেছে, আমি যাই!" এই ছেলে বয়সে খেপে গেলো মাসী, আমার মাথামুড়্‌ খুঁড়্‌তে ইচ্ছে কচ্চে।

রমা। ওরে বাছা খ্যাপেনিরে খ্যাপে নি। তবে শুন্‌বি ?—ঠাকুরপো তখন বিদেশে, বিশিষ্টা ছুঁড়ীকে মানা কর্‌তুম যে ভর সন্ধ্যাবেলা শিবের মন্দিরে যাস্‌ নি, তা সে বাছা রোজ না গেলেই নয়। একদিন কালামুখী এসে বল্‌ছে কি জানিস্‌—লজ্জার কথা, তুই ছেলের মতন, তাই বলি, বলে "ও দিদি, আমার গর্ভ হ'য়েছে।" শুনে আমার আহ্লাদ হলো, বল্লুম "বেশ তো রে বেশ তো, তোরা মাগী-মিন্সেতে ছেলে ছেলে করিস্‌।" তা কালামুখী বল্লে কি জানিস্‌ ?—বল্লে "ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সেঁদিয়েছে"। ভাগ্যিস ঠাকুরপো ফিরে এলো—তাই লজ্জা রক্ষে হলো।

সময় সংক্ষেপার্থে * [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

জগ। ক্যানে মাসী ক্যানে ?

রমা। তুই ছোঁড়া আবার ন্যাকা,—স্বামী ঘরে নাই, গর্ভ হলো, তা'হলে কি আর মুখ দেখান যেতো!

জগ। তবে পেটে হাওয়া সেঁদুলো কি মাসী ?

রমা। ওরে গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝ্‌তে পারে নি, ওই শিবের মন্দিরে গর্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি এত মিন্সেকে বোঝালুম যে ঠাকুরপো, ভাল গুণিন-টুণিন এনে ছেলেকে দেখাও, তা আমার কথায় কাণ দিলে ?

জগ। না মাসী না, সোণার চাঁদ ছেলে, উপদেবতা দৃষ্টি দেবে ক্যানে ?

রমা। তুই'ও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্ কিনা।

জগ। ক্যানে গো—আমি কি কন্নুম ? আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু এদিক ওদিক পাও, তা'হলে আমায় কাণমুটি দিয়ে দিও।

রমা। আর তুই কি কর্‌বি ? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে যে দিন হলো, হুদো হুদো মিন্সে হুদো হুদো মাগী সব ছেলে দেখ্‌তে এলো না ? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে কোত্থেকে তারা এলো। আর এক মাগী এসেছিল—তা দেখেছিলি ? তার সঙ্গে গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী।

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখ্‌লুম।

রমা। বটে! সে অলক্ষণে মাগী যতদিন দেশে থাকে, ছেলেপুলেকে সাবধানে রাখ্‌বো, বেরুতে দেবো না। তুইও বাছা মাঠে ঘাটে বেশী রাত করিস্ নি।

জগ। ওগো—ওই বুঝি সেই মাগী আস্‌চে!

রমা। এক পাশে দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে যাক্, কি

অলক্ষণ হয় — কে জানে! ঠাকুরপো মর্‌বার দিনও শুনেছি শ্মশানে মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টি করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চল্লো যে রে!

জগ। দাঁড়াও আমি দেখে নিচ্চি।] * হই অলুক্ষুণে মাগীরে হই! ঘর বিগে যে চলেছিস্? তোরা কে বটিস্ বল্‌তো? জানিস্ বেটীরা, জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভিরকুটী চল্‌বে নি। ছেলেটার মাথা বিগুড়্‌তে এসেছিস্?

(অষ্ট সখী বেষ্টিতা হইয়া মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ।

জগ। ভাল চাস্‌তো এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দিয়ে তোর নাক কেটে নেবো।

মহামায়া ও সঙ্গিনীগণের গীত।

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী॥
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম্ ভোলা' ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভাল মন্দ নাই হুঁস্-ই॥

জগ। হই আমাকেও নাচায় গো! বোম্ ভোলা বোম্ ভোলা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ।

(রমা, গঙ্গা ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ)

রমা। এসো না গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাত দিনে নদীর ধারে পঁউছোবো না।

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন ক'চ্চে।

(পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেখ দিদি, তোমার মিছে ভাব্না দেখে বাঁচি নে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয় না? এই যে ভূতো সে দিন মেলা দেখ্তে যেতে চাচ্চিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ালুম—ভুলে গেল সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা কিনা, ভদ্দের ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে বাঁচ্চেন না। এসো—এসো—বেলা পড়ে গেলে নাইবে নাকি?

বিশিষ্টা না দিদি, তোমরা এগোও আমি আর চ'ল্তে পাচ্চি নি—

(শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই দেখ্ দেখ্—সত্যি সত্যি ভিরুমি গেলো নাকি? বউ—বউ! ওমা কি করবো গো—কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি, দিয়ে কেন হরে নিতে চাচ্চ? আমি যে জনমদুখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি ক'রে প্রাণ ধরবো! আমি যে বাছাকে একদণ্ড না দেখ্লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। একি একি! বাবা আমার ছেলে কোথা গেল—ছেলে কোথা গেল

রমা। হ্যাগা—একি সদ্য সদ্য বিকার হ'লো নাকি! মাগী কি ব'কৃচে গো!

(দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার পুত্র দাও!

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে র'য়েছি।

বিশিষ্টা। কেরে শঙ্কর! বাবা বল—আমায় ছেড়ে যাবি নি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো?

রমা। দেখ দেখি মাগীর আক্কেল! বাবা শঙ্কর, তোমার মাকে এতদূর আর স্নান ক'রৃতে আস্‌তে দিয়ো না। এখন অথর্ব্ব হয়েছিস্, সেই এতদূর নাইতে এল। এতদূর আর আস্‌তে দিও না বাবা।

শঙ্কর। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মা স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে.—অনায়াসেই মা আমার অবগাহন স্নান ক'রৃতে পারবে।

গঙ্গা। দেখ্‌ছিস্ লো দেখ্‌ছিস্—এই ছেলে নাকি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচি ছেলে—আক্কেল কি বল, মার এতদূর আসতে দুঃখ হয়, তাই মনে করেছে, নদী বাড়ীর দোর গোড়ায় নিয়ে আসবে।

রমা। হাঁ বাবা, তাই ক'রো তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে যেও. তা'হলে আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পারবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। এখন যদি হাঁতালি তোর কেমন বারো বছর। অপঘাতে না

ম'লে তোর চল্‌বি না নয়? খুদে দাদা আয়, আমি মাকে ধীরি ধীরি নিয়ে যাই।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি! সলিল রূপিণী, শস্য-প্রদায়িনি,
জীব-প্রাণ-সন্তাপ হারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
দুখিনী ব্রাহ্মণী ক্ষীণা জননী আমার—
তব পূতবারি চির কাঙ্গালিণী।
বরদা বন্দিনী ভক্ত-নিস্তারিণী,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
শুনি অগ্রগামী ভগীরথ-শঙ্খ-ধ্বনি
ঋষি-শাপে ভস্ম বংশ উদ্ধার কারণ,
তেমতি গো, হে পূতসলিলা—
এস পাছে করতালি শুনি
বিলোল তরঙ্গে জল-রাশি!
মুকুতা-নির্ঝর—
ফুৎকারে ফুৎকারে নিরন্তর করিয়া সৃজন।
হৃদে ধর' রবি-শশী-তারামালা-ছবি,
তা'হতে সুন্দর দয়ার্দ্র হৃদয় তব।
এসো দয়াময়ী পাছে পাছে,
দুখিনীর সন্তাপ বারিতে—
ভেদি শাল তাল তমাল কানন

রক্ষা করি দেবতা-ভবন,
পিতৃগণ স্থাপিত দাসের,
এস নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়া!
এস মাতা,—
শঙ্খ-ধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি।
ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
কৃপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে!
সার্থক জীবন মম,
মাতৃকার্য্যে—
করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি।
(করতালি দিয়া)
নম নম শেখর-নন্দিনী জননি;
তরল তরঙ্গিণী সাগরগামিনী।
পূতসলিলা সন্তাপহারিণী;
শ্যামলা মেদিনী শস্য বিধায়িণী।
ভক্তজনাশ্রয় সম্পদ সুখদে;
নমস্তে তটিনী অভয়া বরদে।

[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করাচার্য্যের গমন এবং পশ্চাৎ স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হওন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

মহামায়া উপবিষ্টা।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা তুমি কে? তুমি একাকিনী হেথা ব'সে র'য়েছ কেন মা?

মহামায়া। মা আমি আশ্রয়হীনা পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান সেখান কি?

বিশিষ্টা। তোমার সধবার মত বেশ দেখ্‌চি।

মহা। আমার আর সধবা বিধবা কি? আমায় যা ব'লে ডাকো—তাই। যখন যে অবস্থায় পড়ি—সেই অবস্থায় থাকি। আমি সংসারে একরকম বহুরূপী সেজেই বেড়াই।

বিশিষ্টা। মা তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল নয় মা, লোকে যে তোমায় নিন্দা কর্‌বে।

মহা। আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দাস্তুতি দুই সমান। আমি আছি বল আছি, না আছি বল না আছি। আমার সকল অবস্থাই সইতে হয়।

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাক্‌তে পারো।

মহা। কৃপা ক'রে স্থান দাও—থাক্‌বো। কিন্তু মা আমি বড়ই চঞ্চলা, কখন কি ভাবে থাকি আমিই জানি না। পতি রমণীর একমাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি, তা তো তুমি জানো মা!

বিশিষ্টা। আচ্ছা মা, তোমার যতদিন ইচ্ছা হয়, এই খানে থাকো।

মহা। মা, তুমি আমায় স্থান দেবে? আমি আশ্রয়হীনা হ'য়ে বেড়াই। আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান হ'য়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে মা।

বিশিষ্টা। নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে আমি নিন্দাভয় করি না। এমন কি আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার পতির আজ্ঞা।

মহা। আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তারপর এলে আমায় আশ্রয় দেবে?

বিশিষ্টা। হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো।

মহা। তবে মা আমি এখন যাই, আবার আসবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুই যা, তোরে আর আস্‌তে হবে নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন রূঢ় কথা বলচ?

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে। বেটী বহুরূপী, কাল এসেছিল—অমনি গেরুয়া প'রে আট্‌টা ছুঁড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গৃহস্থের বউ হ'য়েছে।

মহা। বাবা, তুমি তো আমায় চেনো না, আমায় চিন্‌লে কি আমি গৃহস্থের বউ, সাম্‌নে থাক্‌তুম। যে আমায় চেনে, তার কাছে তো আমি থাকি না।

জগ। শোনো শোনো— বেটীর ঢংএর কথা শোনো; বেটী সৃষ্টি ঘোরে আর বলে চিন্‌লে সাম্‌নে দাঁড়ায় না। কাল বেটী কি ক'র্‌লে—আমায় ধেই ধেই নাচালে!

বিশিষ্টা। মা তুমি কিছু মনে ক'রো না, ও হেলাগোলা মানুষ, কারে কি ব'ল্‌তে কি বলে। তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসে থেকো।

গ্রহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

জগ। মা, খুদে দাদা তো যে সে নয়। শুন্‌চি নদীটে নাকি টেনে হিঁচুড়ে নিয়ে এলো গো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। উঁহুঁ—তোরে চিন্‌তে লার্‌লুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, যতদিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই দেখ্‌বো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি খামারে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। সংসার-বাসনা,
আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীর ত্যজি,
শীঘ্র হও স্বতন্তর।
ধরি ঘোর কুম্ভীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী-সলিল মধ্যে কর অবস্থান।
যদ্যপি আমারে হের এ সংসারে—
করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে প্রাণীরে করহ নিত্য যথা।
কিন্তু যদি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম,
ত্যজি এই পূতবারি করিও গমন।
যুগ-যুগান্তরে—
অন্য দেহে কভু যদি আসি এ সংসারে,
দেখা হবে তব সনে।

[নদীতে অবতরণ।

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ)

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখ্‌ছি তো ভাই, তাতো সত্যি! ছেলেটা কাল

বল্লে যে নদীটে আমার বাড়ীর দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্ত্তা বলে—অমন হয়। অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি চড়া প'ড়েছে, কাল্‌কের ঘোর বৃষ্টিতে এই দিকে জল ভেঙ্গেছে।

রমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙ্গ্‌লো, ওদের লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈব ঘটনা মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর—ও শঙ্কর !—জলে নামিস্ নে—কুমীর দেখা দিয়েছে, ওরে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ওরে সর্ব্বনাশ হলো রে—সর্ব্বনাশ হলো, শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে !

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা আমায় কালে ধ'রেছে, আমায় কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না, তবে যদি আমায় সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি দাও, তা'হলে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো আমার সর্ব্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা করো।

শঙ্কর। মা আমার রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা কেন জলে অবতরণ কচ্ছ ? এই দেখ, আমায় দূর জলে নিয়ে যাচ্চে। মা, অনুমতি দাও, দুরন্ত কুম্ভীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন ক'র্‌বে—

বিশিষ্টা। আমি অনুমতি দিলুম—আমি অনুমতি দিলুম, বাবা আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে উত্থিত হইয়া) মা, কুম্ভীর আমায় পরিত্যাগ ক'রেছে। মাগো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছ, অশেষ ক্লেশে লালন-পালন ক'রেছ, আজ আমার জীবন দান ক'রলে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্মপত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অল্পায়ু এইমাত্র প্রকাশ ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি ক'রেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়, তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্ট বর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্ট বর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টম বর্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হ'য়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে-ছিলেম। পুত্র-স্নেহে তুমি সে অনুমতি দিতে অসম্মতা ছিলে; কিন্তু মা, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, অন্তককাল কুম্ভীর রূপে আমায় বধ ক'র্‌তে উপস্থিত হ'য়েছিল। কৃপাময়ী, তুমি অনুমতি দান ক'রে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ।

বিশিষ্টা। বৎস, আজ আমি বুঝ্‌লেম, যে কামনা অপেক্ষা হীন কার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামনা ক'রেছিলেম, পুত্রকামনা ক'রে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি। আজ আমি তোমা হেন রত্ন পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো—মা হ'য়ে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি। আমায় কি যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে ভগবান্ সৃজন ক'রেছিলেন! আমি অভাগিনী রমণী, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্! এসো বাবা ঘরে এসো, আজ তোমার কোলে অন্ন-ব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কাল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখ্‌তে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান

গঙ্গা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে!

রমা। বোন, সকলই আশ্চর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হ'চ্চে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতি প্রবেশ ক'রেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য।

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুন্‌তে পাই! যখন গুরু-গৃহে ভিক্ষা ক'র্‌তো, এক দুখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা ক'র্‌তে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটী আমলকী দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলেছিল, "বাবা, বিধাতা আমাদের দীন দুঃখী ক'রেছেন, গৃহে মুষ্টি মাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা কর্‌বো!" শুন্‌তে পাই, ৬ বছরের ছেলে ধ্যান ক'রে, মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাঁদের ঘরে অচলা ক'রেছে!

রমা। চল্ না দেখি, ওরা মায়ে-পোয়ে কি ক'চ্চে।

গঙ্গা। না ভাই, আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আট বছরের ছেলে, সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ ক'র্‌বে, দেখে বুক ফেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। শঙ্করের মা পরিহাস ক'রেও কখন মিথ্যা কথা বলে না, যখন অনুমতি দিয়েছে, বারণ ক'র্‌বে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পার্‌তুম না। মিথ্যা কথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকা যায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর ও বিশিষ্টা।

শঙ্কর। মা তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করায় কালরূপী কুম্ভীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি তুমি সকল শাস্ত্র প'ড়েছ, বল্‌তে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? সামান্য মৃত্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ্য হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধ'র্‌তে পারে! তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে! জানি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়!

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননী আমার,
ভঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা দীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভা মাত্র মানব-জীবন।
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময়;
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব,
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।
অসীম অনন্ত ভবিষ্যৎ—
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস!
হেন ভ্রান্তি ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যা প্রভাবে।
যাব গৃহ ত্যজি,

কিন্তু প্রাণ মম রহিবে তোমার পাশে।
দেখ মা দেখ মা—আনন্দিত পিতৃলোকগণে—
সন্ন্যাস গ্রহণে মম।
তুমি ভাগ্যবতী,
সন্ন্যাসীরে দেছ গর্ভে স্থান।
ছিল বালক সন্তান মাত্র রক্ষক তোমার.
এবে মহা আশ্রমের বলে—
দেবতামণ্ডলে নিয়ত রবেন সবে
রক্ষণে তোমার।
ক্ষুদ্র শক্তি মম,
তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে!
শতগুণে সেবাপ্রাপ্ত হবে গো জননী,—
কমলা আপনি
ধনধান্যে গৃহপূর্ণ রাখিবেন তব।
তৃপ্ত তুমি অতিথ-সেবায় চিরদিন,
অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে।
দান-ধর্ম্মে পূজাব্রতে রহ মা নিয়ত।
যেই ক্ষণে করিবে স্মরণ,
করি সত্য পণ—
সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।

বিশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর দুখিনী জননীকে প্রতারণা করো। আমি তোমার গুরুর নিকট শুনেছিলুম, তুমি দেবকার্য্যে এসেছ দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ ক'রে জীবের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত থাকবে আমি দুখিনী, আমায় কি তোমার স্মরণ থাকবে! স্মরণ থাকলে

তোমায় সংবাদ কি ক'রে দেবো, যে তুমি আমার নিকট আস্‌বে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সন্তান কামনা করে, তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ, তাঁরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভারগ্রহণ ক'রেছেন। আর আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা গ্রাসাচ্ছাদন কি,—ভিক্ষান্নে অনায়াসে জীবন নির্ব্বাহ হ'তে পারে। কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার আশ্বাস হ'য়েছিল, যে গর্ভজাত পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ ক'র্‌বো, সে আশায় আজ নিরাশ হ'লেম।

দেবকার্য্যে হয় যদি জনম আমার,
তিলমাত্র ভুলিব মাতায়
হেন কি সম্ভব তার, দেবকার্য্যে জনম যাহার?
সত্য কহি দেবতার নামে,
যবে দেবী করিবে স্মরণ —
স্তনদুগ্ধ আস্বাদন পাব আমি মুখে,
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
অসঙ্কোচ চিত্তে দেহ বিদায় আমায়।

শচী। চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগর মাঝে ফেলেছ আমায়।
যার মুখ তিলেক না হেরি,
দশদিশি অন্ধকার নয়নে আমার—
তারে না দেখিব,
শ্মশান সমান গৃহে একাকিনী রব,

বিজ্ঞ হ'য়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিণী!
মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার।

শঙ্কর। জননী আমার—
এ হৃদিদৌর্ব্বল্য দেবি কর পরিহার,
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্ব্বলতা।
যেহেতু করেছ মাগো পুত্রের কামনা,
পূর্ণ ক'রেছেন হর তোমার বাসনা।
দেবকার্য্যে জীবন যাপন,—
অতি বাঞ্ছনীয় কার্য্যে রবে পুত্র তব:
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়।
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা কেন স্বপ্নের মিলনে!
যেইকালে করিলে প্রসব,
হের সে আকার নাহি আর মম,—
কালে অন্য ব্যতিক্রম
ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়।
তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার,
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা যার করে সন্তাপিত?
কৌমার, যৌবন—শরীরের করিছে বর্তন,
মৃত্যুকালে জীর্ণ বাস প্রায়,
প'ড়ে রবে শরীর ধরায়।
শারীরিক বিচ্ছেদ-আশঙ্কা করো দূর।
জ্ঞান-চক্ষে নেহার জননি,

তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ ;
দেখ, তুমি আমি— নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হ'য়ে।
অলক্ষিতে কালস্রোত ধায়,
আর মা রহিতে নারি গৃহে—
বিদাও তনয়ে, পদে প্রণাম জননী।

[প্রস্থান।

শিষ্টা। চল চল—আমারই বা কিসের গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রামদাসের বাটী।

রামদাস ও সখারাম।

রামদাস। দেখ্, ছোঁড়া ধাপ্পাবাজী ক'রে আমায় প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছে, কাজেই ওর মার গ্রাসাচ্ছাদন আমায় যোগাতে হবে। কিন্তু সে খরচটা বাজে, ও আবার ফিরে এসে আপনার পৈত্রিক বিষয় কেড়ে নেবে।

সখারাম। তুমি দেবে কেন ?

রাম। কি ক'র্‌বো বল? রাজা রাজশেখর ওর সহায়, স্বয়ং কুটীরে এসে টাকা ঢেলে গেছেন।

সখা। ও সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল না শুনেছি?

রাম। ঢং ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজা জেনে গেল—বড় একেবারে গোলাম হ'য়ে রইল। দেখিস্ নে, ছদ্মবেশে রা লোক এসে ভারে ভারে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে যায়। ও রাজরাণীর মত দু'হাতে বিলোয়! ঐ দেখ্ দেখ্—ঐ সব স নিয়ে যাচ্চে। ওঃ—বিস্তর সামগ্রী! দেখ্ ওর মার গ্রাসাচ্ছাদনের নিয়ে বড় বুদ্ধির কাজই ক'রেছি। আমার বাড়ীতে মাগীকে আস্‌বো, যা জিনিস পত্র আস্‌বে, তা আমিই পাবো। মাগীর বেলা একমুটো খাওয়া, আর একখানা কাপড়, সেটা বড় লাগ্‌বে না। কিন্তু ছোঁড়া ফিরে এসে বিষয়টা কিন্তু ফি নেবে।

সখা। মেজো খুড়ো, তুমি কই বিষয়টা আমায় দাও দেখি, কই ফিরিয়ে নেয়? দাও—তুমি আমায় দাও।

রাম। নারে ছোঁড়া—লোভ করিস্ নি—লোভ করিস্ নি, ফি নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয় নেবে; তোরে বল্লুম ব'লে কি সম্প আমি পিত্যেশ রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু নাইই থাক আমি প্রতিপালন কর্‌তুম না।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। ওগো বাছা আমার কোন্ পথে গেল? আমি যে তার পেছু এসে তারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? আমি একটীবার তারে দেখ্‌বো। আমি বিদায় দেবো তো ব'লে

আর একটীবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে—ঐ যে—ঐ বুঝি যাচ্চে—ঐ বুঝি যাচ্চে— (মূর্চ্ছা)

সখা। মেজো খুড়ো, তোমার বরাত ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।

রাম। আরে দূর পোড়াকপালে, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি ক'র্‌বে, আর বিষয় আসয় বেচে কিনে চ'লে যাবে; বুকের উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ ক'র্‌বে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ওমা, আমি যে তোমার বাড়ী থাক্‌তে এসেছি। ওঠো না মা ওঠো না।

রাম। এ আহ্লাদী বেটী আবার কেরে—মা ব'লে এলো!

মহা। ওঠো ওঠো—ঘুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শ করণ)

বিশিষ্টা। (উত্থিতা হইয়া)

একি! একি! একি দেখি একাকার!
বিশাল বিস্তার—আমি আমি—নাহি কেহ আর,
অসীম অসীম—দশদিশি অনন্ত অসীম—

মহা। মা, তোমার শঙ্করকে আমি দেখে এলুম। সে বল্লে, মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাক্‌গে। আমি আস্‌ছি, আমি এলুম বলে।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে—এই যে আমার শঙ্কর এসেছে! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর ছিল—কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময়! এই যে আমার কোলে শঙ্কর, আমার স্তনপান ক'চ্চে শঙ্কর, এই যে আমার আঁচল ধ'রে শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ ক'চ্চে!

মহা। হ্যাঁ মা, এসো এসো ঘরে এসো।—তোমার শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতো তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।

[বিশিষ্টাকে লইয়া মহামায়ার প্রস্থান।

সখা। যেজো খুড়ো, এ মাগী চোর! এ পুত্রশোকে পাগল হ'য়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে। খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও।

রাম। তুই যা তো বাবা, দেখ্‌তো—

সখা। খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনি, আমি একলা ওর কাছে যেতে পার্‌বো না। ঐ দেখ পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে গেল। বেটী ডাকাতনি, বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

রাম। চল্‌তো—চল্‌তো—দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদা-তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম।

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। এই যে সম্মুখে হেরি গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার;
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে
করি নমস্কার শত চরণ-অম্বুজে।
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,
জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান
অবতীর্ণ তুমি ভগবান্!
কর কৃপা কাতর কিঙ্করে।

(জনৈক ঋষির প্রবেশ)

ঋষি। বাপু, কার অনুসন্ধান করো ?

শঙ্কর। প্রণাম যতিবর !—আমার ইষ্টদেবের নিকট আগমন ক'রেছি। তিনি অন্তরে অন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃপায় এ স্থানে আমায় ল'য়ে এসেছেন।

ঋষি। বৎস, বুঝেছি, তুমি কে !

[ঋষির প্রস্থান।

শঙ্কর। কিবা শান্তিময় স্থান !
যেন তরুলতা ফলপুষ্প
একতানে করে বেদগান,
অলির গুঞ্জন ঐক্যতানে সম্মিলিত।
ঈর্ষ্যাদ্বেষ-বর্জ্জিত প্রদেশ,
হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময়।
একি ! অকস্মাৎ ঘোর কলনাদে—
প্রবাহিনী নর্ম্মদা জননী !
শান্ত হও কল্লোলিনি,
কল্লোলে তোমার—
ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর ;
শান্ত হও, শান্ত হও—কল-নিনাদিনি !
একি ! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত,
শুন বাণী, শান্ত হও নর্ম্মদা জননি,
সমাধিতে বিঘ্ন নাহি করো।
তথাপিও উচ্চ নাদ—

ক্ষমা ক'র অপরাধ--
বদ্ধ রহ কমণ্ডলু মাঝে,
যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু।

[নর্ম্মদার শঙ্করের কমণ্ডলু মধ্যে প্রবেশ।

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
বৎস, মুক্ত কর নর্ম্মদায়;
হের জলচর ব্যাকুল সকলে,
জল বিনা ত্যজিবে জীবন।

[শঙ্করের নর্ম্মদাকে মুক্তি করণ।

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার?

শঙ্কর। নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
নহি জল, নহি স্থল, সূর্য্য, সমীরণ—
চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন।
অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার,
বেদবিধি উদ্ধারের তরে ধরণী মাঝারে,
বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে।
হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার—
কমণ্ডলু মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী।
বাড়াইতে গৌরব আমার
আগমন তব এ আশ্রমে।
এস কহি তত্ত্ব কথা শ্রবণে তোমার।

(কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান)

শঙ্কর। গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি,
বিকশিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিরূপ হেরি।
কল্পব্যাপী সসীম ধরায়
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা
বাঁধে কত কার্য্য-কারণের শ্রেণী
গঠে আকাশে প্রস্তর ;
আমি অহঙ্কার—ক্ষুদ্র কীটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সসীম আকার গড়ে।
এই ঘোর প্রহেলিকা মাঝে
আত্মতত্ত্ব জীব নাহি হেরে—
সূর্য্য যথা কুজ্‌ঝটিকাবৃত—
মায়া-ঘোরে চৈতন্য ছাদিত।
ভীম রোলে কারণ-প্রবাহ বহে,
তাতে সূর্য্য চন্দ্রমা তারকা—
অনন্ত—অনন্ত কোটী ধায়।
অহমিতি গর্জ্জিছে সলিল—
অহম্ পূর্ণ অখিল মণ্ডল।
স্বপ্ন সমুদয়—আমি মাত্র জ্ঞানময়—
সত্য—নিত্য আনন্দ-স্বরূপ।

গোবিন্দ। বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর' আবরণ।
সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ণ তব।
কার্য্য মম অবসান—
এবে নিজ স্থানে করিব প্রয়াণ।

যাও তুমি বারাণসী ধামে,
এই দণ্ড করহ গ্রহণ
শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর।
সন্ন্যাস আচারে—যেই এই দণ্ড ধরে,
নরত্ব মোচন সেইক্ষণে।

(দণ্ড প্রদান)

এই দণ্ড বলে ভ্রমি ভূমণ্ডলে
দমিবে দুষ্কৃত জনে।
জনম সফল বৎস শিষ্যত্বে তোমার!
যাত্রা কর বারাণসী ধামে।

শঙ্কর। প্রভু, তব সেবা-অধিকার করুন প্রদান;
কিছুদিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীব পদযুগ,—
অভিলাষ অন্তরে দাসের।

গোবিন্দ। হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার।
সমাধির নীর কল্লোলিনী
কমণ্ডলু-গর্ভে বদ্ধ করিয়াছ তুমি,
তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা।
এস বৎস, যাত্রা করি দুই জনে,
নর-হর মহেশ-প্রস্তর—
একত্রে করিব দরশন।
শুন, পুলকিত চরাচর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
জয় জয় রবে সম্ভাষিছে তোমায় চৌদিকে।

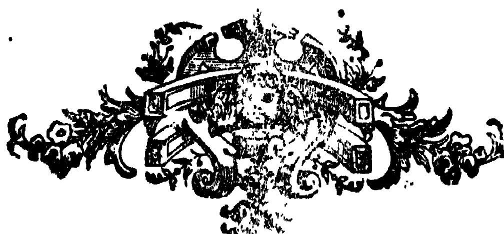
হের অপ্সরী, কিন্নরা, বিদ্যাধরী আদি
নৃত্য করে শিব-সঙ্কীর্ত্তনে—
ত্রিভুবনে জয় জয় রব।

সকলে। জয় জয় বিশ্বনাথ।

(বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

সকলের গীত।

বিমল কান্তি, বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর॥
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর॥





দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

(গঙ্গাস্নানার্থে শঙ্করের প্রবেশ)

[শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে ;—
বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী আসি
ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,
যাহে জগজ্জন লভি দরশন
মুক্তিধনে হয় অধিকারী।
শিব-শির-জটাবিহারিণী সুরধুনী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরি মেখলা যেমতি।
কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।] *

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুক্কুর চারিটী সহ প্রবেশ)

সকলের গীত।

ভরপুর নেসা, কেন কর্‌বি ফিকে।
এটা সেটা ছুটো ফিকে দেখে ॥
মজা তো মজা, আর ফিকে বেলকুল,
পূরা মজা লিয়ে থাক্‌না মজ্‌গুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাম্‌নে জুল্‌ জুল্‌;
আপ্‌না মজাতে দেল পূরা রেখে।
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফিঁকে ॥

শঙ্কর। একি বিঘ্ন! সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালনী কুক্কুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ করেছে। (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ? গঙ্গাস্নানের পথ রোধ ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য-গীতে মগ্ন আছ। তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। (কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) হাদে কেলো, এটা কে বটেরে?

[illegible]। আরে কে বটেরে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে কর্ম্মিন, তুমি কথায় কর্ণপাত ক'চ্চ না, দূরে গমন কল্লো।

চণ্ডাল। (অন্য কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) কি বল্‌ছেরে ধ'লো, কি বল্‌ছে—বুঝ ক'র্‌তে পাচ্ছিস্‌? আমি তো লার্‌চি। এটা মদ খেয়ে কি আবল-তাবল বকে রে?

ীগণ। আরে কি বকেরে—কি বকে!

শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপায়ী তো গঙ্গাস্নানের বড় বিঘ্ন কর্‌লে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, সত্বর পথ মুক্ত কর্‌—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খ্যাপা পারা! খেপ্‌চ কেনে? তোমার বাতটা তো বুঝ্‌তে লারূচি।

স্ত্রীগণ। আরে কি বলেরে—কি বলে!

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর্—দূর হ।

চণ্ডাল। দেখ্‌ছি তো তুমি সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার আক্কেলটা তো দেখি না। সাঙ্গাগোজা ক'রে গেরস্তিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও। (কুক্কুরের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এই কেলো-ধ'লোর আঁতে যা আছে, তোমার তা্‌ মালুম নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বলূছ বটে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটেরে—কে বটে!] *

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্ব্বরের আচরণে ক্রোধ সম্বরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাত বলেরে? হাঁরে কেলো, তোর আঁতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় স'রতে বলূছে রে! হাঁ কেলো, হ্যাঁরে ধ'লো, অন্নময় কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করেরে! সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চিনে না, অজুদাকে জুদা ক'রতে চায়!—চৈতন্যকে ফারাক করবে! এ কেমন মানুষটা রে? এর আক্কেলটা তো দেখি না।

স্ত্রীগণ। আরে কে বটেরে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে! চণ্ডালের মুখে এ কি বার্ত্তা! সত্য—অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর তো ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে থোড়া থোড়া আক্কেল বুঝি আসূছেরে কে'লো! আরে

ব'লো, তোর আঁতের বাতটা সমজ্ব করিয়ে দে।—ব'ল তো—গঙ্গাজীতে সূর্য্যি আর হাঁড়িয়ার সরাপে যে সূর্য্যি চম্‌কে, এ কি জুদা জুদা সূর্য্যি! এ বাতটা বুঝে না! বুঝে না—সোণার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ীর বিচে আকাশটা জুদা জুদা বল্‌চে! ও তো ফারাক্ দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসীরে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটেরে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখেরে!—এ চণ্ডাল—এ সন্ন্যাসী—এ কি ব'লেরে?—আঁধারে এক্‌কে নানান দেখে, সুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাঁপ দেখে,—এক জানে না, জুদা জুদা জানে!—তুই কেমন মানুষ রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটেরে—কে বটে!

শঙ্কর। মহাত্মন্, কি হেতু ছলনা অজ্ঞ দাসে!
দেহ পরিচয়—কোন্ মহাশয়
উদয় সম্মুখে মম!
শত কোটী প্রণাম চরণে,
অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব!
পূর মনোআশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,
ধন্য জন্ম হোক দরশনে।
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
পাদপদ্ম-পরশনে দেহ অধিকার।

চণ্ডাল। হের মম স্বরূপ আকার শক্তি সমন্বিত,
চারি বেদ শুনিরূপে সাথে।

(সহসা চণ্ডালের মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-চণ্ডালনীগণের ভৈরব-ভৈরবীরূপে ও কুক্কুর চারিটীর চারি বেদরূপে রূপান্তরিত হওন)

শঙ্কর । নমোনম চিদানন্দ শঙ্কর মহেশ,
নব লোক, লোকেশ্বর, প্রকাশ যাহায় ;
[illegible] সত্তায় জ্ঞাতৃ জ্ঞের ভাসমান ।
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর শিব,
ব্রহ্মবিদ্যা-বিশ্বেশ্বরী চির আলিঙ্গিত,
[illegible] প্রভু শত নমস্কার ।
শ্রোতব্য মন্তব্য বিধি বিধায়ক গুরু,
[illegible]র যোগেশ্বর শূলী শম্ভু ভব,
ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে ।
সদানন্দ ঘন, বোধরূপ চিন্ময়,
বিশ্বস্রষ্টা ঘটে ঘটে সম বিভাসিত,
নির্লেপ আকাশ সম ;
পরব্রহ্মে নমস্কার মম,
যাঁর কৃপা-সুধা-দানে, সংসার দহনে—
শান্তি প্রাপ্ত হয় জনগণ,
নমোনম চরণে তোমার।
[illegible] আমি তব দাস,
অংশ জীব জ্ঞানে,
আত্ম-জ্ঞানে—অভেদ চৈতন্যে সংমিলিত !
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে ;
ভ্রান্তি দূর শান্তিদাতা তোমার প্রসাদে ।
লোকনাথ, কোটী প্রণিপাত
আগে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব ।
মহা । তব প্রতি তুষ্ট অতি—শুন যোগীবর ।

বৎস, তুমি স্বরূপ আমার,
বেদজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাকৃতী।
কর মম কার্য্য সমাধান ভবে,
কার্য্য অবসানে পুন এক আত্মা হব দুইজনে,
বোধরূপে রহিব অনন্তকাল,।
বেদবিধি বিশৃঙ্খল হের ধরাতলে।
জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার
বেদমর্ম্ম ক'রেছে ছাদন।
* [বেদবেত্তা বেদব্যাস,
ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসা নির্ম্মাণে,
ক'রেছেন শাস্ত্রাদি খণ্ডন।
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে—লুপ্ত সে সকল।
সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়ত্ব নহেতো কাহার
স্বরূপ সূত্রের মর্ম্ম করিতে প্রকাশ।
তুমি মুণে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা আধার স্বরূপ
অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে।
ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতি সুনির্ণীত,
অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত]
জনহিত করহ সাধন,
অজ্ঞানতা করহ দমন,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা দেখাও মানবে।
ভাষ্য তব ভাস্কর স্বরূপ,
মোহ-তম করিবে বিনাশ।
সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ

ভ্রান্ত মত খণ্ডন করহ প্রিয়তম।

[স্বদলে মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। নম বিশ্বেশ্বর, শক্তি দেহ হর,
তব কার্য্যভার করিব উদ্ধার—
শক্তিতে তোমার শক্তিময়।

[প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কতদিন একাকী ভ্রমণ ক'র্‌বো! বহু স্থান ভ্রমণ ক'র্‌লেম, দৈববিড়ম্বনায় সজ্জনলাভ তো হলো না। তবে তো বৃথা মানব দেহ, মুক্তি-বাসনা কে পূর্ণ কর্‌বে! মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, সজ্জনসংসর্গ, —তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তিলাভ হয় না। হায়! মহাজনের তো কৃপা হলো না, দর্শন তো দিলেন না!

(শঙ্করের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর। এসো কে কোথায়, মহাকার্য্যে যে আছ সহায়—
এসো ত্বরা কাল ব'য়ে যায়!
মহাকার্য্যভার—ধর্ম্ম সংস্কার
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে।
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন ধরায়
গু তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বেচ্ছায় সে মহাভার ক'রেছি গ্রহণ।

উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস এস বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা !

সনন্দন। এই যে যতীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ গুরুদেব
আমার সম্মুখে।—
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে !
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমিয়ে ধরায়
শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত।
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটিনীতটে চৌলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর' কৃপাদান।

শঙ্কর। বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কাশীধামে।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার;
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী,
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি—সাহায্যে তোমার
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার।
তত্ত্বমসি মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি।
যথায় ভ্রমিবে—তব অঙ্গবায়ু পরশনে
জীব স্নিগ্ধ হবে।
কৃপায় তোমার—
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত;
জ্ঞানচক্ষুবলে—

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

সনন্দন। গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,
স্নিগ্ধ প্রাণ—নবীন জীবন দান ক'রেছ কৃপায়

শঙ্কর। এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,
সানন্দে করিব দোঁহে শাস্ত্র-আলোচনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত ফেরে না, তাইতে ভাব্‌চে, মাগীর পোঁতা টাকা আছে। মাগীকে তাড়িয়ে তাই নিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হ্যাঁতাল ঝাড়্‌বো নি—যা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠ্‌ছি নি।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। কেরে কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি! শঙ্কর এলি?

জগ। (স্বগত) ইস্! মাগীর আর বাঁচ্‌বার ধারা নেই। ব্রহ্মদত্যি মাগী এলে যে দুটী খাওয়াতো। সে বেশ ভূতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি,—তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্টা। বাবা এসো—তুমি যে অনেকক্ষণ মা ব'লে ডাকো নি, তোমার চাঁদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনি নাই!

জগ। মা মা—তুই বাড়ীর বাবুকে আস্‌বি? চান কর্‌বি? আয় কেন্‌না, একটু ফাঁকায় যাবি, ঘরে ব'সে কি ক'র্‌বি? চান ক'র্‌বি আয়, আয় আয়—

বিশিষ্টা। বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না। সে এখানটী না হ'লে বসে না, ঐ ঘরটী নইলে তার পড়া হয় না, ঐ খানে সে শুতে ভালবাসে,—ঐ খানে ব'সে দুটী খায়। লোকে বলে বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে জানে না। আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না। আমি আবাগী স্নানে গিয়েছিলুম,—হেঁসেলে দেখ্‌বে এসো না, যেমন অন্ন তেমনি প'ড়ে আছে, বাছা খেতে পায় নাই।

জগ। এঃ! মাগী একটা ভাত দাঁতে কাটে নি। দূর তোর ল্যাখাপড়ার মুণ্ডে ছাই! আমাদের চাষার ঘরে ল্যাখাপড়া শেখে না—বেশ আছে। আমার মাগছেলে যে নাই, তাহ'লে কি ক'রে ছেলে শিখোয় দেখাতুন,—পুঁথিমুখো হ'লে থাবাড়ে দিতুম। বামুনগুলো ওইটে যুত্‌ ক'রেছে, আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোয় না। ল্যাখাপড়া ছেলেকে শিখোয়, আর আপনারা মরে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

হ্যাঁগা তুমি কেমন ধারা গো—কেমন বেহ্মদত্তির ঘরের মেয়ে গো? মাগী ক'দিন খায় নি, তা দেখো নি,—আর মা ব'লে ধেয়ে ধেয়ে এসো। লাও—পারো দুটী খাওয়াও; আর দেখ—ওর জাত্‌গুলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়ে ফিরুচে। চাষেরা জমী নিয়ে মন উঠে নি, দুটো খেতে দিতে জিব বেরুচ্চে। তা নেই দিগ্‌কে, তো মাগীর ভূত বেরুচে থাক্। অতিথ-পতিত

নাগা-ফকীর কেউ তো ফেরে নাই, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে ম'র্‌চে। সলা ক'চ্চে গো, মাগীকে তাড়াবে, ব'লেচে এস্‌বে।

মহা। আসুক, কার সাধ্য—মাকে এখান থেকে তাড়ায়।

জগ। বেশ কথা, আমায় দেখে শুনে চিনে রাখো। রাত্তিতে—একলা ঢুক্‌লো মাঠ থেকে আসি, আমার ঘাড়ে চেপো নি। নাও আজ একটী বামুন আনা করাও, দুটী রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি যাও—আমি খাওয়াচ্চি।

জগ। হ্যা দেখ বাছা, তুমি ভাল বেহ্মদত্যির ঘরের মেয়েটী বটে, কিন্তু তোমার ভুতুড়ে ভাবটী গেলো নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়্‌বে, তার বুঝ্‌ রাখো ?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি।

মহা। কি ?

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপ্‌তে পারো ? তাহ'লে আমি এ বামুনা-গুলোনের কল্‌জে ছিঁড়ে খাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,--আমার কেউ কোথাও নাই, যে রোজা এনে ঝাড়ান-ঝোড়ান কর্‌বে। তুমি আপ্‌নি ছেড়ে দিয়ে যেও !

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমায় ভয় কর কেন ? তুমি মাকে ভালবাস'—আমি তোমায় উপর বড় সন্তুষ্ট, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

জগ। হ্যা দেখ্‌—ভালবাসায় কাজ নেই, তুমি মায়ের খোঁজ খবরটা রেখো, আমি পালপার্ব্বণে এক আধটা কেলে ছাগল যোগাড় ক'রে খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা বাবা--আমার হৃদয় ছেড়ে কোথা গেলি ? আমি যে

তোকে না দেখে থাক্‌তে পারি নি। আমি যে চারদিক অন্ধকার দেখ্‌চি, আয় বাবা আয়।

মহা। মা—মা—কেন কাঁদ্‌চ? তোমার শঙ্কর আস্‌বে; শিষ্য পড়াচ্চে দেখে এলুম।

বিশিষ্টা। অ্যাঁ—কখন আস্‌বে? সে যে খায় নি! তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, সে এখন শিষ্যদের পাঠ দিচ্চে—সে কি এখন আস্‌বে? তার কি এক আধ জন শিষ্য, যে পড়ান শেষ ক'রে আস্‌বে? সে তোমায় খেতে ব'লেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে খাবে।

জগ। হুঁ—সন্ধান রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এয়েছে, তার মুখে শুন্‌লুম, খুদে দাদার পোণ পোণ শিষ্যি-সেবক হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

* [মহা। আমি যে এই দেখে এলুম।

জগ। (স্বগত) হুঁ—গাছ চেলে যাওয়া-আসা করে। (প্রকাশ্যে) তা হ্যাঁগা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনো না, মাগী হা-হুতাশ করে,—দেখিয়ে নিয়ে যেও না।

মহা। সে আস্‌বে না, আমি তো তার খবর এনে রোজ দিই।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া-আসা করো নাকি?] *

মহা। আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এ! তার কাছে আর তোমায় ঘেঁস্‌তে হয় নি! সে—সে বামুনের বামুন নয়, গায়ত্রী ঝাড়্‌লে কাউকে আর টেঁক্‌তে হবে নি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ধ'রে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাচন-কোঁদন তফাতে,—সে চিড়িং-চাড়াং ছাড়্বে, তোর বাবার বাবা তার কাছে ঘেঁস্তে নার্বে।

মহা। আমি কে জানো?

জগ। তুই বল্লি কই? * [আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাঁই-গোত্র জান্‌তে চেয়েছিলুম, আমি যার গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বল্লি কই? তা না বলেছিস্ নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনিস্, এই তে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেত্নী। তা দেখ্—ছেলের শোকে যা দেখ্‌ছি, মাগী আর দিন কতক টেঁক্‌বে, তারপর তোর খুসী হয় আমায় বলিস্—আমি তোর পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে প'ড়েছি, আমার কোটীকল্পেও নিস্তার নেই চঞ্চল হ'য়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্চি, বেড়াবো।

জগ। আচ্ছা তুই কে?] *

মহা। আমায় চিন্‌বে; আমি তোমায় পরিচয় দিয়েছি—বুঝ্‌তে পারো নি। যখন বুঝ্‌বে—তখন চিন্‌বে।

গীত।

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপ্‌নি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে-শুনে মনে রাখে না॥
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাঁসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না॥

জগ। ভূতুড়ে গানও এমন মিষ্টি!

বিশিষ্টা। মা, দেখ' দেখ'—ছেলে বুদ্ধি কিনা, শঙ্কর আমার শিব সেজে এসেছে। আহা, দেখ দেখ'—আভূতি-বিভূতিতে বাছার যেন রূপোর শরীর হ'য়েছে। আ-মরি মরি—কি জটাজুটধারী, কি সুন্দর ললাটে শশীকলা এঁকেছে! কি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি! সখ ক'রে কপালে আর একটী সুন্দর চোক এঁকেছে! ওমা ওমা—কি ক'রে গো—বুড়ো মিন্সেগুলোর আক্কেল নেই গা, ত্রিকেলে মিন্সেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না! দেখ' মা দেখ' মা—বারণ করো, আমার বাছার পায়ে যেন বিল্বপত্র দেয় না। কই রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি! বাছা দেখে যা, পল আমার যুগ জ্ঞান হ'চ্চে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হ'য়েছে, তো বিনা আমার দশদিক্ শূন্য! আয় যাদু—আমার অঞ্চলের নিধি আয়। এই যে আমার বাবা এসেছে—এই যে আমার বাবা এসেছে,—ওই যে—ওই যে—আমায় মা ব'লে ডাক্‌চে।

বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহামায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ।

গণপতি ও শান্তিরাম।

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, তা উনি ইচ্ছাময় উনি সব ক'র্‌তে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখ্‌তে পারেন না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গাস্নান করে না।

শান্তি। বড় ফিকির শিখেছে, বলে কি জানো, গুরুদেব বলেছে, "গঙ্গা আর আমি এক।" গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা আমাদের অত নিষ্ঠা নাই; আমরা গঙ্গাস্নান না ক'রে তো বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতে পারি নে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল?

গণপতি। (জনান্তিকে) পলকে প্রলয় দেখ্‌ছেন।

শান্তি। আজ্ঞে আপনি যে পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। ঐ যে—ও পারে এসে সনন্দন দাঁড়িয়েছে, নৌকা নাই, পার হ'তে পাচ্চে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন, শীঘ্র এসো—সনন্দন এসো—এসো—

সনন্দন। (গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত) যাঁর কৃপায় ভবসিন্ধু পার হ'বো, তিনি আহ্বান ক'চ্চেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে চিন্তা ক'চ্চি।

শঙ্কর। সনন্দন এসো—

সনন্দন। যাই প্রভু যাই— গুরুদেব!

[গঙ্গায় অবতরণ পূর্ব্বক আগমন এবং সনন্দনের প্রতি-পদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবির্ভাব।]

শঙ্কর। বৎস, দেখ'—দেখ'—কি আশ্চর্য্য!—সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদী-বক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'চ্চে।

সনন্দন। (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (সনন্দনের

প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষ্যাবশতঃ তোমার কতই নিন্দা ক'রেছি, এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হ'য়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই,—মিনতি ক'চ্চ? ভাই ভাইএ তো প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ষ্যা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার সমান কৃপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হ'বে, তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব তদ্রূপ অধিকারী ভেদে জ্ঞানসুধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো—আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি!

সকলে। জয় গুরুদেবের জয়!

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমায় পদ্মপাদ ব'লে ডাক্‌বো। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার গুরুভক্তিতে আমার ঈর্ষ্যা হয়। গুরুভক্তিতে তোমার আদর্শ যে গ্রহণ ক'র্‌বে, ভবসমুদ্র তার গোষ্পদ।

(ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। অহে এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুন্‌চি না? তিনি না বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য ক'রেছেন? তিনি কোথায়?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে তুমি—তুমি ভাষ্যকার? তুমি বালক, গুহ্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখো নাকি?

শান্তি। কে আপনি—কাকে কি ব'ল্‌ছেন ? সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষকে কি ভাষায় সম্বোধন ক'চ্ছেন ?

ব্যাস। ভাল ভাল—সর্ব্বজ্ঞ বটেন ? কি ভাষ্য ক'রেছ হে—শুন্‌তে পাই ?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুষেরা সূত্রার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্দ্ধা করি না, মহাশয় যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্য-দর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হ'বে ?

শঙ্কর। কৃপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল—ভাল—তোমার আশ্রমই উত্তম স্থান।

[শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসের প্রস্থান।

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে ? কোন অসামান্য ব্যক্তি নিশ্চয় ; নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত এঁর সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস করা সম্ভবপর নয়।

গণপতি। তোমার ওই কেমন,—চারিদিকে মহাপুরুষ দেখ্‌ছ ! ইদানিং কিছু বাড়াবাড়ি,—যোগিনী দেখ্‌চ, সিদ্ধচারণ দেখ্‌চ, গজানন দেখ্‌চ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর দর্শনে যায়, আর তো তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই !

সনন্দন। ভাই,আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

আমরা বুঝ্‌তে পারি না। চলনা—শোনা যাক্—কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুনবে, দু'কথায় গুরুদেব থ বানিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হ'চ্চি।

গণপতি। আরে যেও এখন—শোনোই না,—কি বুজরুকিটে ক'র্‌লে বল্‌তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটালে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা ক'র্‌লেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।

গণপতি। হা দেখ—বুঝেছ—বল্‌লে না! গুরুদেব নিরিবিলি ওকে ভোজবিদ্যা দেন। আমি তাইতো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন, ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ. ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়েছে।

গণ। ইস্ ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদ্‌গদ হ'য়ে গেলে! আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হ'লেন না কি? পদ্মপাদ কারে বলে জানো? এক নারায়ণই পদ্মপাদ—আর পদ্মপাদ কে!

শান্তি। কেন তুমিও তো তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'র্‌লে?

গণ। আবার পদ্মপাদ—কাণে যেন খোঁচার মতন বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক্,—এই যে এতদিন পাঠ নিচ্চ, কিছু বুঝ্‌তে-সুজ্‌তে পাচ্চ? আমি তো ভাই কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বলেন,

কাল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বল্‌চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ--কি বল্‌চ—এতে যে অপরাধী হ'বে। এঁর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে ?]

গণ। ভাই আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম দু'একটা বিদ্যালাভ ক'র্‌বো। শুনেছিলুম ওঁর কথায় কোন্‌ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হ'য়েছেন, নদীর গতি ওঁর আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে, নর্ম্মদা-সলিল কমণ্ডলুস্থ ক'রেছেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম ; তা কই একটাও তো বিদ্যে দিলেন না ; দুটো একটা যদি ওষুধ-পালা শেখাতেন, তা'হলেও যাহোক একরকম ক'রে-কর্ম্মে খেতেম। বিফল পরিশ্রম ক'র্‌লেম।

শান্তি। কিহে—তুমি কি আমায় পরীক্ষা ক'চ্চ ? ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়াসী ? ক্ষুদ্র ভোজ-বিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা ?

গণ। ভোজবিদ্যাটা ক্ষুদ্র হ'লো বুঝি ? ওই সনন্দন একটা বিদ্যের চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে ; পদ্মপাদ নাম বাগিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যাবে—ওর সম্মান কত ? আর ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা ক'চ্চ—সে আর আমার মাথামুণ্ড কি—তা ব'লো না ? "তত্ত্বমসি"—"সোঽহং"—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাটালাটি হানাহানি। ওই সব আস্‌চে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, আমি চল্লুম।

[গণপতির প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ)

ব্যাস। ভাল ভাল—মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বট, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হ'য়েছে। এইবার দেখ্‌বো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ ক'রেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাগ্য-প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হাঁ্যা হাঁ্যা—তুমি খুব সাবধানী তার্কিক, এইবার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝ্‌বো।

সনন্দন। আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম পূর্ব্বক দাসের নিবেদন, হরি-হরের বাদানুবাদ তো কোটীকল্পে অবসান হবে না। গুরুদেব, যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি যেরূপ দৃষ্টিলাভ ক'রেছি, তাতে আমার অনুমান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর শঙ্করাচার্য্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর! "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং" আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এস্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধন্য! আমি অজ্ঞ—বুঝ্‌তে পারি নাই, ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয়। হে লোকপালক, হে স্থিতি-কর্ত্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ণ ক'রেছেন, বেদ বিভাগ ক'রেছেন, ভারতসাগর নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এ মহৎ কীর্ত্তি—আপনাতেই সম্ভব; আপনার বেদসূত্রের ভাষ্য

ক'রেতে আমি সাহসী হ'য়েছি, নিজগুণে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন।

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবলোকে,
দুর্জ্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য অন্তে অসম্ভব,
তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বেদমর্ম্ম প্রচারার্থে তব আগমন,
অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম,
দুর্জ্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য ক'রেছ রচনা।

শঙ্কর। প্রভু,
কার্য্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণ্ডলে,
পরমায়ু অবসান হ'য়েছে নিশ্চয়।
কৃপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনুত্যাগ।

ব্যাস। অষ্ট বর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে।
যোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার,
হয় নাই কার্য্য অবসান।
মায়া-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর' দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে;
নর-সাজে কোথায় কে বসে দেবগণ।
শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার,
দিগ্বিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার

হের যোগবলে—
বৌদ্ধগণ নিরাশ কারণ,
কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রচার,
কার্ত্তিকেয় অবতার শঙ্কর আদেশে,
বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিল্ল নামে।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন ষড়ানন স্বধামে গমন,
শক্তিধর র'য়েছেন তব প্রতীক্ষায়।
স্বয়ং ব্রহ্মা শিষ্য তাঁর মণ্ডন নামেতে,
কর্ম্মশ্রেণী মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক—
নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর।
পরাজয় কার তায়
শুদ্ধ সত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর।
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।
আয়ুর্বৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
ষোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে।
নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূরিত,

ভ্রান্ত বেদব্যাখ্যা হোক নাশ,
দুষ্কৃতি দমন, পাপাচার নিবারণ
কর' বৎস প্রভাবে তোমার ;
জ্ঞান-সূর্য্য হোক প্রকটিত
ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায় ।

শঙ্কর। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে আমার ভাষা যেন লোক সমীপে গৃহীত হয়।

ব্যাস। তথাস্তু। (অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। কৃতার্থোহহং—কৃতার্থোহহং !—(শিষ্যগণের প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অদ্যই আমরা প্রয়াগধাম যাত্রা ক'র্‌বো।

শান্তি। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।

সনন্দন। যদি অনুমতি হয়, একবার নগর-প্রান্তর ভ্রমণ করি। অতি মনোহর স্থান, যেন তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য. এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি। তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন ক'র্‌বো।

সনন্দন। প্রভু, যদি এরূপ কুৎসিৎ স্থান, তবে আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা ক'চ্চেন কেন ?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট অত্যাচার দমনের নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারার্পণ ক'রেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে। আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন কচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম।

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ।

শিষ্য। আপনার কি অদ্ভুত কৌশল! এ কুমারী যে আপনার করগত হবে, এ আমরা সম্ভবপর বিবেচনা করি নাই। আর অসূর্য্যম্পশ্যা, আপনি সন্ধানই বা কিরূপে ক'র্‌লেন?

কাপা। বাপু, থাকো—থাকো, ক্রমে ঐ সকল শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান ক'র্‌বো। তোমরাও কতশত রাজকুমারীকে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌বে।

শিষ্য। অদ্য চন্দ্রমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে ল'য়ে প্রভু আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হ'য়েছে। সেই সকল বালকের হৃদ্‌পিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হ'য়েছে, সে সুরা উপর্য্যুপরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ ক'র্‌তে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হ'য়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিত পান ক'রে দেখি, যদি সবল হই। এ যুগলশিশুর হৃদ্‌পিণ্ডে যে সুরা প্রস্তুত হবে, তা পান ক'র্‌লে আরও বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হবে, ও পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম যুবার ন্যায় ধারণাশক্তি লাভ হবে।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃদ্‌পিণ্ডে যে নূতন সুরা প্রস্তুত ক'রেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য শক্তি আজ্ঞা ক'রেছেন। অদ্য সেই সুরা পান করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর আলিঙ্গন-তৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হ'য়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্যতৎপরা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হ'য়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীত-প্রভাবে আমায় আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও উদ্দীপক সুরা ল'য়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন ক'র্‌তে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই ক'রেছি, কেবল আপনার আজ্ঞা-অপেক্ষা।

[বাঁশরী দ্বারা সঙ্কেত করণ।

(দুইজন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)

(নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন)

১মা স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) ব'সো, এইখানে ব'সো, এখনই দেবী-শরীর লাভ ক'র্‌বে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেইজন্য তোমায় প্রধানা সঙ্গিনী ক'র্‌বেন।

কুমারী। কি ব'ল্‌ছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইষ্টদর্শন করাবেন—যোগীরাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত। সঙ্গিনী ক'র্‌বেন এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য ব'ল্‌ছ? আমি চির-কুমারী-ব্রত অবলম্বন ক'রেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত ক'র্‌বো।

২য়া স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, দেহদানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপর পূজায় হ'তে পারে! ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই বুঝ্‌বে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা। চরণামৃত পান করো।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান ক'র্‌বো না।

কাপা। ব্যস্ত হ'য়ো না, আমার প্রসাদ পান ক'র্‌বে।

(নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নৃত্য গীত)

ফুলকাননে—
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদরে করে,
কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে.—
কত আশ-পিয়াস জাগে ;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে !
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে।

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো।

কুমারী। একি কুৎসিৎ সঙ্গীত! একি কুৎসিৎ নৃত্য! আমি এ কোন্ স্থানে এসেছি ?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু সহজে হবে না—সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা যাক্।

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসো। মাতৃহস্তে বালকের বক্ষঃবিদারিত দেখুক্, মন্ত্রপূত সেই শোণিতের ফোঁটা ললাটে দিলেই মুগ্ধ হবে। আর সেই চণ্ডাল বালককে ল'য়ে এসে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান।

(নৃত্য-গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত যমজ শিশু ও চণ্ডাল বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

শিষ্য। নাও, চরণামৃত পান করো।

[যমজশিশু-মাতার চরণামৃত পান করণ।

যার সন্তান রক্ষা হয় না, সেই নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি কৃপা

ক'রে এই যুগল সন্তান বলি গ্রহণ ক'র্‌বেন। এই যুগল শিশুর শোণিতে তোমার দেবতার ন্যায় পুত্র এই দণ্ডেই উদ্ভব হ'বে, সে পুত্রের কোন কালে ক্ষয় নাই। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই শিশুর বক্ষঃ বিদীর্ণ ক'রো। (চণ্ডালের প্রতি) এই নে ছুরী নে, গুরুদেবের সম্মুখে বক্ষের রক্ত দান কর্‌, চণ্ডালত্ব ঘুচে ব্রাহ্মণত্ব ও অমরত্ব লাভ ক'র্‌বি।

চণ্ডাল। না না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বুকে ছুরী মার্‌তে পার্‌বো না।

শিষ্য। খড়্গ দ্বারা বধ ক'রবো?

কাপা। না, তিষ্ঠ, অগ্রে এই কার্য্য সমাধা হোক্‌।

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নাও নাও, সন্তান বলি প্রদান করো।

কাপা। যুবতীকে অগ্রে আমার কোলে স্থাপন করো, নচেৎ যুবতী ভীতা হ'বে।

কুমারী। কি বিভীষিকা! এ যে অনাচারী ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নে, বলি দে।

মাতা। না বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক, আমি সন্তান বলি দিতে পার্‌বো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—

কুমারী। (আকর্ষিতা হইয়া) কপট সন্ন্যাসী, আমায় স্পর্শ করিস্‌ নে—

প্রেয়সী, স্ত্রীলোকের মানা—উদ্দীপনামাত্র।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা করো—

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের প্রতি) আরে দুরাচার কাপালিক—

কাপা। কে ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মস্তকের প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে বধ করো।

সনন্দন। আমায় বধ ক'র্‌বে করো, এদের পরিত্রাণ দাও।

[সকলের উচ্চ হাস্য করণ।

কাপা। বন্ধন ক'রে অগ্রে সন্ন্যাসীকে বধ করো।

(শিষ্যগণ সহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সন্ন্যাসীকে বধ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয় কাপালিক। (কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপণ পূর্ব্বক) দুরাচারগণ, নিস্পন্দ হও।

[কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের তদবস্থা প্রাপ্তি হওন।

(সসৈন্যে সুধন্বারাজার সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে যতীশ্বর! আমরা মহারাজ সুধন্বার অনুচর, যতীশ্বর ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছেন, রক্ষার্থে আমরা প্রেরিত।

শঙ্কর। বীরবর, মহাদেবীই আমার রক্ষাকর্ত্রী। নরনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান ক'র্‌বে, আর আমার অনুরোধ জ্ঞাপন ক'র্‌বে, যে, এই ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করেন। এদের বন্দী ক'রে ল'য়ে যাও।

[রাজসৈন্যগণ কর্ত্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে বন্ধন করণ।

(যমজ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয় শতবৎসর পরমায়ু লাভ ক'রবে। (কুমারীর প্রতি) কুমারী জননী, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন হ'বে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কায়মনে ব্রাহ্মণ-সেবায় রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর হ'য়ে যোগী-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে ল'য়ে যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন ক'র্‌লে, কিরূপ অত্যাচার! শক্তিধর কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন ক'র্‌তে পারেন নাই। অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ ক'রে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান ক'চ্চে। এদের প্রক্রিয়া দ্বারা দানবীয় শক্তি লাভ হয়, সেই জন্য অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী। এই দুরাচার-দমন ভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন ক'রেছেন। তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো,—বলো,--শিবোঽহং—শিবোঽহম্।

সকলে। শিবোঽহং—শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। *

কুমারিল ভট্টের আশ্রম।

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষমঞ্চোপরি উপবিষ্ট কুমারিল ভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। যাই বৎস, তোমা সবে করিয়া কল্যাণ।
পূর্ব্বকৃত মহাপাপ—প্রা'শ্চিত্ত কারণ,
তুষানলে দেহত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিহর, কর্ত্তব্যে না কর পরাঙ্মুখ।

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে!—
পাপ কি পরশে কভু এ দেব শরীরে?
তবে কেন সঙ্কল্প দারুণ—
তুষানলে তনু সমর্পণ?
এ হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে?
সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্ম্মকাণ্ড বেদের হ'য়েছে প্রবর্ত্তিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে।
বিহনে তোমার—
কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত দেব হবে পুনর্ব্বার।
শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,

---

* সময় সংক্ষেপার্থ এই গর্ভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হইয়াছে। নাটকের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এই গর্ভাঙ্কের কয়েক ছত্র তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ব্যাসের মুখে (৫৯ পৃষ্ঠা) প্রদত্ত হইয়াছে।

পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,
ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুত্রের মায়ায়!

কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ।
ছিল যেবা প্রয়োজন শরীর ধারণে,
সে কার্য্য হ'য়েছে সমাধান।
যন্ত্র মাত্র জেনো এ শরীর;
কার্য্য-অবসানে কিবা যন্ত্রের আদর!
কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত না হবে কদাচন।
বেদবিধি উদ্ধার কারণ—
হইয়াছে মহান্ উদ্ভব!
বালসূর্য্য প্রায় তাঁর কিরণ-মালায়
দিশ দশ প্রকাশিত।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি যবে বিকশিবে,
ভ্রান্তি-তম কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুন উচ্চ বেদধ্বনি।

প্রভাকর। প্রভু, কেন হেন ছলনা এ দীনপুত্রগণে!
নির্ম্মল শরীরে দেব প্রায়শ্চিত্ত কিবা!

কুমারিল। জানো না জানো না বৎস পাপের প্রভাব!
একমাত্র নিরঞ্জন নির্ম্মল কেবল,
সমল সকলি আর এ তিন ভুবনে।
কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন!
শুন বৎস, যৌবন যখন,
বৌদ্ধগণে করিতে ছলনা—
করিলাম শিষ্যত্ব স্বীকার।

শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ,
গুহ্য বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি হব অবগত।
করি এই কপট আচার,
হইলাম জ্ঞাত—বৌদ্ধ গুহ্য সমাচার ;
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যভিচার সে সবার।
সুধন্বা রাজার স্থানে পাইয়া আশ্রয়,
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার।

২য় শিষ্য। বিনাশিয়ে কপট-আচারী বৌদ্ধগণে
পাপ স্পর্শ হইল কেমনে?

কুমারিল। যে হো'ক সে হো'ক বৎস, শিক্ষাদাতা যেই,
এক বর্ণ শিক্ষাদান যে জন করিবে,
গুরুপদবাচ্য সেই, শাস্ত্রের বচন।
বৌদ্ধনাশে স্পর্শিয়াছে গুরুবধ পাপ।
অন্য মহাপাপ মম করহ শ্রবণ—
বেদ সত্য করিতে প্রমাণ,
বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ,
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাজার সভায়,
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক,
দৃঢ়পণে কহিলাম সবার নিকটে—
ঝম্প দিব গিরি-শৃঙ্গ হ'তে ;
বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ।
শৃঙ্গ হ'তে লম্ফদানে রহিল জীবন।
কিন্তু সংশয়ব্যঞ্জক বাক্য করি উচ্চারণ,
"বেদ যদি সত্য হয়"—হেন দ্বিধা ভাবে—

পাপস্পর্শে হইলাম একচক্ষু হীন।
"যদি" বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়;
সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয়।
দৃঢ়রূপে কর শেষ বচন গ্রহণ,—
সংশয় বুঝায় যাহে, হেন বাক্য কভু—
বেদের সম্বন্ধে বৎস, ক'রোনা প্রয়োগ।
প্রিয় পুত্র তোমরা আমার,
অন্তকালে কর দেহে অগ্নি সংস্কার।

প্রভাকর। প্রভু মার্জ্জনা করুন, সন্তানগণকে এ কঠোর আজ্ঞা প্রদান ক'র্‌বেন না।

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার!
পাপানল দেহ দহে দেখহ আমার।

[অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন।

শিষ্যগণ। প্রভু কি ক'র্‌লেন—হায় হায়! কি হ'লো!

কুমারিল। রোদন সম্বরণ ক'রো, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ক'রো না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো দর্শন দিলে না? এখনি তো দেহ-যন্ত্র ভস্ম হ'বে, আর কিরূপে তোমায় দর্শন ক'র্‌বো! কই প্রভু, এখনো তো দয়া হ'লো না! এই যে—এই যে—দয়াময় কৃপা ক'রে উদয় হ'য়েছেন!

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। অহো ধৈর্য্য—অহো তেজ!

কুমারিল। প্রভু আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহুতি প্রদান ক'রেছি,—পূর্ণাহুতি হ'লে তোমায় দর্শন ক'রে স্বস্থানে গমন করি।

শঙ্কর। বাক্য মম ধর তেজীয়ান!
মতিমান হও হে সম্মত,
যোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান,
পূর্ণ অঙ্গ দেহলাভ করিবে এখনি।
চিত্ত তব অনুতপ্ত পাপে,
'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
তুলা যথা অগ্নি পরশনে,
জ্ঞানাগ্নিতে সে প্রকার দগ্ধ পাপচয়।
মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর।
হে ধীমান্, কর' মোরে সম্মতি প্রদান।

কুমারিল। মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে,
তবে আর পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বিকার
সহিবারে কহ দেব কোন্ প্রয়োজনে?
মায়াধীশ তুমি প্রভু, তবু যোগীশ্বর,
মায়ার প্রভাব কি প্রকার
দেখ দেব মানব-শরীরে!
মহামায়া-ফাঁদে ব্রহ্ম তায় কাঁদে!
মুক্ত ক'র দারুণ বন্ধনে।
যাই নিজ ধামে, করিয়াছি আদেশ সাধন;
লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে।
অভ্যুদয় তব জ্ঞান করিতে প্রচার।
ল'য়েছ অদ্বৈতবাদ স্থাপনের ভার,
তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন।
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,

কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্ম্মীশ্রেণী মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,—
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার।
পরাজয় কর প্রভু তায়,
শুদ্ধসত্ব তত্ত্বমসি জ্ঞান করি দান
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর।
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে.
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। ক'হ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন্ মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হ'বে পরাজয়ি তারে?
মম সহ দ্বন্দ্বে বা কি হেতু প্রবেশিবে.
বেদ-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ কে হবে?
জয়-পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয়?

কুমারিল। রেবাতটস্থিত মাহিষ্মতীপুরবাসী।
পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকার্য্যোদ্ধার,
প্রধান অদ্বৈত-পন্থা মানিবে সকলে।
শাস্ত্র-দ্বন্দ্ব তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক'রো পত্নীরে তাহার;
সরস্বতী শাপগ্রস্তা হ'য়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-প্রণয়ণী রূপে আছেন ভূতলে।
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিস্ময়;

মোক্ষলুব্ধ যথা যেই সাধু সদাশয়,
আদরে অদ্বৈত-পন্থা করিবে আশ্রয়।
কহি শুন মণ্ডনের আবাস লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
কর্ম্মহেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্যপাখীগণে।
যজ্ঞধূম সতত উত্থিত সেই পুরে,
কার্য্যসিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মবীরে।
যাবৎ এ পাপ-তনু ভস্ম নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময়!
(শিষ্যগণের প্রতি)
শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ—
ত্রাণকর্ত্তা হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। ভট্টরাজ, বলো—শিবোঽহং—

কুমারিল। (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো-শিবোঽহং শিবোঽহম্—

সকলে। শিবোঽহং--শিবোঽহম্।

সকলের গীত।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদিনাহং ইত্যাদি (৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী।

(কাতানহস্তে জনৈক শিউলির প্রবেশ)

শিউলি। (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এইবার তোকে দেখ্‌ছি, তুই খুব বেহায়া, আবার খুব পালা ছেড়েছিস্। আয় মাথা নামা। (তরুর মস্তক অবনত করণ ও শিউলির পালা কর্ত্তন) কেমন আবার পালা ছাড়বে, ছাড়বে! এই কাতান আমার কাছেই রইলো, যা—ঘাড় তোল।

[মস্তক ত্যাগ ও তরুর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি।

পালা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাঁধবে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এঁর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

শিউলি। আরে কেরে! তুই কাকে বল্‌ছিস্? এই দড়া গাছটা দেখে বুঝি বামুন ঠাওরালি? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামুন নাই, পৈতে চিনিস্ নি? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বামুনের দৌরিত্ম্যি নাই! আমাদের এখানে বামুনে হাড় জ্বালিয়ে খায়, আর যেগুলো জটা রাখে—সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি বা'র করে রে—বউ ঝি ব'ার করে। তোদের গাঁখানি বেশ, বামুন নেই, বেঁচেছিস।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলি। আ গেল যা, আমি বল্‌চি—আমি বামুন নই। বামুন দেখ্‌বি তো চ,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে লিবে। আমি তাই ভয়ে বামুনের ছাঁই মাড়াই নি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি দেখেছে তো অমনি ভোলা সক্‌সাকিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'ল্লো। মদ খাওয়ালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাধায়ে এই বামুনগুলো। * [বুঝলি—জাত-জন্ম আর রাখে নি।

শঙ্কর। আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন।

শিউলি। আরে ওই—এ কোন্ গাঁয়ের ছেলেটা! আমার সাত পুরুষে ল্যাখাপড়া করে নি। যদি বিদ্যে চাস্, একটা বামুন দেখে ধরগা যা, তবে জল তুলিয়ে লিবে, কাট কাটিয়ে লিবে। আর দেখ্ তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাস্ নি—দেখাস্ নি, জবার মালা গলায় দি জাত থাবে। এই তো তোকে বল্লুম, বামুন দেখেছি কি বউ-ঝি সরিয়েছি। আর আমরা তো পদে আছি, চাঁড়ালগুলোর বউয়ের জাত খাবে, সদ্য ছেলেটা দুটো পিঁড়ের মাঝে ফেলে চেপে মারবে, শুকিয়ে তার উপর ব'সে মদ খাবে, ব'ল্‌বে পদ্মে ব'সে মধু

খাচ্চে।]* বিচ্চু বেটারা যেন কেলে ভোম্‌রা, আর জোয়ান চাঁড়াল রাতভিতে দেখেছে কি ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব! কি অত্যাচার! দেবদেব, শক্তি প্রদান করুন, এই বামাচার দমন করি। বেদদ্বেষী বৌদ্ধ, মানব-অহিতকর কুৎসিৎ শক্তি-অর্জ্জনের জন্য, এইরূপ কুৎসিৎ আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলি। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাড় বেছে লিয়ে মালা বানায়, আবার মদে বুরিয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলি। তুই রস টস খাস্ না কি? তা আয়—তোরে ঠোঙা ক'রে ঢেলে দেবো। আর রসুই হ'চ্চে, ডু'গরাস খেয়ে নিস্ তো খেয়ে নিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলি। তুই কি শিউলির ছা? আমার কাস্তে খানা লিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত কল্লেন, আবার পূর্ব্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র আমায় প্রদান করুন।

শিউলি। ও! তুই দেখেচিস্ না কি? মাগী বুঝতে লাড়ে, ওই ডরে তো রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো ব'ল্‌বে ভূতুড়ে মন্ত্র শিখেছে। বাম্‌নাগুলো ধ'রে লিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু, আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন।

শিউলি। তুই কি শিউলির ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলি। ওরে পরাণটা জুড়িয়ে দিলি রে! আমার ঘরে বাবা বল্‌বার ছ্যালো, সেটা যমে নিয়েছে। দ্যাখ, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যতদিন এ গাঁয়ে থাক্‌বি, এক একবার আমায় বাবা বল্‌বি, আর তা না বলিস্

—মাগীকে এক একবার মা বলিস্। মাগী ব্যাটাটার জন্যে বড় কাঁদে—জানিস। তোর চাঁদমুখে মা বাক্যি শুন্‌লে তার মনটা একটু সামাই খাবে। আয় মন্ত্র দিবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডনমিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী।

মণ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে—বিরক্ত ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্প্রদায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী। মূঢ়েরা অবগত নয় যে কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ।

উভয়। এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বেদার্থ বোঝে না, সেইজন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা অতি হেয় পন্থা, বিধি থাক্‌লেও সে পন্থা গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা একপ্রকার বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক, কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্ব্বদাই আলোচনা করে। ভগবান জৈমিনী মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন ক'রেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি।"

উভয়। তুমি বুঝি আজ তর্ক ক'র্‌তে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে এসেছ ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান ক'রেছ।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না ?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন কর্‌বার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয় !

উভয়। না আমায় মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'সে সমস্ত বা বকাবকি ক'র্‌তে পার্‌ব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই আয়োজন ক'র্‌তে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বল্লে, শুনে তুমি হাস্যসম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আরে মূর্খ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে চলে ! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিষ্যকে বোঝাগে যা নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্ম্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্খ, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ ক'র্‌লেই দগ্ধ ক'র্‌বে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ নয়। যা প্রত্যক্ষ, তার বৈপরীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ কর্‌বার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না, যে তুমি আমার কাছে হাত-মুখ নাড়্‌চ।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান জৈমিনী হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে একেবারে সকলকে নিরস্ত করলুম। বল্‌লুম—

উভয়। আর বলায় কাজ নাই—থামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত, তোমার নিকট গিয়ে সে সকল আলোচনা করি।

আর আমি আমোদ ক'রে ব'ল্‌তে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না। আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার গীতও শুন্‌বো না, বীণাবাদ্যও শুন্‌বো না, তোমার অঙ্ক বিচারও দেখ্‌বো না। হ্যাঁ! আমি এমন মিশ্র নই,আমার এক কথা, তখন বুঝ্‌বে। হ্যাঁ—আমোদ ক'রে ব'ল্‌তে এসেছি, উনি শুন্‌বেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুন্‌বে, আজ আমি তোমার তর্ক শুন্‌বো না।

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্নি হ'য়েছে, আজ আমি আহার ক'র্‌বো না। কাল পিতৃ-শ্রাদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না রাগ ক'রো না, শুন্‌বো বই কি, তুমি জলযোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'ল্‌বে, আমি শুন্‌বো।

মণ্ডন। যাচ্ছি—যাচ্ছি, শোনো না শোনো না—

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে।

মণ্ডন। উদর এক মহা বিঘ্ন, ভগবান জৈমিনী—উদরের দৌরাত্ম্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি—আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মূঢ়ের ন্যায় কথা, কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—

[মণ্ডনমিশ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। *

শিউলি-পল্লীর অপরাংশ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনী।

প্রতিবেশিনী। সর্দ্দারনী, তুই ইথানকে ব'সে ব'সে কান্‌বি ? আহা কেনে কি করবি ! যা ঘর্‌কে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন থান্‌কে মা ! আমার ঘর যে আঁধার হ'য়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সাঁজ হ'য়ে এলো, ইথানকে ব'সে কি করবি ? যা, সর্দ্দার খেটে আস্‌বে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখ্‌বি নি ?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুণ্ডে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘর্‌কে কানি নি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি,আমাকে কান্‌তে দেখ্‌লে সে ভেউ ভেউ ক'রে কানে, তাই ইথানকে কান্‌তে এনু। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে ! এতক্ষণকে সে পাত কুড়িয়ে ঘর্‌কে আস্‌তো, খাবার নেগে হুজ্জুত ক'র্‌তো, বড় বান্দের ছ্যালো, ব'ল্‌তো ঝাল হয় নি, নুন হয় নি,গোসা ক'র্‌তো ; আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুন। এই ফাল পাড়চে, এই পাল কাট্‌ছে, এই হ্যাতা-সেথা দৌড়ছে, এই মা ব'লে ঘর্‌কে আস্‌ছে। মিন্সেকে কাজে যেতে দিতো নি, ব'ল্‌তো—"কেনে—এখন আমি ডাগর হ'য়েছি,আমি গাছে ভাঁড় বান্‌বো, হাটকে গিয়ে রস বেচ্‌বো।" মোরহাত থেকে ঘোঁটন কাটি লিয়ে বল্‌তো—"গুড় বনাবো।" আমার সে চাঁদা ব্যাটাকে যমে নিলে মা—যমে নিলে ! যাবার সময় বলে

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

দু'চক্ষে জল গড়ুচ্ছে, বল্লে—"মা আমায় রাখ্তে লাড়্বি। তোরা মোর ছাতিতে পা টা দে, আমার পরাণটা জুড়ুক!" মিন্সের লেগে ঘর্কে থাকি মা—নইলে এক বিগ দিয়ে চ'লে যেতুন!

প্রতিবেশিনী। তা সর্দ্দারনী. কেনে কি কর্বি? পোড়ার মুখো যম, ঘর-ঘর কাঁদাচ্ছে। নে ওঠ—ঘর্কে যা, আবার মিন্সে এসে ঢু্ঁর্বে।

শিউলিনী। যাই মা, ঘর তো নয় মা, আমার বন পারা ঠেক্চে।

(শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া শিউলির প্রবেশ)

শিউলি। ওরে মাগী. দেখ্ দেখ্—কারে সাথে লিয়ে এসেছি দেখ্! আঁখ মেলে দেখ, দেখে পরাণটা জড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! কার ছা রে কার ছা?

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে।

শিউলিনী। ও বাছা! আমায় মা ব'লে ডেকো নি,আমি রাক্ষসী,আমায় মা বলা সয় নি! আহা পরের বাছা—আমায় মা ব'লো নি।

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা ব'ল্বো না?

শিউলিনী। ওরে যাদুমণি—যাদুমণি—বাপ্ধন—আমার চাঁদাধন, আয় ঘর্কে আয়, আমার আঁধার ঘর আলো কর্বি।

শিউলি। .মাগী মাগী,—চাঁদা, চাঁদ মুখে আমায় বাপ্ ব'লেছে!

শিউলিনী। আয় চাঁদা আয়, ঘর্কে ব'স্বি আয়।

প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা কার বাছারে—আহা কি চাঁদপারা ছেলেটীরে! মা বাক্যিতে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!

(শিউলি-বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। সর্দ্দার মাম্নি—সর্দ্দার মাম্নি! এ কি নূতন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের চাঁদা দাদা।

বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ নূতন চাঁদা দাদা!

১ম বালক। চাঁদা দাদা, তুমি খেলাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২য় বালক। তুমি লাচো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর ক'র্‌বে?

শঙ্কর। তোম্‌রা যে আমার ভাই, আদর ক'র্‌বো না!

বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল, আমি ফুল্‌কো বানাবো, তোরাও এক এক গাল খাবি।

(বালকগণের গীত)

বাঃ বাঃ বাঃ—নূতন চাঁদা দাদা লিয়ে খেল্‌বো।
লেচে লেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো—হেল্‌বো॥
খেল্‌বো ছুটাছুটী, খেল্‌বো ধূলালুটী,
খেল্‌বো ঝুলঝাঁপ্, খেল্‌বো তুড়িলাফ্,
চাঁদাকে কাঁধে লিব, কাঁধে চাপ্‌বো॥
চাঁদা দাদা লিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতার দোলায় ব'সে দুল্‌বো॥

[বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। হেথায় কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশ্রের যেমন আক্কেল—শিউলিপাড়ায় নীল জবা—দুর্লভ পুষ্প তাঁর জন্যে এখানে ফুটে

থাকবে! আরে! ওই শিউলি ছোঁড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য ক'চ্চে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র পরিধানে, এ তো দেখ্‌ছি একজন সন্ন্যাসী বালক, রহস্যটা কি দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ প্রবেশ ক'র্‌তে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নিজের পিণ্ড নিজে দান করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কার্য্য পণ্ড হয়, সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিঘ্নকর, গৃহস্থের ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর শুন্‌লেম, মণ্ডনমিশ্র উগ্রস্বভাব। আপনার আগমনে কার্য্যপণ্ড হ'লে আপনাকে অপমানিত ক'র্‌তে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ,
সেই মত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।

দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব !
করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদে,
যেই বিদ্যাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রাঙ্গণ মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ কর' মতিমান,
মহামায়ী প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুত্রাপি না পাবে পরাজয়।
পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিদ্যা তার মহামায়ী করেন হরণ।
সেই হেতু সর্ব্বত্র বিজয়,
মম শক্তিবলে নয়,
অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্র-তর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে ;
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান লাভে তবে কিবা প্রয়োজন ?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত ;
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর ;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,

তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন কিরূপে হবে নাথ,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি!

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত;
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
ক'রেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্ম-বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্য মূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন!

সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্য ত্রয়ে—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি এই সার জ্ঞান।

এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত!
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে * সংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু! ব্রহ্ম অস্তি, স্বপ্রকাশ, প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু জ্ঞানে?

শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,

ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্!
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং ভাব অহং বর্জ্জনে!
মনোযুক্ত অহংকার নীর সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে।
সাধন সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জ্জন,
সাধন নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস গ্রহণ।

সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানার্জ্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন?

শঙ্কর। দেহধারী মাত্র বৎস মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদসৎ কার্য্য দ্বিপ্রকার।
অসৎ কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যা দান,
যে কার্য্য প্রভাবে,
অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিদ্যার্জ্জন।
রহ সবে ভ্রাতৃবৃন্দ একত্র আশ্রমে,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।*

পথ।

উগ্রভৈরব ও গণপতি।

গণপতি। দেখো গুরুজি, তোমার জন্যে যে প্রকৃতি বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত ক'র্‌তে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখ্‌লেই তোমার মুণ্ড ঘূরে যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায বল্ দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলো বলে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যা বণিতা।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—পিরীতের জন্যে মরা। মনের মানুষ পায় না ব'লে কেঁদে বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা—যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি? তা হলে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে টাছে?

গণ। আছে না আছে কেমন ক'রে জান্‌বো গুরুজি? অষ্টালঙ্কার ভূষিতা! সেদিন গজগমনে আমার সাম্‌নে ঝম্ ঝম্ ক'রে চ'লে গেল, আমি হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে সাম্‌লে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল পড়ে দেবো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধ'র্‌তে চাও।

---

* সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ে এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

গণ। সে খুব সোজা, এদিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আলাপ ক'রেছিস না কি—তুই আলাপ ক'রেছিস না কি ?

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ ক'রেছে।

(অবিদ্যারূপিনা মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কিহে ছোকরা—কি দেখছ ?

গণ। গুরুজি, এগোও, পাল্লা দাও।

মহা। উনি তোমার কে ? গুরুজী না কি ? এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিযেই তো আছি এগিযেই তো আছি, এই তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কম্ম নয়, আমার একটী কাজ ক'র্‌তে হবে।

উগ্র। কি হুকম করো—কি হুকুম করো ?

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় দুখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, কি ক'র্‌তে হবে, হুকুম করো ?

মহা। আমি শত্রুর জ্বালায় অস্থির হ'য়েছি, আমার বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হ'য়ে বুঝি আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বলনা বলনা—কথাটা কি বল না ?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল হ'য়ে দিন দিন আমায় রাজ্যচ্যুত ক'র্‌চে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি তোমার যৌবনরাজ্য না কি ?

মহা। হ্যাঁ—ধন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার অধিকারে।

উগ্র। এঁ্যা!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা ক'রো না, এই আমার অলঙ্কার দেখ,—এ বহুমূল্য তোমার মনে হয় কি? আমায় লাবণ্যবতী মনে হয় কি? আর তুমি কি চাও আমায় বলো—আমি এখনি তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করো না?

মহা। কি টাকা চাও? নাও—এই এক থলে মোহর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও—আমায় তুমি প্রাণ দেবে।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিয়ে ফেলো—দিয়ে ফেলো।

উগ্র। চুপ কর্ না বেটা, রসের কথা হচ্ছে। (মহামায়ার প্রতি) হঁ্যা তোমায় দিলুম, কায়মনোপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে বলো, যে কায়মনোবাক্যে তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটী!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্ছ কেন? বলে ফেলো না।

মহা। তুমি পেছুচ্ছো, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখে নিই গে।

উগ্র। না না পেছোবো কেন—পেছোবো কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলে মানুষ—তুমি কি বুঝ্বে? ওই শঙ্করাচার্য্য সহায়ে আমার শত্রু মাথা কাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে

ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম। এতদিন শঙ্করাচার্য্য না এলে হয় তো সে মারা প'ড়্‌তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী! এক মায়ের পেটে আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখ্‌তে,—আমার ঐশ্বর্য্য আছে,তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা শক্তিতেই শক্তি, আমার ভোগ আছে, তার বিনা ভোগেই আনন্দ।

উগ্র। আচ্ছা তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে দমন ক'র্‌তে পারো না?

মহা। না—সে দুর্দ্দম! তারে দমন ক'র্‌তে যদি পারে—সে একজন, বোধ হয় তুমি।

উগ্র। কিসে জান্‌লে?

মহা। আমায় দেখ্‌ছ—সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার মার চেয়ে বড়, তুমি আমার সঙ্গে প্রেম ক'র্‌তে আস্‌ছ।

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক। তুমি শঙ্করাচার্য্যকে বধ ক'রে, তোমার এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করো; তাহলেই আমার শত্রু দমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজচি—আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে আমি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ তুমি আমার প্রিয় সন্তান।

গণ। (জনান্তিকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাক্যি ঝাড়ে?

উগ্র। তুই কি বুঝ্‌বি ছোঁড়া, ও খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার ঝম্ ঝম্ ক'রে কারা আস্‌ছে গো?

মহা। ওরা আমার সখী, বুঝেছ? যখন তুমি আমার হ'লে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাক্‌বো।

(অবিদ্যা-সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

হেসে হেসে কাছে ব'সে মনমোহিণী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সেই রসে তারে ভোলাই॥
কারু প্রেমিকা নারী, কার' করে দিই তরবারী,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়া আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে, আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝ্‌তে পারে, ধ'র্‌তে সোণা ধরে ছাই॥

[মহামায়া ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। নিদয় হ'য়ে চ'লে যাচ্চ যে—নিদয় হ'য়ে চ'লে যাচ্চ যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের কক্ষ।

পিতৃশ্রাদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(সহসা নতশির নারিকেল বৃক্ষ হইতে মুণ্ডিত-মস্তক ও কন্থা-ধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিঘ্ন! আরে অস্পৃশ্য শবদেহ-স্বরূপ-কার্য্যহন্তা মুণ্ডিত মস্তক কোথা হ'তে!

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখ্‌ছেন—এই মুণ্ডিত মস্তক গলদেশ হ'তেই উঠেছে।

মণ্ডন। আরে গর্দ্দভ, শিখা ধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার হ'য়েছে, তাই ত্যাগ ক'রেছ; কিন্তু দেখ্‌ছি গর্দ্দভের ন্যায় কন্থা বহন ক'র্‌তে পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষানুক্রমে শ্রুতির নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হ'য়ে আস্‌ছে। গর্দ্দভ যেরূপ কেবল অন্নযষ্টি বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তি-মার্গ তোমাদের বংশে অসহ্য; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ ভাণে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ ক'রেছ।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে বোঝা গেছে,—স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হ'য়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ। এদিকে শিষ্য ক'রেছ, পুঁথির ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্ছ!

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝ্‌তে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে গুরুসেবায় অলস হ'য়ে স্ত্রীর সেবা ক'র্‌তে এসেছ, আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন ক'রে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার ক'চ্ছ।

মণ্ডন। আরে কৃতঘ্ন মূর্খ, স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস ক'রেছিস্, স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস্,আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তনপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত ক'চ্ছ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হ'য়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয় তা জানিস্?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যা অপেক্ষা মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার অসূর্য্যতমোময় লোকে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবানদের প্রতারিত ক'রে চোরের ন্যায় এস্থানে প্রবেশ ক'রেছিস্।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য গৃহদ্বার আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের অংশ ভক্ষণ করো।

মণ্ডন। দূর হোক্—ইনি আবার ব্রহ্মবিদ্ যতি সেজেছেন! কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার মত মূর্খ, কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি! পরিপাটী ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী সেজেছ।

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত দুরাচার; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর কোথায় ঘোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার কর্‌বার জন্যে কর্ম্মীর ভাণ ক'রেছ।

পুরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, আমি তোমার হিতার্থে বল্‌চি, ইনি যতিবেশধারী, তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্ত্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন্, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তোমার অনুরোধ করা উচিত; এরূপ কটূত্তর করা উচিত নয়। দেখ তুমি ক্রুদ্ধ হ'য়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী —পরিহাসছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান ক'চ্চেন, তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি সুবোধ, ক্রোধ পরিহার ক'রে এঁর অভ্যর্থনা করো।

আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গ-পরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয় ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) হে যতি, অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত নই, আমি সর্দভিক্ষার কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হোন, এই আমার প্রার্থনা। কর্ম্মকাণ্ড আপনার প্রিয়, কিন্তু বেদান্ত-সিদ্ধান্ত আমার জীবন। আমার যাচ্ঞা, তর্কে আমায় পরাজয় ক'রে আমায় কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন— আমার ব্রহ্মাদ্বৈত মত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কনাদ, গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদানুবাদে ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত—এরূপ বাক্য কখনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক চিরদিনই তত্ত্ব করি। সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি জন্মে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মধ্যস্থ স্থির করুন,—আমি বিবাদে প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ ক'র্‌বেন। যদি আমি পরাজিত হই, আমি সন্ন্যাস-আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্ব্বার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বো। আর যদ্যপি আপনি পরাজিত হন, শিখামণ্ডনপূর্ব্বক আমার নিকট

সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বেন। যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ ক'র্‌তে আপনি প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছেন। আপনি মেধাবী দেখ্‌ছি, আপনাকে সংসারী ক'র্‌তে পার্‌লে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ স্থির ক'র্‌বেন, বিবেচনা ক'রেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তবে আমার গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শ্রুত আছেন?

শঙ্কর। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্ব্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত, যদি আপনার অভিমত হয়, কল্যই বিচার আরম্ভ হোক্।

মণ্ডন। উত্তম। আসুন—অদ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রের প্রস্থান।

পুরোহিত। এ কি—এই কি শঙ্করাচার্য্য! শুনেছি, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় ক'র্‌তে সক্ষম। কে জানে—বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

(দুই জন পণ্ডিতের প্রবেশ।

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্চ—কি দেখ্‌বে? মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায়! মণ্ডন নিশ্চিত পরাজিত হবে।

পণ্ডিত। মালা শুষ্কপ্রায় কি?

পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। তিনি সুযোগ্যা মধ্যস্থাই বটেন। মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, এক পক্ষ তেজঃপুঞ্জ যতি—নারায়ণ স্বরূপ,আর অপরপক্ষে স্বামী—সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এইজন্য কার জয়, কার পরাজয় তিনি মুখে প্রকাশ ক'র্‌তে অসম্মত। যতির গলায় একটী মালা প্রদান ক'রেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটী প্রদান ক'রেছেন। যার গলদেশের মালা অগ্রে শুষ্ক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায় দেখে এসেছি। দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হলো, লজ্জা রাখ্‌বার আর স্থান নাই। একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় করে যাবে, এ অতি অসহ্য! বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে কর্ম্মকাণ্ড লোপ হ'য়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তা হ'লে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাক্‌বে!

পণ্ডিত। চলে এলেন কেন? চলুন না দেখা যাক্—শেষ কি হয়!

পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি। দুর্ম্মদ বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনীকে পরাস্ত ক'র্‌তে পারে।

পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

পণ্ডিত। দেখি কি উপায় ক'র্‌তে পারি। যদি কোনরূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে বিদ্যাভ্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-অপমান-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি।

পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা ক'র্‌ছেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

পণ্ডিত। আছে।

(শিউলি ও শিউলিনীর প্রবেশ)

শিউলিনী। অরে মিন্সে, এখানে তো চাঁদাকে দেখ্‌ছি নি, তবে কোন বিগে গেল রে? তোকে বন্নু, আমি ফ্‌ল্‌কো বনাচ্চি, তুই বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়্‌তে লার্‌লি।

১ম পণ্ডিত। আরে তুই কাকে খুঁজ্‌ছিস?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজছি। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, ছেলে-বুদ্ধিতে কোন্ বিগে গিয়েছে বল্‌তে পার?

১ম পণ্ডিত। (২য় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) কাকে খুঁজচে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে খুঁজছিস্ কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপধন, আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুণ্ডে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে। আমি তার জন্যে মৌ'র ফ্‌ল্‌কো বানিয়েছি, সে খায় নি গো, আমা . পরাণ কং কং কচ্চে!

*[২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে না কি?

শিউলিনী। হেঁ গো, সে আমায় চাঁদমুণ্ডে মা বলেছে, আমার বুক জড়োনো চাঁদা!

শিউলি। বাবাঠাকুর, আমি দু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাঁদা কোথা ব'লে দাও।

শিউলিনী। অরে চাঁদা রে চাঁদা—খেসে আয়, খেয়ে তবে খেল্‌তে যাবি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদাতো হেথায় নাই।

শিউলি। তবে কোন্ বিগে গেল বাবাঠাকুর—কোন্ বিগে গেল? ছেলে বুদ্ধি গো—বাবার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকে নি।]*

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো। মিন্সে তোমায় দু কেঁদে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুখে দু'খানা ফুল্‌কো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আয়। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য. এইবার তোমায় বুঝে নেবো।

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি ক'চ্চ? এদের নিয়ে কোথায় যাবে?

১ম পণ্ডিত। চল না—তোমায় ব'ল্‌চি।

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডনমিশ্রের বাটীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। শুষ্ক মালা মম কণ্ঠে প্রত্যক্ষ নেহারি,
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,
প্রতি ছত্রে যুক্তি মম ক'রেছ নিরাশ,
অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ।
মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও;
মান হত, দম্ভ বিচূর্ণিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর।

তর্ক-যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রখর,
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।
পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,
পরাজিত নহ কোন মতে;
তর্ক যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভুবনে।
কিন্তু—
মম সনে তর্ক-যুদ্ধে বাক্‌বিজড়িত;
বুঝ চিতে পণ্ডিত প্রবর।
তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি-শক্তি বলে,
জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন!
জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—
নিত্য হের শত শত হয়;
কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,
তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন;
শ্রেয় মাত্র বিষয়-অর্জ্জন।
স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—
যাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গসুখের কাম!;
মুক্তি তত্ত্বে অন্ধদৃষ্টি তার।
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত;
করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।
যুক্তিবলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়!

বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক যুক্তি বল;
প্রতিশ্রুত ছিলাম দু'জনে,—
পরাজয় হইবে যাহার,
সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের।
মান' যদি পরাজয় হইয়াছে তব,
পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।
কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে

মণ্ডন। যতিবর!
হীনজ্ঞান কোন হেতু করহ আমায়?
পণে মুক্ত কর যদি তুমি,
কেন তাহা করিব গ্রহণ?
নিরাশ করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে.
এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর!
জ্ঞানের প্রভাব জেনো এতই প্রবল,
পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত;
অভিমানে পণে মুক্তি না কর গ্রহণ।
কিন্তু জেনো—মমাশ্রম অভিমানহীন!
অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার
সার পন্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ-অধিকার!

মণ্ডন। যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে।
দম্ভ-অভিমানপূর্ণ নেহারি তোমায়;
দম্ভে মোরে ঋণে কর ত্রাণ,
অভিমানে মম সনে তর্কে বাদী তুমি,

অভিমানে সর্ব্বস্থানে করহ ভ্রমণ,
শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,
অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর।
ঈশ্বর-প্রসাদে—
তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।
ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির,
যাই তথা ঘোর তম হরণ কারণ।
সেই হেতু তব সনে দ্বন্দ্ব প্রয়োজন।
স্থিরচিত্তে শুন মতিমান,
জন্যবস্তু নশ্বর জানহ সপ্রমাণ।
কর্ম্মজন্য স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয়।
কোটিকল্প স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল!
কোটিকল্প অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,
দুঃখ পুনশ্চয়—
পুনরায় কার্য্য-প্রবর্ত্তনা।
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুনঃ পুনঃ হয়,
ভাসে জীব অশান্ত এ স্রোতের প্রভাবে।
কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,
সেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,
স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,
লভে তায়—
নিত্যানন্দ অনন্তে বিশ্রাম।
হেন শান্তি চাহে যদি প্রাণ,

কর মম আশ্রম গ্রহণ।
অন্যে নাহি জানে—
বোঝে যার প্রাণে
বোঝে মাত্র সেই জন।
অবিবেকী জন,
স্বার্থ তারে করে প্ররোচন
নির্ব্বাণ মরণ সম।
কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে
বুঝিয়াছে মনে
শান্তিলাভ বিনা নাহি যন্ত্রণা ঘুচিবে,
সেই এই মহা-পন্থা লবে।
যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়
প্রাণ তব চায়—
কর বিবেক আশ্রয়।
স্বার্থ হবে ক্ষয়,
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উদ্ভাসিত
শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমার।

মণ্ডন। গুরু—কল্পতরু!
অহেতুকী কৃপার আধার!
এত কৃপা সন্তানে তোমার?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল প্রদানে!
চল দেব, দাসে ল'য়ে শান্তিময় স্থানে।

২য় পণ্ডিত। মিশ্র! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হ'চ্চ? অনাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজবিদ্যা বলে তোমায় পরাজয় ক'রেছে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে— ও সামান্য ব্যক্তি।

মণ্ডন। হাঁ কুহকী বটেন। যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ—সেই কুহকী! আর সামান্য কি ব'ল্‌ছেন, সামান্য হ'তেও সামান্য;—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈত-জ্ঞান দান করুন।

শঙ্কর। বৎস, এ জ্ঞান-বিকাশের পূর্ব্বে একটি কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি বাক্য, গুরুবাক্যে সত্য বিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণা হয় না। জেনো, ভব-সংসারে গুরুই একমাত্র সারবস্তু! জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, পরমৈশ্বর্য্যদাতা— গুরু ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে আমি মুক্ত, বদ্ধ নই। আমি বদ্ধ, এ কল্পনামাত্র; মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ায় নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক, গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের পর গুরু অন্তর্হিত হ'ন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন দ্বৈত-অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে, স্বরূপ দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

(শিউলি ও শিউলিনীকে লইয়া ১ম পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আরে মাগী, এই দেখ্‌না, তোর চাঁদা ব'সে আছে।

শেঁডাল। হই যে—সব টিকিবাজ ভট্‌চাজ দেখ্‌চি না! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের কেঁড়েটা, ডেলের হাঁড়্‌টে আর মৌওর রুটি কর্‌বার চিম্‌টেটা, আর দেখ্‌ছ তো—পাতা শিয়োনো কাপড় পরনে। জোয়ান বউ-বিটী ও নেই যে তোমাদের পূজো কর্ত্তে দেবো। তা উখান্‌কে আর ক্যানে লিয়ে যাচ্চ?

১ম পণ্ডিত। আরে দেখ্‌ না—ওই তোর চাঁদা ছেলে।

শিউলিনী। আরে হ—হই বটেরে—হই তো চাঁদা ব'সে বটে! (নিকট-বর্ত্তী হইয়া) আরে বাপ্‌ধন্—এ বামুনগুলোর ইখানে এলি ক্যানে? আহা বাছা, কাল রেতে তো কিছু খাস্‌নে, লে—এই রসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে বেশী নেসা হবে নি, এক এক চুমুক দে, আর গলা ভিজো। ঝাল দে—টক্ দে কাল রেতে ডাল ক'রেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট ক'রেছ? আমি তো ভিক্ষা ক'রেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাঙ্‌তে কি গরজ নেগেছে? য'দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত'দিন তুই ব'সে ব'সে খা কেন্‌না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইবি তাই পাবি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখি-পাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছ-তলায় ব'সে থাকিস্? আমার ঘর আলো ক'রে ঘর্‌কে এসে বোস্, আর যা মন্‌কে চায়, বল—রেঁদে দিই—খা।

শঙ্কর। মা, আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী।

শিউলিনী। ওরে বাছা, ন্যাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে ন্যাসাট্যাসা করিস্‌নি। এই দ্যাখ্‌না—মিন্‌সে ন্যাসা ক'রে ভোমা মেরেছে, কাজ কম্ম পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই! তোমাদের কর্ম্ম অবসান হ'য়েছে।

শিউলিনী। দেখ্ দেখ্—মিন্‌সে! ছেলেবুদ্ধি—কি বলে শোন্? বলে কাজে কাই নি! কাজ কম্ম ক'র্‌বো নি বাবা তো খাব কি বল্? ঘরে কি পোঁতা কড়ি আছে?

শিউলি। নে মাগি! বক্‌বি না খাওয়াবি? ছেলেটা কাল রাত্ত থেকে কিছু খায় নি, তার হুঁস রাখিস্? আর আমায় বল্‌ছিস্ ন্যাসা খায়,—ন্যাসা খাস্ তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মউয়োর ফুল্‌কো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্চে। নে বাছা খা। (শঙ্করকে স্পর্শ করণ) ও মিন্‌সে—ও মিন্‌সে, সব ফাঁক হ'য়ে যাচ্চে! তুই আমি—আমি তুই! ও মিন্‌সে আমি—আমি—আমি!

শিউলি। আরে মাগি—কোথায় কেরে—কোথায় কে? (শিউলিনীকে স্পর্শ করণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই—সেই!

১ম পণ্ডিত। যতিবর! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে সব এসেছে দেখ্‌ছি,—তুমি খাও। বোধ হ'চ্চে তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখ্‌ছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতি! গুরু-দম্পতি রূপে আমায় কৃপা ক'রেছেন! যাঁর বাক্যের প্রভাবে—জড় নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে, আমায় মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত ক'রেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চর্য্য হ'য়েছিলে, দ্বারবানেরা কেন আমার আস্‌তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্শ্বস্থ নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায়

উপস্থিত ক'রেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হ'য়েছি।

.উলি। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিৎ সুখরূপ।

উলিনী। শিবোঽহং শিবোঽহং এই তো স্বরূপ॥

. পণ্ডিত। একি! একি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলি-শিউলিনীর মুখে একি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত ইচ্ছায় মহাপাপে লিপ্ত হ'য়েছি! প্রভু, প্রভু—রক্ষা করুন!

.ঙ্কর। কেন মহাশয়, আমায় কি নিমিত্ত স্তুতি ক'চ্চেন?

. পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা। শুনুন—আমি কিরূপ পাপাশয়! আপনি শিউলির নিকট যে বৃক্ষ অবনত কর্‌বার মন্ত্র শিক্ষা ক'রেছিলেন, তা আমি জান্‌তে পারি। যখন মণ্ডন পরাজয়প্রায় বুঝ্‌লেম, তখন এই শিউলির উদ্দেশে গিয়ে—এই শিউলিকে ল'য়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল, যে এই ব্রাহ্মণ-সভাস্থলে আপনি এই শিউলির সম্মান ক'র্‌তে পার্‌বেন না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না ক'রলেই আপনি শক্তিচ্যুত হবেন। এই অভিপ্রায়েই আমি এই শিউলি-শিউলিনীকে ল'য়ে আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীব-শিক্ষার্থে —এই মুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলি-শিউলিনীরূপে অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাদাতা—তখন এঁরা সামান্য নয়—এ জ্ঞান আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত আপনার কৃপা। যখন কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধারণ)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়। (সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং—সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং।

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? (পথ রু করিয়া দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। (স্বগত) শিব শিব!—দেবী সরস্বতী বিঘ্ন উৎপন্ন ক'র্লেন।

উভয়। যতীবর, আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাজয় করে নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমায় পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান্।

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক গার্গীর সহি ও জনক সুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

শঙ্কর। হাঁ মা যথার্থ ব'লেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষ হ'ন আর স্ত্রী হ'ন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে যত্নবান হই।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর! অপর সুন্দর কি?

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র, এবং সেই তাঁরই প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তুর অংশ মাত্র সেই—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই ?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধির তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা বৃথা সময় ব্যয় করছি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ,এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কাম-শাস্ত্রের আলোচনা আমার স্বামীর সহিত হয় নি। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং তার আধার কি ? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান ?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন বাদে প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো। আমায় এক মাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদানুবাদে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

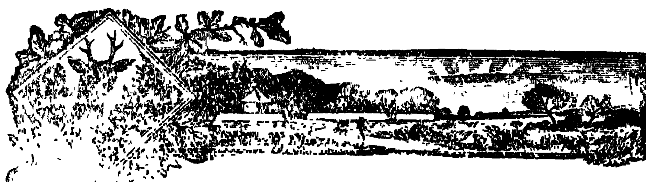
উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থানোদ্যম

গুরু। প্রভু, সন্তানকে ভুলবেন না।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ। সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন।

[প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-শৃঙ্গ।

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ

ঙ্কর। সন্ন্যাস-আশ্রম মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।
কিন্তু মহাবিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী !
মণ্ডন-গৃহিণী রূপে দেবী সরস্বতী,
কামশাস্ত্র ল'য়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।
কিন্তু কামচিন্তা যোগীদেহে অতি অনুচিত,
হয় তায় সন্ন্যাস পতন।
করি পরকায় আশ্রয় গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে ;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।

কর্ম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরা মাঝে হইবে প্রচার।
(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)
যোগ দৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি মৃগয়া কারণ—
মহাশ্রমে হইয়াছে তনু ত্যাগ তার।
ওই দেহে এখনি পশিব।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্ব্বত-কন্দরে,
সাবধানে কর রক্ষা যতি-দেহ মম।
মাসান্তে এ দেহে পুন করিব প্রবেশ।

সনন্দন। প্রভু, পরকায় প্রবেশ শ্রবণে
হয় মম আতঙ্ক উদয়।
পশি পরকায়—
যোগীশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রভাবে।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গোরক্ষনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে।

শঙ্কর। ত্যজ ভয় না করো সংশয়,
মুগ্ধ নাহি হব কদাচন।
বাঞ্ছা মম বিদ্যা-উপার্জ্জন,
কামতৃপ্তি বাসনাবর্জ্জিত চিত।
যেই জন বাসনা-বর্জ্জিত,
কদাচিত না হয় মোহিত।
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার।

সনন্দন। প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি!
কামচর্চ্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম গ্রহণের হেতু তায় হয়।

শঙ্কর। শাস্ত্রমত বাক্য তব হে তীব্র সন্ন্যাসী।
কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা-আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ!
করেছি উদ্যম।
যদি তায় দৈব বিড়ম্বনে
কোন ক্রমে বিঘ্ন হয় মম,
যদি পশি পরকায় সংস্কার পরশে আমায়,
বুঝিব অন্তরে,
দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—
করিবারে মানবের হিত
সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে।
শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিব বিসর্জ্জন,
যে হয় সে হয় কাম-বিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেবকার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাদপদ আত্মবিসর্জ্জনে!
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়—
দেবদেব পদাশ্রিত আমি,
সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে;
নির্ব্বিঘ্নে পশিব পুন এ যোগী-শরীরে,

বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।]

সনন্দন। হৃদিকম্প হয় প্রভু, সঙ্কল্পে তোমার!

শঙ্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্ব্বত-গহ্বরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনস্থলী।

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ।
উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ, সম্মুখে
মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

সরমা। (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী, রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো, আমি রমণী, রাজ্য পরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয়। আমি উদ্বাহের দিন পণ ক'রেছিলেম যে আমি জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী। মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না! আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ কর।

অন্যান্য রাণীগণ। দিদি, আমরা তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে যেও না।

মন্ত্রী। হায় হায়! কি কুলগ্নেই মহারাজ মৃগয়া যাত্রা ক'রেছিলেন!

সরমা। বাবা, প্রাতঃকালে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে এলেন, সূর্য্যাস্ত না হ'তে চন্দ্রমুখে মৃত্যুর ছায়া প'ড়লো। হায় হায়, আমাদের মত অভা-

গিনী কি কেউ জন্মগ্রহণ ক'রেছে! এ জ্বালা কেবল অনলে নির্ব্বাণ হওয়া সম্ভব!

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী ম'শায়, আর কেন—শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন।

সরমা। বাবা অপেক্ষা করো, আমি সহমৃতা হব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী ম'শায়, যা হয় শীঘ্র করুন। দ্বাদশ দণ্ড অতীত হ'য়েছে, আর শব-দেহ রাখা উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় ক'রতে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্চেন! দেখুন দেখুন—মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। মা, আপনি মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মা রক্ষা করো!

রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—কোথায় আমি—এরা কে!

সরমা। মহারাজ দেখুন, আমরা আপনার চরণের দাসী।

শঙ্কর। মহামায়ার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ ত আমার স্থান নয়। নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমরা আপনার দাসী।

শঙ্কর। হ্যাঁ সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ স্থির হ'ন, আপনি মৃগয়ায় ক্লান্ত হ'য়ে মূর্চ্ছাপন্ন হ'য়েছিলেন।

শঙ্কর। হুঁ, রাজকায়ে—রাজা—চলো গৃহে যাই। জীবের দেহ বাসের পর স্মৃতি থাকা অসম্ভব। চলো চলো—অহো মহামায়ার কি ভীষণ প্রভাব!

*[(মৃতরাজার প্রেতাত্মার প্রবেশ)

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা! এ দেহে আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ, কি ব'ল্ছেন?

শঙ্কর। না কিছু না। (প্রেতাত্মার প্রতি) দেহের মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! যাও, দেবদেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করো। যতদিন তোমার দেহ ভোগ করি, তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করবে। কি হলো—কে আমি? আমি রাজা, এই সকল রাজ্ঞী। এসো—এসো প্রেয়সী, গৃহে যাই চলো।

(উপবেশন)

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শঙ্কর। চিন্তা ক'রো না, আমি সবল হ'য়েছি, এসো প্রিয়ে।

(গাত্রোত্থান করণ)

কালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ কি কোন প্রেত আশ্রয় ক'রেছে?

সর। না না, প্রেত দেহ মমতা ত্যাগ ক'রে স্বর্গলাভ ক'রেছে।*

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।*

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামায়া।

জগন্নাথ। হারে তুই কেমন পেত্নীটে বল? মাগীর হালটা দেখ্ছিস? তবু তোর মনে দুঃখু হয় নেই? মরবার আগে এক দিনকে ক্ষুদে দাদাকে নিয়ে আয়।

*সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

মহামায়া। সে এখন রাজা হ'য়েছে, তাকে আন্‌বো কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেত্নী? তুই যে বল্লি, মায়ের কাছকে আস্‌বে?

মহা। সময় হ'লে আস্‌বে।

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাগী ম'লে এসে কি ক'র্‌বি?

মহা। আমি থাক্‌তে ম'র্‌বে কেন?

জগ। তুই থাক্‌তে যদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাক্‌বে.

মহা। কি ক'রে জান্‌লি—আমি ম'রেছি?

জগ। জ্যান্তো মানুষ আর কে কোথায় পেত্নী হয়?

মহা। আমি তো পেত্নী নই।

জগ। তোর বাপ পেত্নী।

মহা। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্‌বি?

মহা। কি বল?

জগ। ক্ষুদে দাদা কোন্ খানে আছে, আমায় বলে দে।

মহা। সে এখন অমরক রাজা হ'য়েছে।

জগ। ভূতে চিন্‌তে পারে?

মহা। তা পারে।

জগ। তবে ধর, আমার ঘাড়টা মুচুড়ে, ধ'রে মেরে ফেলে ভূত ক'রে দে

মহা। কেন—ভূত হ'য়ে কি কর্‌বি?

জগ। কি ক'র্‌বো তা তখন তোকে শুনাবো। ক্ষুদে দাদাকে ও মাগীকে দেখাবো।

জগ। তা তোর কি বল্ না—আমার যদি এখন সখ হয়। তোর ছিঃ ছিঃক্কারে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর দুঃখু আর আমি দেখ্‌তে লাড়চি। আমি ক্ষুদে দাদাকে বাড়ীতে আন্‌বো।

মহা। তোর কথায় সে আস্‌বে কেন?

জগ। এস্‌বে, এস্‌বে,—আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌বো, "আমি তোর জগা দাদা, আমার কাঁধে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্।" চখোচ'খি হ'লে সে আমার কথা আর ঠেল্‌তে লাড়বে। ধর্ ধর্—ঘাড়টা মুচুড়ে ধর্।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাত্মা; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হ্যাদে তুই ও সব কি বলিস্ বল্‌তো? ক্ষুদে দাদার কাছে শিখিস্ না কি?

মহা। সে না শেখালে আমায় কে শেখাবে বল।

জগ। আচ্ছা, তার মা মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানে?

মহা। দরদ না হ'লে আমি সেবা ক'রতে আস্‌বো কেন?

জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ্‌ছিস? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে লাড়্‌লি!

মহা। কেন আনি না জানো? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মার শরীর থাক্‌বে না।

জগ। না থাকে নাই থাক্‌বে, বেঁচে আর কি কচ্চে, না হয় একবার চাঁদমুখ খানা দেখে মর্‌বে।

মহা। সময় না হ'লে তো আর দেখা হবে না।

জগ। তোরে লাড়্‌লুম, তোর ছেঁদো কথা কে বুঝবে বল্?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? আর আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না। তুমি সামান্যা নও, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা, আমি তো তোমায় ব'লেছি, আমি তোমার মেয়ে:

বিশিষ্টা। না মা, আমায় ভাঁড়িও না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গ। আমায় স্বপ্নে কে বলেছে, আমার শঙ্কর আর তুমি ভিন্ন নও। তুমি পরিচয় না দাও, আমায় বল—সত্যই কি দেবদেব আমার জঠরে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন?

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমায় এ কথা ব'লেছেন।

বিশিষ্টা। তবে কেন মা আমার পুত্র-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা? তবে কেন আমি তার চাঁদমুখ একদণ্ড ভুলতে পারি না? তবে কেন আমি এ মহামায়ায় আচ্ছন্ন? আমি কতদিনে মুক্ত হব মা! আমি তো দেহ হ'তে পৃথক হ'য়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্চি না!

মহা। মা, তোমার যে কামনা,—তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে ভস্ম ক'রবে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দি'রে চলো মা, দেবদেব স্বযং তোমায় এ কথা ব'লবেন।

বিশিষ্টা। না মা, তোমার কথাতেই আমার প্রত্যয়; তোমার কথা আর দেবদেবের কথা পৃথক নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হ'য়েছে। আমি মা মায়ার প্রপঞ্চ বুঝেছি; মায়া কেন বল্‌চি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝেছি। আমার একটী সাধ পূর্ণ করো, আমি তোমায় স্বহস্তে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাবো। এসো মা, ঘরে এসো।

মতা। তুই পেত্নী পেত্নী করিস্, দেখ্‌ছিস—মা কত আদর কচ্চে!

জগ। না না, যা যা—তুই পেত্নী ন'স।

[বিশিষ্টা ও তৎপশ্চাৎ মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। ওটা কে বটে? ক্ষুদে দাদা কি বে ক'রেছে? না, এ তো ধাড়ি মাগী! তবে এ কে? ওই—ওই—যেন যেন—মনে মনে আঁচ দিচ্চে। মা না বল্লে—মহামায়া? অ্যাঁ! ওই বেটী সব ঘূরোয় না কি? ক্ষুদে দাদা যে—বল্‌তো, ওই মায়ায় ঘূরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, পরের মেয়ে মান্‌বো নি, ওকে চেপে ধ'র্‌বো, ব'ল্‌বো—বল্ বেটী তুই কে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন।

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য।

নিদ্রাগত অভিভূত প্রায়—
স্বপ্নাচ্ছন্ন র'য়েছি কোথায়?
দিবানিশি কি যেন র'য়েছি ভুলে!
সৌদামিনী-ঝলক সমান
হয় কভু আলোকিত প্রাণ,
যেন কোন জ্যোতি-মূর্ত্তি হেরি বিগ্যমান,-
হয় তায় আকুল অন্তর।
আছি যেন আবদ্ধ পিঞ্জরে!

মহাপ্রাণী র'য়েছে শরীরে,
কোন্ পথে যায় সে বাহিরে,
প্রবেশে বা কোন্ পথে !
একি ! কেবা আমি—
আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্রকায় !
জ্ঞান হয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান !

(সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ)

সরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ ? তা যাও—আ। তোমার সঙ্গে কথা কব না—আমরাও চল্লুম।

শঙ্কর।
শুন সুবদনি, হযো না মানিনী,
কামকলা-বিহারকুশলা,
মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই।
বিশ্রাম কারণে, এসেছি এস্থানে,
দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ।
পুন কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি।
দেখ দেখ হ'তেছে স্মরণ—
কোথা—কোথা—একি ঘোর আবরণ !

সরমা। (জনান্তিকে) বোন, তোরা মহারাজকে নিয়ে উপবনে যা। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মূর্চ্ছাভ হ'য়ে যেরূপ অবস্থা হ'য়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা দেখ্‌ছি।

অম্বালিকা। দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তো মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হ'য়েছে। ব'লে ক'য়ে মহারাজকে রাজকার্য্যে পাঠান যাক।

সরমা। না দিদি, এর বিশেষ তত্ত্ব আছে। আমরাই পরাজিত, এতে মস্তিষ্ক বিকল কি নিমিত্ত হবে? অবশ্যই এর কোন গুহ্যকারণ আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার প্রয়োজন।

শঙ্কর। পর্ব্বত কন্দরে নিবিড় গহ্বরে
কই—কোথা—করি অন্বেষণ।

[প্রস্থান।

অম্বালিকা। একি! এ যে কোন যোগীর পূর্ব্বস্মৃতি বোধ হচ্চে!

সরমা। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। যাও, মহা-উদ্দীপক সুরা আমার ঘরে আছে, নিয়ে পান করাও।

অম্বালিকা। তাতেই বা কি ফল হ'বে, বুঝ্‌তে পারি না। সুরাপ্রভাবে মহারাজের তো ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই।

সরমা। যাও যাও, মন্ত্রী আস্‌চে।

[অম্বালিকার প্রস্থান

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জননী রাজরাণী, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সরমা। মন্ত্রী, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করেছেন? যেদিন মহারাজ মূর্চ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ব্ববৎ দেখ্‌ছেন?

মন্ত্রী। মা, আমরা রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হ'য়ে গোপনে এই পরামর্শই ক'রেছিলেম। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে মহারাজ এরূপ পারদর্শী ছিলেন না, শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত। মা, আপনি কিরূপ লক্ষ্য ক'রেছেন?

সরমা। নন ইনি পূর্ব্ব নৃপবর।
———বিপদ সময়
তাই কহি মন্ত্রীবর লাজ পরিহরি—

যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস যামিনী,
রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
কিন্তু কোন আসক্তি হেরি নে কভু
পূর্ব্বে নৃপবর,
ব্যথিত হ'তেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে
এবে যেন শিক্ষার কারণ,
শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে।
অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ,
পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কখন,
মুকুচিত নহে সুরাপানে।
আসক্তিবিহীন,
কামিনীর গর্ব্ব হয় লীন,
শতনারী ঈর্ষ্যাহীন প্রভাবে রাজার;
লয়ে কুলবতী গোপিনী যুবতী,
শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,
নারীসনে বিহার রাজার।
জনে জনে মানি পরাজয়;
ঈর্ষ্যানেত্রে না চায় যুবতী
পরস্পর প্রতি,
মনোরথ পূর্ণ সবে রাজার সেবায়।
কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন
কাঁপে প্রাণ মম!
যেন কোন পর্ব্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন

বিমন সতত হেরি।
তেঁই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ-ইচ্ছা করেন খণ্ডন।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
ক'রেছ স্বরূপ অনুমান।
তবে কি উপায়
যোগীবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে ?
হইয়াছে বুঝিবা সময়,
ভোগ অবসান প্রায়,
ভোগ-অন্তে প্রবেশিবে নিজদেহে।

সরমা। কর বৎস উপায় বিধান,
আত্মহারা মোরা সবে ;
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর।

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণা ক'রে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ ক'রেছি, যথায় শবদেহ পা'ব, তখনই তা দগ্ধ ক'র্‌বে। প্রতি শবদেহের মূল্য শতমুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা ঘোষণা ক'রেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপায় তো লক্ষিত হ'চ্চে না।

সরমা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, বহুদিন যে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান ক'র্‌বেন এরূপ সম্ভব নয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগীবর নিজদেহ গ্রহণ ক'র্‌বেন। তৎপর হ'ন, অদ্যই দূত নিযুক্ত করুন।

মন্ত্রী। হ্যাঁ মা সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য। কয়দিন কয়েকজন যোগীপুরুষ

মহারাজের অনুসন্ধান কচ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ করেছি; বোধ হয়, এই যোগীবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে এসেছে। যেরূপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায়।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল।

শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদের সেই মহাধ্যায়ী গণপতি নয়? ওহে গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজালে! সেই শান্তে বেটা!

শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্তে পাচ্চনা না কি?

গণ। তুমিও চলেছ, আমিও চলেছি, চেনাচিনিতে কাজ কি?

শান্তি। কেমন আছ?

গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাফ বুঝে চলে এসেছি, কিছু পেলে? না জল তোলা আর পা টেপাই সার!

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব যা অন্ন-বস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝলে? সব ফক্কিকারী! বুদ্ধির জোরে যে যা কিছু ক'রে নিতে পারে।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে?

গণ। বাগাবো কি, তেমন বাগমাফিক চেলা পাচ্ছি নে, নইলে এখানে যোগাড় খুব ছিল।

শান্তি। বল না, আমরাই না হয় তোমার চেলা হচ্চি।

গণ। ভাই, তা যদি হও, তা'হলে বাপের কাজ করো।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো?

গণ। দেখ, এ দেশে রাজা বেটা মরে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে যাচ্ছিল, থামকা বেটা বেঁচে উঠেছে। এই না—নগরে দিবারাত্র আনন্দ চলেছে! সন্ন্যাসী-ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারে। আর রাণীরা খালি ওষুধ খুঁজ্‌চে, কিসে রাজাকে বশ ক'রতে পারবে। রাণী প্রায় এক হাজার—পরমা সুন্দরী! ধাপ্পা-ধুপ্পি লাগাতে পারলে দু'চার বেটী হাতেও লাগ্‌তে পারে। তোমরা যদি আমার শিষ্য হ'য়ে আমায় জাহির করো, তাহ'লে বেশ মজায় সব থাকা যায়। কামিনী চাও—কামিনী, কাঞ্চন চাও—কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মান, রাজার মাথায় গিয়ে পা দাও।

শান্তি। ও আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোনো না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলি-গুলো শিখি নি। তাই মনে কচ্চি, আমি থাকবো মৌনী, তোমরা সব বুলি ঝাড়্‌বে। দুই এক পাই বখরা বেশী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে?

গণ। সে যো নাই বাবা! রাজা খালি অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে দিনরাত সরাব চ'ল্‌চে—আমোদ চ'ল্‌চে— গান চ'ল্‌চে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা ক'র্‌তে পারে না?

গণ। দু'একটা গাইয়ে-গুণীকে কখনো ডাকে। সন্ন্যাসী-ফকিরের রাজার কাছে ঘেঁস্‌বার যো নাই, মন্ত্রী বেটারা খেদিয়ে দেয়। বড় মজার দেশ—বুঝ্‌লে, একটা মড়া—একশো একশো টাকায় বিকোয়; সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়। তিপান্তর মাঠে রাবণের চিতের মত চুলি জ্বল্‌চে, ঝুপ্‌ঝাপ ক'রে দিনরাত মড়া এনে ফেল্‌চে।

(সনন্দনের প্রবেশ)

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জনান্তিকে। সনন্দন, গুরুদেব এইস্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়। নগর ভ্রমণ ক'রে দেখলেম, পুরবাসীরা দিবারাত্র আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্যতা নাই, অতি সুব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ পরস্পর ঈর্ষ্যা-দ্বেষবর্জ্জিত, যেন এক পরিবার হ'য়ে একত্রে বাস কচ্চে। প্রান্তরে, উপবনে দেখ্‌লেম—সাময়িক শস্য, সাময়িক ফল-পুষ্প অপর্য্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন ক'রেছেন।

গণ। (স্বগত) কি বলাবলি কচ্চে। (প্রকাশ্যে) কিহে তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তি-রামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদ্মপাদ না বল্লে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদ্মপাদ বলো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয় দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ ক'রেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান ক'রেছেন, সেইজন্য শবদেহ দাহন ক'চ্চে। শীঘ্র গুরুদেব সশরীরে না প্রত্যাগমন ক'র্‌লে বিপদের আশঙ্কা আছে।

[গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গণ। ব্যাটারা কি বলাবলি কর্‌লে; কি দাঁওয়ে ফির্‌চে। ঐ সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

উগ্র। কি বল্‌ছ?

গণ। যদি দুটো একটা বিদ্যে ছাড়ো, তুমি যা খুঁজ্‌চ, আমি ব'লে দিই।

উগ্র। আমি কি খুঁজচি? কি বলে দেবে?

গণ। আরে আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেম, তুমিও তল্পী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে ঢং ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চলে যাচ্ছে।

উগ্র। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

গণ। বাবা, আমার চেয়েও সাফ্ মিথ্যা ঝাড়্‌তে জানো। তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

উগ্র। আচ্ছা, তুমি আমার নিকট কি বিদ্যা চাও?

গণ। ঐ ভেল্‌কি বিদ্যা,—ধূলোকে সোণা করা শেখাবে?

উগ্র। হাঁ শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা করো।

গণ। কি ক'র্‌তে হবে বলো?

উগ্র। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো, কি আমার মন্ত্রণা প্রকাশ করো, তা'হলে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিবও তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না। আমার শক্তি দেখো—(ধূলিমুষ্টি লইয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জলিয়া উঠা, পুনরায় ধূলি নিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি)

গণ। তুমি আমার ধরম বাবা, তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই শুন্‌বো।

উগ্র। এই পুষ্পটী ল'যে রাণীর কাছে যাও।

গণ। বাবা, দরাজ তো হুকুম দিলে, আমায় ঢুক্‌তে দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিন্দূরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবারণ ক'র্‌বে না। (টিপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো! বেটার কাছে থাকৃতে হ'লো। তবে মলমূত্র ঘাঁটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে স'রে প'ড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাব্‌ছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ স'পলুম বাবা, আমি সোণা করা বিদ্যে-টিদ্যে চাই না,—ঐ সিন্দূর পড়াটা শিখিয়ে দিয়ো। যেখানে সেখানে যেতে পার্‌লেই, আমি একরকম চালিয়ে নেব। এখন কি ক'র্‌তে হবে বল?

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটী দাওগে। (পুষ্প প্রদান) ব'ল,—এই ফুল

রাজাকে স্ঁকৃতে দিলে রাজা তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটী রমণী তাঁর নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজা সঙ্গে থাক্‌তে দেন। বলো,তা'হলে আর রাজশরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজ শরীরে যেতে পার্‌বে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি?

উগ্র। পরে জান্‌বে; যাও—আজ্ঞামত কার্য্য করো।

[গণপতির প্রস্থান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ ক'রেছেন। রাজাকে বলি দিতে পার্‌লেই যোগীবরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'র্‌বো। এখন যাই, অবিদ্যা-শক্তির নায়িকাগণকে আবাহন ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে নিশ্চয় পার্‌বে।

[প্রস্থান।

(সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। ভাই সর্ব্বনাশ! কোন প্রকারে তো রাজদর্শন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর রাজার নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ। গুরুদেব তো দেখ্‌ছি, মহামায়ার প্রভাবে রাজশরীরে আবদ্ধ হ'য়েছেন। এদিকে তো শবদেহ দাহনের আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে। কি জানি, যদি কোন সুচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,—তা'হলে তে দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে তারা তো রাজশক্তি প্রতিরোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং না উপায় ক'র্‌লে তো উপায় দেখ্‌ছি নে। প্রভু, আশ্রিত সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন না! প্রভু, স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা।— গীত।

প'র্‌লে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোণায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে, তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোণার শেকল, কিন্‌তে মেলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে প'রেছে গলে, অম্‌নি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে, তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে, না॥

সনন্দন। দেখ—দেখ ভাই, এ তো সামান্যা রমণী নয়! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধনপ্রথা সম্পূর্ণ অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের উপদেশ প্রদান ক'র্‌লে, যেন—বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যা-মায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্যলাভ হয় না। (মহামায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ বেশে রাজদর্শন পাবে না, এসো তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের একদিনে সঙ্গীতবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যালাভ হবে না কি? অপর উপায় করা কর্ত্তব্য।

সনন্দন। ভাই, তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ।

সরমা ও অম্বালিকা।

সরমা। রাজাকে ফুলটী শুঁকতে দেবো কি না ভাব্‌চি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে। আমার এ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অম্বালিকা। ফুল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। অবশ্য কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন আমার ধারণা হ'য়েছে, কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিতসাধক। যদি কোন যোগীরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চয় হয়।

অম্বালিকা। দিদি, যে পথে চ'লেছ সেই পথেই চলো। যোগীরাজকে

রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা' হলে আমাদের বৈধব্য ঘট্‌বে, রাজ্য ছারখারে যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না কর্‌বো। তোমার যদি ভয় হয় আমায় দাও, আমি ফুল সোঁকাচ্ছি।

সরমা। কিন্তু]* এই যোগীর নিকট কি পণ ক'রেছি জানো? যদি আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পার্‌বো না।

অম্বা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। ফুল সোঁকাতে চাও সোঁকাও। কিন্তু বোধ হচ্চে সন্ন্যাসী—কাপালিক। কাপালিকদের রাজবলি, যোগীবলি প্রয়োজন হয়।

অম্বা। না না, তোমার ভাই সকলকেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে ধ'রেছিলুম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা ক'রেছেন।

সরমা। আচ্ছা ভাই তোমার কথাই শুনি, ফুল সোঁকাবো।

(অমরুক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,
স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর!
ভোজবাজী প্রায়
এই আছে এই কোথা যায়
নির্ণয় না হয় কিছু তার!
বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব!
স্বপন-গঠিত বহে অনন্ত সময়;
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল—অনন্ত এ স্থান,
সমুদয় স্বপ্ন-বিনির্ম্মিত।

ব্যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,
অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে স্বজিত।
ঘোর স্বপ্ন—
স্বপ্ন মন—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপন সকলি!
সত্য কিবা কে জানে সন্ধান!
কেবা জ্ঞানবান
সত্য-তত্ত্ব করিবে প্রচার;
কেমনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত!

সরমা। মহারাজ দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—কেমন সুন্দর আঘ্রাণ!

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক) কে বলে স্বপ্ন—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই তো সুন্দর সংসার!

সরমা। মহারাজ, ফুলটী সুন্দর নয়?

শঙ্কর। ফুল নহে সুন্দর সুন্দরী—
তব করস্পর্শে সুন্দর কুসুম,
তোমার অধর-রাগে রঞ্জিত প্রসূন,
সৌরভ—পরশি তব কর,
সৌন্দর্য্য-গঠিত তব কায়।
এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয়।
অধর-সুধার আশে তৃষিত এ প্রাণ,
শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার,
আলিঙ্গনে কর সুশীতল।
আন সুরা—আন সুরা—জ্বলুক অনল,
ভোগতৃষা-হলাহল হউক্ প্রবল,
ভোগমাত্র-সার বস্তু মানবজীবনে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!
অনিলে মিশিল যেন!
সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব?
বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সন্নিধানে।

অম্বালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয় সন্ন্যাসী যাদের গান ক'র্‌তে পাঠিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, তারা আস্‌চে।

(উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয় বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়॥
অবশে এলোকেশে, অরুণ আঁখি চায় আবেশে,
কাঁচলী পড়ে খ'সে কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথ্‌লে মধু যায়॥

শঙ্কর। মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,
গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুমুখী;
তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—
ব'য়ে যাক বিলাস-নির্ঝর।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

গীত।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দির-তরুমূলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

*[শঙ্কর। একি একি, ঘোর আবরণ!
সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে!
কি ঘোর ছলনে—
র'য়েছি আবদ্ধ এই স্থানে!
বিশ্বব্যাপী আত্মাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে।

(অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত)

রমণী রমণকুশলা।
করে সুরা পেয়লা ভরা নয়ন বিলোলা,
শিহরে আবেশ ভরে সুরত-বিহ্বলা॥

শঙ্কর। যাও যাও—

নাহি আর মাধুরী এ গীতে,
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত-শতদল ;
বিদূরিত অবিদ্যা-আঁধার ।
আর বদ্ধ রাখিতে নারিবে ।
দেহ হ'তে পৃথক তো আমি !
কিন্তু কোথা পথ ?
কোন্ পথে হব বহির্গত ?

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ । মহারাণী মহারাণী—এদের তাড়িয়ে দেন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে ।

মহামায়া ।— (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রতি)

এসো, মেশো আমার শরীরে,
আর কার নাহি অধিকার ।
কালগত সুদিন আগত,
নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর ।
এসো বিদ্যারূপে হই পরিণত ;
ত্যজি স্থান নাহি যথা অধিকার ।

[বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান ।

শঙ্কর । সত্য সত্য, এই তো নেহারি—
মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ-নাভিস্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি।
এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন !
সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী,

সেই রূপ নিয়ে পদ্মদলে ভ্রমে মন,
জড় প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।
হৃদ্‌পদ্ম—যথা ব্রহ্ম-জ্যোতি দীপ্তিমান—
বারেক না উঠিবারে চায়! .
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃদ্‌পদ্মে বসি হের,
ঊর্দ্ধে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে!
শুন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,
অন্য শব্দ স্তব্ধ সমুদয়!
উঠ উচ্চতর ভ্রূ-দ্বয় মাঝে,—
নেহার দ্বিদল পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন,
জ্যোতির্ম্ময় স্থান!
হও স্থির! হের মন—
কিবা ব্যবধান
তুমি আর সহস্রার পদ্ম মাঝে!
কর ষট্‌পদ্ম ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্রে হের মুক্তি পথ!
ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ!
চল পদ্মপাদ—

[ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অমরক-রাজদেহ পরিত্যাগ করণ এবং শঙ্করার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান।

সরমা। সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো!
কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

সরমা। কারে সংবাদ দেবে? যোগীরাজ রাজদেহ পরিত্যাগ ক'রেছেন। এসো আমরা প্রস্তুত হই, চিতানলে বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ ক'র্‌বো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে ল'য়ে যাই।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডনমিশ্রের বাটী।

মণ্ডনমিশ্র

মণ্ডন। এতদিন একস্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের দ্বন্দ্ব মম না ছিল কখন;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সম্মুখে পন্থাদ্বয়,—
একদিকে টানে বাসনায়,
অন্য দিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা হৃদয়ে।
সত্যজ্ঞান করিতাম যাহা.
সুশোভিত সুন্দর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল!
মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহে আকুলিত মন।
সত্যমূর্ত্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি!
জ্ঞানালোক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ!

সত্য মূর্ত্তি মনোহর বিবেকী নয়নে,
বাসনা জড়িত চিত করে বিচলিত।]

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্র ম'শায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—যাবেন, তার আর ভাব্‌না কি? কিন্তু আচার্য্য আমায় না পরাজিত ক'র্‌লে আমি ছেড়ে দোব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার ক'র্‌বেন ব'লেছিলেন। কিন্তু কই, এক মাসের অধিক তো অতীত হ'য়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম, তেম্‌নি থাকি।

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাক্‌বার উপায় নাই। ইচ্ছা হয় আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্য্যকে স্মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা নির্ণয় ক'র্‌তে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়। মনে হয় স্বর্গাদি তুচ্ছ কামনা ল'য়ে কি প্রকারে এতদিন কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম! ভেবেছিলেম কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের কর্ম্ম—আমার কর্ম্ম কি? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই, তুমি আমার নয়নপথে পতিত হও। তখনি বাসনা বলে—"কেন, এই তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?"

উভয়। অমন গম্ভীর হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাক্‌বো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে তো তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কৌতুককলাপ কি নিমিত্ত? দেখ্‌ছি তোমার চিত্ত অতি প্রফুল্ল; বোধ হয় আমার প্রতি দোষ দিয়ে তুমি ইচ্ছা ক'রেই চলে যেতে চাচ্ছ।

উভয়। কোথায় চলে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাক্‌বে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব তো আমার অনুভূতি হ'চ্চে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে বল্‌চ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাক্‌বো? যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবনমরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না। আজ এই অনিত্য-বন্ধন মুক্ত হ'য়ে সেই চিরবন্ধনে পরস্পরে এক হ'য়ে থাক্‌বো।

*[মণ্ডন। উভয়ভারতী—উভয়ভারতী, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি তো ভারি পণ্ডিত হ'চ্চ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে কচ্ছ বুঝি, সন্ন্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়্‌বো না—পালাতে পার্‌বে না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার ক'র্‌তে আস্‌বে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—শুভক্ষণ উপস্থিত,এই যে তোমার আচার্য্য!

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরাস্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন, যে যতদিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাক্‌বে, ততদিন আপনি আমার মঠরক্ষিণী হবেন। মা বিদ্যারূপিণী, তুমি না সংসারে বিদ্যমান থাক্‌লে আমায় ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায় মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

মণ্ডন। উভয়ভারতী উভয়ভারতী—তুমি কে? এতদিন তোমায় চিনি নাই! এতদিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি ভাগ্যে আমার গৃহিণী হ'য়েছিলে?

উভয়। শোনো মিশ্র, ব্রহ্মলোকে সপ্তর্ষি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুর্মুখের পার্শ্বে ছিলেম। ঋষিমুখে বেদবাক্য স্খলিত হওয়ায় আমি হাস্য করি। সে নিমিত্ত সপ্তর্ষি লজ্জিত হন। চতুর্মুখ ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমায় অভিশাপ প্রদান করেন যে, মানবী হ'য়ে ধরণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে আমার আনন্দ হ'লো।

মণ্ডন। এ দারুণ অভিশাপে আনন্দ?

উভয়। শোনো মিশ্র, কি নিমিত্ত ঋষিজিহ্বায় বেদবাক্য স্খলিত হ'য়েছিল। ধরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় যাগযজ্ঞ ধরণীতে লোপ হয়। সেইজন্য দেবতারাও মলিন হয়, চতুর্ব্বেদও মলিন আবরণে আবৃত হয়। সেই আবরণ উদ্ঘাটিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা সূর্য্যের ন্যায় মোহ-তম নাশ ক'র্‌বে, আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন ক'র্‌বো! দেবদেবের নরলীলা কল্পে-কল্পে কদাচ হয়, সেই লীলা দর্শন ক'র্‌বো—এই আমার আনন্দ হ'য়েছিল। এক্ষণে নররূপী শঙ্করের নিকট পরাজিত হ'য়ে বিধিবাক্যে আমি অভিশাপ-মুক্তা। এই মূর্ত্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো আমরা অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসাদে অচিরে উপলব্ধি কর্‌বে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্দ্ধান।

মণ্ডন। কোথায় গেল?

শঙ্কর। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, ওই মা শ্বেতশতদলবাসিনী—শ্বেত পদ্মা-

সনে বিরাজিতা। তুমি মণ্ডন নাম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে সুরেশ্বর নামে খ্যাত হও। মোহমালিন্য দূর ক'রে চলো—মহাকার্য্যে গমন করি।

পট পরিবর্ত্তন।

কমলবনে সরস্বতী।

(কলাবিদ্যাগণের গীত)

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগ-রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধরে॥
ধ্যানগঠিত শ্বেত-মূরতি, দিব্যাম্বরা শ্বেত-জ্যোতি,
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি রাতি, শ্বেতকিরণনিকরে॥





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। *

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ।

ক্রীড়ারত বালকগণ।

১ম বালক। বুড়ী হ'বে কে? তুই বুড়ী হ।

২য় বালক। বাঃ মজা দেখ না? আমি খেল্‌বো না, বুড়ী হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো?

৩য় বালক। ওরে ওরে—ঐ হাবা আস্‌ছে, ওকে বুড়ী করি আয়।

১ম বালক। না, না—ও ইচ্ছে হয় ব'স্‌বে, নইলে উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২য় বালক। আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন? একদিনও খেল্‌তে চায় না।

১ম বালক। তবে আর হাবা কি? ওর মা খাবার দিয়েছে, আমি কতদিন ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না।

২য় বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো।

১ম বালক। কিছু ব'লে না, তাই হাতের সুখ করি।

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

২য় বালক। না ভাই, ওকে মেরো-টেরো না।

৩য় বালক। দেখ্, ওকে ঘোড়া ক'র্‌বি?

২য় বালক। না না—কেন বামুনের পিঠে চাপ্‌বো।

১ম বালক। ওরে আয় না, আয় না—ও কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হ'য়েছ, খেলা দাও।

(খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া একস্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে ব'সেছে।

১ম বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কে'ড়ে খাবি?

৩য় বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খা'স্ নি। (হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়া হো'ক, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চো'খ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হ'লি? ধর্ না চোখ টিপে,—(মাথায় চড় মারিয়া) এটা আর পারিস্‌ নে?

২য় বালক। কেন ওকে মার্‌চিস্? নে খেল।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হ'য়েছে—টু দিয়েছি, লুকোবো না ছোঁ। দেখি?
তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হ'য়েছ—চালাকি?
ছাই জানিস্ লুকোচুরী, ছুঁবি? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্গ্‌বো তোর জারী;
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়্‌বো মাথায় চক্‌মকি।

(৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা [বুড়ী] কে স্পর্শ করণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শ করণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হ'য়েছিস্।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তারপর তুই আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা বুড়ী বলুক। হাবা, বল্‌তো—আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি, তারপর ও তোকে ছুঁয়েছে। বল্ না—বল্ না বেটা। (প্রহার করণ)

২য় বালক। কেন ওকে মার্‌চিস্—কেন ওকে মার্‌চিস্?

১ম বালক। ওরে, ওর মা আস্‌ছে—পালাই চল্—

[বালকগণের পলায়ন।

(প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। দেখ-দেখি, ব'সে ব'সে মার খাচ্চে! খাবার হাতে দিলে বেরিয়ে আসে, আর ছেলেগুলো কে'ড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলাকে কিছু ব'লবে না! মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়, খাবারগুলো কে'ড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, যদি এতেও চৈতন্য হয়। এদের সঙ্গে খেল্‌তে ইচ্ছে হয়, কি রাগ হয়,—তা হ'লেও বুঝ্‌বো যে জ্ঞানসঞ্চার হ'চ্চে।

প্রভা-পত্নী। আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে কাজ নাই! পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এইদিক্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়,—আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্‌বো কি হে, আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লুম, মরা ছেলেটা বাঁচিয়ে দিলে!

প্রভা-পত্নী। হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা মাগী কাঁদ্‌চে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেইস্থান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন;—দেখে দয়া হ'লো, বল্লেন, 'কাঁদ্‌চো কেন, তোমার পুত্র তো মরে নাই।' ওমনি মৃত-পুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লো!

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হ'বে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। সুরেশ্বর, এ কোন্ দেশ? যেন কোন মহাপুরুষের আবাসস্থ বোধ হ'চ্চে। দেখ দেখ—মাধব-মালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও পুষ্পিত, যেন শান্তিদেবী বিরাজ ক'চ্চেন; প্রান্তর শস্যশালিনী পাখীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মনুষ্যের নিকট বিহার ক'রে গান ক'চ্চে যেন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরু অবস্থান ক'চ্চেন।

প্রতি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) নাও, নাও—পায়ে ধরো।

প্রভাকর। (হাবার হস্ত ধরিয়া) নে প্রণাম কর। (শঙ্করাচার্য্যে পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) প্রভু, কৃপা করুন,—বহুদিন অপুত্র ছিলেম, শেষ অবস্থায় এই পুত্র সন্তান লাভ হয়; কিন্তু পুত্রপ্রা

আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শতগুণে বর্দ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু অদ্যাবধি একটী বাক্য নিঃসরণ করে নাই, দিবারাত্র অন্যমন। ভোজ্যবস্তু মুখে দিলে কখনো আহার করে, পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বসময়ে কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই, যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে প'ড়ে যায়, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সমবয়স্কের সহিত কখন ক্রীড়া করে না, কোন দুষ্ট বালক যদি কখনো প্রহার করে বা অন্যরূপ পীড়ন করে, তাতে কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না। মানবের আকার মাত্র, কিন্তু জড়ের ন্যায় অজ্ঞান। প্রভু, আপনার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে,—আমার এই জড়বালকের উপায় করুন। দেখুন—কাষ্ঠবৎ আপনার পদতলে পতিত র'য়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে।

শঙ্কর। আপনি জড় ব'ল্‌ছেন, কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন, তা তো বুঝ্‌লে?

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই। আমি আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ ক'র্‌লেম, সেই অবস্থাতেই পতিত র'য়েছে। প্রভু, আপনি মস্তকে পদার্পণ করুন।

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? কেনই বা এই জড়ের ন্যায় অবস্থান ক'চ্চ? (হাবার মস্তকে হস্তার্পণ)

হাবা। নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ॥

শঙ্কর। (প্রভাকরের প্রতি) শুন দ্বিজবর, তোমার বালক কি আত্ম-পরিচয় দিচ্চে।

হাবা। তপন-কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,
সেইরূপ মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি যত

ক্রিয়াবান যাহার প্রভাবে,
আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই—
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি। ১

বহ্নির উষ্ণতা যথা বহ্নির স্বরূপ,
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার,
জড়শক্তি প্রকৃতি যে বিরাট আশ্রয়ে
সচঞ্চলা কার্য্যে পরিণতা,
অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান স্বরূপ অহম্। ২

বদনের প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন
বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,
বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিম্বিত আত্মা তথা
জীব-ভাব করিয়ে কল্পনা,
ভিন্ন ভাবে আপনায় পরমাত্মা হ'তে—
সেই নিত্য বোধরূপ পরমাত্মা আমি। ৩

প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে,
সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,
পরমাত্মা বিম্বিত যাহাতে,
অখণ্ড অসঙ্গ আত্মা রহে বিদ্যমান,
সেই পরমাত্মা মম আত্ম-পরিচয়। ৪

মনের যে মন, যিনি চক্ষুর নয়ন,
ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দরশন,
আমি সেই মুক্তজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৫

বহু জলপাত্রে যথা তপন বিম্বিত,
অদ্বিতীয় নির্ম্মম সে চিৎ সপ্রকাশ—
নানা ঘটে নানা রূপে হয় বিদ্যমান,
আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ।

এক সূর্য্য যথা রূপ প্রকাশ কারণ,
বহু চক্ষু হেরে তাহা তাহাঁর প্রভায়,
সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ,
বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্তু হে'রে,
বহুভাবে বিম্বিত সে নিত্য আত্মা আমি। ৭

মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর,
প্রভাহীন রবি জ্ঞান করে মূঢ়জন,
সেইরূপ চিৎ বস্তু মায়া-আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার। ৮

জগতে সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রকাশ,
অণু হ'তে বৃহতের আধার স্বরূপ,
স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—
সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার। ৯

কৃপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার,
হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন্,
স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে
আরক্ত স্ফটিক হয় জ্ঞান,
চন্দ্র প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে

বহু চন্দ্র হয় অনুমান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব,
তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় প্রকট,
কৃপা কর, নিরাশ্রয় জনে।

শঙ্কর। হে বালক, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ, করগত আমলকী ফলের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার হস্তগত। তুমি হস্তামলক নামে জগতে বিখ্যাত হও। তুমি বহু জন্ম তপস্যার ফলে সংস্কার-বর্জ্জিত। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) পণ্ডিতবর, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন—আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি গৃহী, এ অসঙ্গ পুত্র আপনার প্রয়োজন নাই। এ পুত্রসন্তান আমায় দান করুন।

প্রভা-পত্নী। না না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় দেবো না,—আমার বাছা জড় হ'য়ে আমার ঘরে থাকুক।

শঙ্কর। মা, কারে পুত্র বল্‌ছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার শিশু পুত্র ল'য়ে যমুনায় স্নান ক'র্‌তে গিয়েছিলে, যমুনায় পতিত হ'য়ে তোমার শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে দয়ার্দ্রচিত্ত হ'য়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ ক'রেছেন। তুমি ভেবেছিলে, তোমার পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হ'য়েছিল,—তা নয়, তুমি এই মহাপুরুষকে গৃহে ল'য়ে এসেছ। পাছে সংস্কার স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান ক'র্‌তেন। এই সাধুর প্রভাবে এ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ। মা, তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন, পুত্র ভাবে তাঁর সেবা করো, যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ ক'র্‌বে

প্রভা। ব্রাহ্মণী, এসো,—গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই। পুত্র-জ্ঞানে এতদিন যে এই ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের সেবা ক'রবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'য়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যফলে। পুত্রের মমতা এই যোগীবরের পদে অর্পণ করো।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর, এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর যে-ই থাকুন, আমি এতদিন পুত্রজ্ঞানে পালন ক'রেছি। পুত্রস্নেহ যে কি কঠিন বন্ধন, আপনি যতি, আপনি কি জান্‌বেন? আমি অতি অভাগিনী!

শঙ্কর। না দেবি, তুমি সুভাগিনী, মুক্তাত্মার সেবা ক'রেছ,—অচিরে মায়ারাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হবে।

প্রভা। যতীশ্বর, আপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু সংসার আমার অন্ধকার জ্ঞান হ'চ্চে। প্রণাম। (পত্নীর প্রতি) এসো গৃহে যাই, নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমায় পদধূলি প্রদান করুন। আমার জীবন সফল হোক্। ব্রাহ্মণকুলে আমি একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি।

[শঙ্করাচার্য্যের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করণ।

শঙ্কর। দেবদেবের প্রসাদে অচিরে দিব্যজ্ঞান লাভ ক'র্‌বে।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ ক'র্‌লেম।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য অবসান হ'য়েছে। আমাদের এখনো বহুকার্য্য অসমাপ্ত। (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি,

তুমি ধন্য, তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর হবে। সনন্দন, চিৎসুখ, তোমাদের ভাষ্যপাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ ক'রেছি।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি সুরেশ্বরকে যখন ভাষ্য-রচনার আদেশ প্রদান করেন, আমরা অনেকেই বিরূপ হ'য়েছিলেম, বিশেষতঃ আমি। ভাব্‌তেম, যে ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত ছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড যাঁর জীবন ছিল, তিনি বিমল অদ্বৈতভাষ্যের টীকা কিরূপে ক'র্‌বেন। সে ভ্রম আমার খণ্ডন হ'য়েছে।

শঙ্কর। সুরেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান। প্রারব্ধে তুমি অপর দেহ ধারণ ক'রে বাচস্পতি পণ্ডিতরূপে তোমার কার্য্য সমাপ্ত ক'র্‌বে। তখন আমার ভাষ্যের টীকা পূর্ণ হবে। সুরেশ্বর, তুমি কোন আভাষ পেয়েছ কি, তুমি কে?

মণ্ডন। আমি আপনার দাস, অপর আভাষ আমার প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। আমি তোমায় পদ্মযোনিরূপে দর্শন ক'রেছি। দেবী সরস্বতী তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন,—এখনো তোমার সঙ্গিনী; নচেৎ এরূপ টীকা সামান্য শক্তিতে প্রস্তুত হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক, তোমার তো কথাই নেই, তুমি সংসারাশ্রমে যেরূপ ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনার আদেশ ক'রে, তোমার আনন্দের বিঘ্ন ক'র্‌বো না, তুমি নিয়ত ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি কাপালিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন।

শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। এ কোন্ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন অশান্তির আবাসস্থান।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

*[শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়্‌বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লজ্জা করে, সবাই হাস্‌বে আর ব'ল্‌বে, এটা এত আহাম্মুখ! আজ একলা পেয়েছি, ছাড়্‌বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝ্‌তে পারো না?

শান্তি। এই প্রভু বলেন,—অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নোড়ামুড়ি যা যেখানে দেখেন, অম্‌নি ছন্দেবন্দে স্তবরচনা করেন। গঙ্গা, নর্ম্মদা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে, এমন কি ডোবা-নালা বাদ যায় না, তার তো স্তব আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থ ক'রে দিচ্চেন, শৈব এলেও তাই, শাক্ত এলেও তাই,—যেথায় যে উপাসক আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অঠিক, আমি বুঝ্‌বো। বলুন?

শঙ্কর। যতদিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যতদিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
নিয়ত রহেন দেব-দেবী পূজারত।
মূর্খ যেই জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর;
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান,
ধ্যানমুগ্ধ অহর্নিশি রহে,
ইষ্ট মূর্ত্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি।
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।

শান্তি। প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন?

শঙ্কর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্যা-দম্ভভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—অদ্বৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা বল্‌তে আসে, অম্‌নি মুখ থাব্‌ড়ে দিয়ে তো তার মত উল্‌টে দেন।

শঙ্কর। দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে স্থাপন, মম তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহি শাস্ত্রশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পত্নীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি প্রভেদে—প্রিয় যে সম্বন্ধ যার,
সেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।

শান্তি। ও বাবা,—আপনার ছেঁদো কথার ভেতর আমি সেঁদোতে পার্‌বো না। আমায় ব'লে দেন—মন পর্য্যন্ত তো বুঝ্‌তে পারি, তারপর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি ?

শঙ্কর। মন পর্য্যন্ত তো জানো ? কার মন বল দেখি ?

শান্তি। বড় সোজা কথাটী জিজ্ঞাসা কল্লেন কি না! তা জান্‌লে আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তেম কি না, আমিই আচার্য্য ব'নে যেতেম। আপনি মরা মানুষ বাঁচান, বোবা কথা কওয়ান, আমায় একটু বুদ্ধি দিয়ে দেন, যাতে একটু বুঝ্‌তে পারি।

শঙ্কর। বাপু, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—সমস্ত বুঝ্‌বে।

শান্তি। যা ক'র্‌তে হয়—সে আপনি করুন। সাধন ক'রে তো মন বশ ক'র্‌তে বলেন? সে আমার কর্ম্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতিকে বলুন। আমি চোখ বুজে মন স্থির ক'র্‌তে নির্জ্জনে

ব'স্‌লেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্‌লেই অম্‌নি সৃষ্টি-সংসার ঘুর্‌তে চল্‌লো। এ মন নিয়ে—কি সাধন ক'র্‌বো বলুন ? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে,—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার ক'র্‌লেম, যা কর্‌বার—ক'র্‌বেন।

শঙ্কর। বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হ'য়েছে, বহু সাধন-ফলে এ ধারণা জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।

(মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ)

শান্তি। ম'শায়, আপনি মাঝে মাঝে ফাঁকীও চালান। কাল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কাল আবার আপনার সঙ্গে পেড়াপীড়ি ক'র্‌বো। এই বলে রাখ্‌লেম।] *

শঙ্কর। দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান। এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয়। পদ্মপাদ প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অদ্যই এ স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

[শান্তিরামের প্রস্থান

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

কে আপনি ?

উগ্র। আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষাপ্রার্থী।

শঙ্কর। কি আজ্ঞা করুন ?

উগ্র। আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমার উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক কি ?

উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা নয়। আমি শক্তির প্রয়াসী সিদ্ধাই-অর্জ্জন আমার কামনা।

শঙ্কর। তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগত?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধাই লাভ ক'র্‌বো।

শঙ্কর। কিরূপ প্রকাশ করুন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হ'য়ে আমায় আজ্ঞা দেন, যে যদি কোন রাজা বা নির্ম্মলাত্মা সাধুর মস্তক হোমে আহুতি প্রদান ক'র্‌তে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'র্‌বি।

শঙ্কর। মহাশয়, যদি অদ্বৈতপন্থা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার সামান্যই প্রয়াস—আমার অষ্টসিদ্ধিই বাসনা। আমার ভিক্ষা, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

শঙ্কর। আমি কিরূপে আপনার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বো?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে ইচ্ছা করেন, অনায়াসেই পারেন। আপনি সর্ব্বদাই প্রচার ক'রে থাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রে রাখাই কর্ত্তব্য। আমি আপনার সেই বাক্যের পরীক্ষা কচ্ছি। যদি পরকার্য্যার্থে শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, আমি যদ্দ্বারা ইষ্টলাভ করি, দেহের দ্বারা সেই কার্য্য করুন।

শঙ্কর। আমায় কি ক'র্‌তে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্ম্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথাও দেখ্‌লেম না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত আমার ন্যায়ই সমল। অতএব আপনি, আপনার মস্তক ভিক্ষা দেন। প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত

নাই, পরকার্য্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশস্বী হউন।

শঙ্কর। উত্তম। আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রদান ক'র্‌বো। যথার্থ বলেছ—পরকার্য্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্জ্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন ক'র্‌বে।

উগ্র। আসুন—আসুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আসুন—সে অতি নির্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। কি ক'র্‌বো, কোথায় যাবো! পথ চিন্‌তে পাচ্চি না, কেন এ দুরন্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম! আমায় নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই। হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ করেছি!

(সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন?

গণ। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো!

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হ'য়েছে?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

সনন্দন। কেন—কি হ'য়েছে?

গণ। দেখ—শত শত কুৎসিত কর্ম্ম আমায় ক'র্‌তে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়, কোথায় কোন্ চণ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে তাকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়। যদি না করি—মারে, খেতে দেয় না।

পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে,—কি যাদু ক'রেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরে ফের ওর আস্তানায় এসে প'ড়্‌তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতা স্ত্রীলোক কুকার্য্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—যারা জানে যে তাদের বলি দেবার জন্যে এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হোক, যে খর্পরে প'ড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই, তোরা আমায় রক্ষা কর্‌!

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এই খানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—আমি চিন্‌তে পারি না। আমি কোথায় র'য়েছি, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোনো শোনো,—আচার্য্য এখানে আস্‌বেন, তাই এই পর্ব্বতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন রাজশরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার জন্যে ঘুর্‌চে। ভাই, তোরা পায়ের ধূলো দে।

[সকলের পদধূলি গ্রহণ।

তোরা কি জানিস্! এ কথা আর কাউকে ব'ল্‌তে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে ধ'র্‌তো, কিন্তু তোদের তো ব'ল্‌তে পার্‌লুম। আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা ব'লে-ক'য়ে আমার অপরাধ মাপ ক'র্‌তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্‌তে পাচ্চি! ও ভাই—ও ভাই—তোরা পায়ের ধূলো দে, আমায় আর পায়ে ঠেলিস্ নি, আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে। [পুনরায় সকলের পদধূলি গ্রহণ।

সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

গণ। ও ভাই ও ভাই—আজ কি তিথি, অমাবস্যা কি?—হাঁ আজ অমাবস্যা,—আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্টা পাবে।

সনন্দন। তুমি কি বল্‌ছো?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হ'চ্চে, যখন তোমাদের ডাক্‌তে যাই, একজন তান্ত্রিক—জবার মালা গলায়, কপালে রক্তচন্দন লেপন ক'রেছে, বোধ হ'লো আশ্রমের দিকেই আস্‌ছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন! তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! চলো—কোথায় কাপালিকের আশ্রম দেখাবে।

গণ। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই পাষণ্ডই গুরুদেবকে স্তবস্তুতি ক'রে কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌বে। উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উগ্রভৈরবের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব।

শঙ্কর। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হ'চ্চি।

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়্গপূজা ক'রে খড়্গ গ্রহণ করি।

[খড়্গ আনয়নার্থে গমন।

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও,
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও

[সমাধিস্থ হওন।

(খড়্গ লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ)

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'র্‌বো। এ কল্পান্তে ইচ্ছা হয়, অপর কল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাক্‌বো। কেবল ভোগ—কেবল ভোগ! ভোগ অপেক্ষা মোক্ষে কি সুখ! বহু কঠোর ক'রেছি, এইবার কেবল ভোগ। ব্রহ্মাণ্ডের সুস্বাদু বস্তু উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবাগ্রহণ, ইচ্ছায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ। (শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) নিশ্চল হ'য়ে র'য়েছে, এইবার কার্য্যোদ্ধার করি। জয় ভৈরবজি!

[খড়্গোত্তোলন।

(দ্রুতবেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। আরে দুরাচার পাষণ্ড নররূপী দৈত্য!—(গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণ করণ)

(মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতির প্রবেশ)

মণ্ডন। একি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবকে আবাহন ক'রেছেন! গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)
নিম্নকায় নর, কেশরী উর্দ্ধে,
প্রকট ভীম তনু অসুর-বিরুদ্ধে,
নমস্তে নৃসিংহদেব।

হিরণ্যকশিপু নিপাত নখরে,
শক্ররূপ বিভু তারিতে নফরে,
মুক্তি-প্রদায়ক এব ॥
অনাদি এক সৃষ্টি-প্রারম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,
ভক্তাধীন নমস্তে!
নরক-নিবারণ, দুষ্কৃতি-হরণ,
ভীত-নিরাশ্রয়-সঙ্কট শরণ,
চরণ বর্গপ্রদ হস্তে ॥
গর্জ্জন-স্তম্ভিত অসুর প্রমাদে,
গর্ভ-নিপাতিত ভীষণনাদে,
দুর্জ্জন কম্পিত দাপে।
দয়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতা,
রাতুল পদভব-অর্ণব-ত্রাতা,
দীনতারণ তাপে ॥
সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী,
ভক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী
'রাধিত সুরনর-নাগে।
শঙ্কা-সঙ্কুল-ত্রিভুবন শ্রীপতি,
উথলিত প্রলয়—সম্বর মূরতি
দীনাশ্রিত জন মাগে ॥

[নৃসিংহদেবের অন্তর্দ্ধান।

মণ্ডন। প্রভু দেখুন, দেখুন—সংজ্ঞাহীন পদ্মপাদ দণ্ডায়মান

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও,—শান্তি—শান্তি!

সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই দুষ্ট কাপালিক! একে কে নিধন ক'র্‌লে? গুরুদেব—গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন—তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অনুসন্ধান ক'চ্চ—নৃসিংহদেবের? তিনি যাঁর হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট ক'রে তাঁর হৃদয়েই প্রবেশ ক'রেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ জেনে নৃসিংহদেবকে স্মরণ ক'রেছিলেম, তারপর আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার সাধন-বলে রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমায় রক্ষা ক'রেছেন।

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপালিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তুমি জানো না, এই জন্য আমায় কত ক্লেশ দিয়েছ, তা তুমি অনুভব ক'র্‌তে পারো নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলে, সন্দিহান হ'য়ে আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ ক'রেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার অন্তরাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত অবস্থান ক'রেছে। আজ তুমি আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছ, এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন ক'র্‌লে তার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ।

পাপ-পন্থা কিরূপ ভীষণ দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে, জীবের কল্যাণ সাধন করো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। *

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম।

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! শুনলেম আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ ক'রেছে। যথায় যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে, যে কাপালিক বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সজ্জিত। আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্য রাজা সুধন্বার বধসাধন করা সত্বর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত ক'র্‌বে? আমাদের মতাবলম্বী করা যাক্, তা'হলে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনত-মস্তক হবে।

১ম কাপা। তুমি কি মনে ক'রেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত ক'র্‌বে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো মনুষ্য, স্বয়ং শঙ্কর বিচলিত হ'য়েছিলেন আমায় পরীক্ষা ক'র্‌তে দাও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্ভোগের

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

নিমিত্ত শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ ক'রেছিল, এ আস্বাদ যে পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি, তারে বশীভূত ক'র্‌বো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত্ নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চোপাসকরূপে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান ক'চ্চে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ ক'রেছি। তারা সব সুসজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে। আমরাও সুসজ্জিত হ'য়ে অগ্রসর হই, মায়ানদী প্রস্তুত ক'রে রাজা সুধন্বার গতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজায় সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট ক'র্‌বো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বটবৃক্ষতল।

(কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন! আমার দাসত্ব ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই! তুমি কাপালিক, মন্ত্রই জানো, রমণীর মন্ত্র অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায় শরীরধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্কর তো পরকায়ে রমণীর আস্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাবে, অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে,

আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুক্কুরের ন্যায় অনুগামী হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আসছে, আমি সঙ্গিনীবেষ্টিতা হ'য়ে মাধুরীজাল বিস্তার ক'রবো। দেখি— যোগী-মীন আবদ্ধ হয় কি না! *

[প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য্য এখনো সম্মুখে।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত-তপন অভ্যুদয়ে।
পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্ম্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়,
করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে
অদ্যাবধি নানাভাবে আছে নানাস্থানে।
স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে
মানব-অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ত।
সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।

* সময় সংক্ষেপার্থে পূর্ব্ব দৃশ্য অভিনয়ে পরিত্যক্ত হওয়ায়, কামকলার এই অংশটুকু নূতন রচিত হইয়াছে।

গৃহস্থিত বহ্নি যথা দগ্ধ করে গৃহ,
সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত,
বিনাশিবে পৈশাচিক চমূ।

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃপ্রবেশ)

গীত।

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।
ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে॥
করে না নারীর আদর, এত তার কিসের কদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে॥
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে লো পায়,
তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায়!—
প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না, শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

কামকলা। আহা মরি মরি! তোমার পূর্ণ-যৌবন, যুবতী-সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, শিক্ষাই ক'রেছ, তর্কে পণ্ডিতকে নিরাশ ক'রতে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পরস্পর ঈর্ষা-বর্জ্জিত। তোমার সেবার জন্য এসেছি। তুমি ভোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ ক'রেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত হবে। পুরুষ-নারীতে বিহার ব্রহ্মানন্দের একমাত্র উপমা। এসো, উপমায় উপমেয় উপলব্ধি করো।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিদ্যারূপিণী,
মায়াশক্তি স্বরূপিণী—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়।
করো সংহারিণী প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ' অনাচার,
বিদ্যারূপে বিহর সংসারে।
এসো কুৎসিতারূপিণী,
দুর্জ্জনের শাস্তি-বিধায়িনী,
দুর্ম্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।
(কমণ্ডলু হইতে বারি নিক্ষেপণ)

কামকলা। দেহে অগ্নিবর্ষণ হ'চ্চে! দোহাই শঙ্কর—দোহাই শঙ্কর! রক্ষা ক'রো—রক্ষা ক'রো! আমরা প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।

শঙ্কর। যাও মা যাও, দুষ্কৃতগণের ধ্বংসবিধান ক'রো।

কামকলা। শঙ্কর, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমি যোগিনী-আরাধনায় যোগিনীশক্তি লাভ ক'রেছিলেম, তোমার কমণ্ডলুর বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হ'তে তোমার দাসী। তুমি সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ্‌ছ,—এ কাপালিক-মায়া-প্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্রমায়া নিবারণ

ক'র্‌তে পার্‌বে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে, সসৈন্যে রাজা সুধন্বা ও সশিষ্য তুমি বজ্রাগ্নিতে ধ্বংস হবে।

শঙ্কর। আমি জগন্মাতার আশ্রিতা, সামান্য কাপালিক-শক্তি আমার অনিষ্টসাধন ক'র্‌বে না। আপনি যান, যদি আমার সাহায্য কর্‌বার ইচ্ছা করেন, কাপালিকগণের ভৈরব-পূজার ব্যাঘাত করুন।

কামকলা। কিরূপ ক'র্‌বো—আজ্ঞা দাও?

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজায় নিযুক্ত হবে, তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হ'য়ে মনোশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন ক'র্‌বে। তা'হলেই ভৈরব রুষ্ট হবেন।]

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়তা করো, দেবকার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনীরূপে বাস ক'র্‌বে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদীস্রোত প্রবাহিত, রাজা সুধন্বা আপনার সাহায্যে যে সকল সৈন্য প্রেরণ ক'রেছেন, তারা অগ্রসর হ'য়ে কাপালিক-প্রদেশে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে নাই। আর যেরূপ ঘোর দুর্য্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর ক'রো, রাজাকে সসৈন্যে আমার পশ্চাৎ আস্‌তে বল, এ মায়ানদী অনায়াসেই আমরা পার হ'য়ে যাবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড।

পূজারত ক্রকচ।

ক্রকচ। হে প্রভু, হে রুদ্রমূর্ত্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হ'য়ে পূজা গ্রহণ করো। শত্রু বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন করো।

(সুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান ক'র্‌বো।

ক্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ ক'রেছ! আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দ উপভোগ ক'র্‌বো। মনোমোহিনী, পূজা সমাপ্ত ক'রে ভৈরবের কৃপায় অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত ক'রো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার রাজসৈন্যে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায় বিধান কচ্ছি। তুমি

* সময় সংক্ষেপার্থে এই দৃশ্যের প্রথম হইতে শাস্তিরামের প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয় এবং রক্ষিত অংশ পূর্ব্ব দৃশ্যের শেষভাগে সংযোজিত হয়। ১৬৯ পৃঃ

ভৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও. ... মানব-অহিতকর কার্য্যে আর থাক্‌বে না ; তোমার দল... কে হীনপন্থা হ'তে বিরত ক'র্‌বে। ভারতবর্ষে কাপালিক... মধ্যে তুমি প্রধান, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে ...কর অদ্বৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, গুহ্য কদাচার সম্প্রদায় ...নষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমিই মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।—

আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,
কুক্রিয়ায় যে আছ যথায়,—
এসো শীঘ্র মহামারি, বায়ু-সঞ্চালনে ;
এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত,
বহ ঘোর প্রলয় পবন,
উথল প্রলয় বারি সাগর হইতে।

হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(বিকটাগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ গুট্ গুট্ গুট্ গুট্
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
কিল্ কিল্ কিল্ কিল্ খিল্ খিল্ খিল্ খিল্
ডেকে হেঁকে এঁকে বেঁকে॥
তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়ি, হাঁকারি চিকুড়ি,
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তালি, হাড়ে হাড়ে চালি,
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ কেলে মেঘে ঢেকে,

ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে ॥
ল্ কল্ কল্ কল্, চলে নোনা জল,
তাথাই তাথাই, আঁতি মাতি খাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে ॥

শঙ্কর। মহাবিদ্যা হও মা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ।

[বিকটাগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক, দেখ মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দম্ভ,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভূত প্রেত পিশাচ দানব,
হও আবির্ভাব—
কর পরাভব এই হিংস্রক যোগীরে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

দে—দেরে দেরে দেনা হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খানা খানা ॥
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তোড়ে তাড়,
মাটি ফাঁড় পাড় পাহাড়,
মোচ্ড়া ঘাড়, চিবো হাড়,
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া,

ভ'ল্‌কে ভ'ল্‌কে উঠুক ধোঁয়া ;
তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল ;
ফের্‌কে ফণা গর্জ্জে এসে,
দুনিয়া মেখে ফেল্‌না বিষে ;
এক গাড়ে—নিঃঝাড়ে, যে,আছে—না বাঁচে,—
বুড়ো যুবো মাগী ছানা ॥

শঙ্কর। হর শক্তি হে নন্দীকেশ্বর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

[ভূতপ্রেতগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পরিহার।

ক্রকচ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ!
এস এস বিকট ভৈরব,
বিপক্ষের দম্ভ চূর্ণ কর আবির্ভাবি।
করি এই দুষ্টের নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব। আরে দুরাচার কাপালিক, তোর এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না ? প্রত্যক্ষ দেখ্‌লি, বিশ্বধ্বংসকারী অমঙ্গল শক্তি সকল আবাহন

ক'রেছিলি, সমস্ত ক্তিতে বিমুখ হ'লো, এখনো তার
পূজা না ক'রে স? এখনি তোর বিনাশ সাধন
করি; ধরার অম য় নররূপী শঙ্করকে অবলম্বন
ক'রে মঙ্গলশক্তিকে

ক্রকচ। আমি যে হ ট আমি অপরাধী নই,
আপনার আজ্ঞাউ

ভৈরব। তুই উপাস আমায় বশীভূত কর্‌বি, এই
তোর কাম্যকল্পনা তার বিঘ্ন উৎপাদন ক'রেছিস্,
কামাসক্ত হ'য়ে অ প্রস্তুত হ'য়েছিস্। তোর পূজা
পণ্ড, তোর মন্ত্রে বাধ্য নই। বিনাশপ্রাপ্ত হ।
তোর বিনাশে পৃ হ'ক্, যে উৎকট কাম্যক্রিয়ায়
ধ্বংস হবার আশ নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি
অন্য আধারে বহুদিন রে না।

(ভৈরবের শূলাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে রুদ্রেশ্ব দাসকে আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে
যুদ্ধার্থে সমাগত দশ কে ভস্মসাৎ করি।

শঙ্কর। হে ভৈরবদেব, ধর্ম্মরক্ষা, পৃথিবী-রক্ষার ভার
ভৈরবদের উপরেই র মঙ্গলবিধান করুন।

ভৈরব। শিব-আজ্ঞা হে প্রলয়াগ্নি, উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কাপালিকগণকে ভস্ম বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হোক্, পৃথিবীতে
সতীত্ব-নাশ, নরহত্যা কার্য্যকলাপ কপটাচারীগণের
সহিত ভস্ম হোক্।

(ভৈরবের অন্তর্দ্ধান)

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য্য ঘটনা! কাপালিকগণ মায়াবলে উষ্ণ জলপ্রবাহ সৃজন ক'রে সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল। সহসা বিদ্যুৎবরণী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবারণ ক'রেছেন। বহু উৎপাত উৎপাদন ক'রেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি বিফল হ'য়েছে। সহসা যেন মৃত্তিকা হ'তে মহা-অগ্নি উত্থিত হ'য়ে কাপালিকগণকে ভস্মসাৎ ক'চ্চে।

শঙ্কর। চল বৎস, দুষ্কৃতগণ নিজ দুষ্কৃতিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়েছে। উপস্থিত এস্থলে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত। এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত থাক্‌বে না। (সচকিত হইয়া) মা—মা!—

শান্তি। প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হ'লেন কি নিমিত্ত?

শঙ্কর। বৎস, আমি মাতৃদর্শনে গমন ক'র্‌বো। মা আমায় স্মরণ ক'রেছেন, আমি মুখে তাঁর স্তনদুগ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। তোমরা সকলে মিলিত হ'য়ে অদ্যই কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনান্তর তথায় উপস্থিত হবো।

শান্তি। যথা আজ্ঞা।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস, বায়বীয় দেহী,
বায়ুভরে লহ মোরে মাতৃসন্নিধানে।

[গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ।

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলো না? আমায় তো সে বলেছিলো; আমি স্মরণ ক'র্‌লেই সে আস্‌বে। সে তো আমার মিথ্যাবাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব ক'চ্চে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাক্‌বে না,—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখ্‌বো ব'লে ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে, শুনে তবে যাবো। তবে কেন মা—সে বিলম্ব ক'চ্চে?

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁগা, তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া,—আমাদের মত পরাণটা তোমাদের লয়। তোমাদের ঘুর্‌পাক খাওয়ান বুদ্ধি—ওই ঘুর্‌পাকই খাওয়াও। মানুষের দরদ জানো নি। লিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক। ওঃ—ক্ষুদের একবার দেখা পেলে কানদুটো রগুড়ে ধ'রে হিঁচুড়ে টেনে আন্‌তুম। "জগা দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি ভাব্‌তুম, ভালমানুষ! দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো আর জায়গা পায় নি, ভালমানুষ দেখে তার পেটে ছেলে হন। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আস্‌তো তো ন্যাদ্‌না ঝেড়ে তাড়াতুম—হয় কেন্‌না দেবতা। যদি মায়া-দয়ার মাথা খাবি, তবে মানুষের ঘর্‌কে কেন আসিস্? গাছ থেকে ঝুলে পড় কেন্নাই। তারপর ধনুক লিবি লে, বাঁশী লিতে হয় লে, মাথা মুড়্‌তে হয় মুড়ো,—কে তোরে কি ব'ল্‌তে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাগর ছেঁচা মাণিক! আয় বাপ্—মরণ সময় দেখা দে! বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আস্‌ছ না?

(শঙ্করের শূন্য হইতে অবতরণ)

শঙ্কর। এই যে মা—আমি এসেছি।

জগ। ক্ষুদে—ক্ষুদে—তুই ঝিঁকুড় ঝামা! একবার চোখ চেয়ে দেখ—মাগীর কি হাল ক'রেছিস্! এই তো উড়ে এস্‌তে পারিস্, এতদিন একবার এস্‌তে নার্‌লি, তা হ'লে তো মাগীর এমন বেহাল হয় নি।

মহা। জগন্নাথ এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে-বেটায় কথা হোক।

জগ। ক্ষুদে, একবার মা ব'লে ডাক, মাগীর প্রাণটা শীতল হোক, আমি শুনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্ত্তে স্মরণ ক'রেছ, তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি দুধ খেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে দুধ ছিল না, পাথর-কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে। আহা যা হোক, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখ্‌লে।

[মহামায়া ও জগন্নাথের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য করো।

শঙ্কর। (শিবের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী নাথ নিরীশ্বর, নিন্দি রজতনিভ ’নন্দকর।
নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্দ্ধনী, নগ্ন নীলগল নাগধর॥
নকারায় নম।

মন্মথমর্দ্দন, মূরতি মহান, মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।
মহামায়াধব মহিমা-অর্ণব, মৃড় মৃতাসন করাল কাল॥
মকারায় নম।

শিবশুভশঙ্কর শশধরশেখর, শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী।
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোভিত, ভস্মশ্বেতসিত অধরে হাসি॥
শকারায় নম।

বাঘাম্বর বিভু বিরিঞ্চি-বন্দিত, বিশ্বেশ্বরবর অভয়কর।
ব্যোমকেশভব, ববব্যোম্ ঘনরব, বাহনবৃষভ বিষাণধর॥
বকারায় নম।

যতীশ্বর যত যাজি যোগেশ, যোগাসন যমদণ্ড-হর।
যোগমায়ার্চ্চিত যোগী যাগব্রত, যশস্বিন যুগ-অন্তকর॥
যকারায় নম।

বিশিষ্টা। বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুনছি, আমি শিবলোকে যাবো না। শিবে আমার পুত্রজ্ঞান হ’য়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা ক’রতে পারবো না। নারায়ণ আমাদের কুলদেবতা, ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ ক’রে স্বামী আমার প্রাণত্যাগ ক’রেছেন, তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত মিলিত হ’য়ে, নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকবো—এই আমার সাধ।

শঙ্কর। (নারায়ণের স্তব)

নত আশ্রিত। তাপিত। মাতা।
ম্মরণে দেহি চরণ ত্রাতা॥
নায়কবর নব জলধর।
রাধা-রমণ রসিকপ্রবর॥
যজ্ঞেশ্বর জগজ্জীবন।
ণকার নিত্যানন্দ ঘন॥

পট পরিবর্ত্তন।

(বিষ্ণুলোক)

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গেলোকবিহারী মুরলীধারী! এই যে আমার স্বামী পারিষদ-রূপে তাঁর পার্শ্বে! আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র গর্ব্ভে ধারণ ক'রেছিলেম! নারায়ণ— (মৃত্যু)

পট পরিবর্ত্তন।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

শঙ্কর। মা মা—যেরূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে, যেরূপে লালনপালন ক'রেছিলে, সেরূপ হরণ ক'র্লে, বিশ্বজননি—সন্তানকে ভুলে থেকো না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ। ওই যা—আহা ছেলে দেখ্‌বার জন্যে মাগীর পরাণটা ছিল! আহা, জন্মদুখিনী গো জন্মদুখিনী! মিন্সে-মাগীতে পেটে খায় নি,

ভাল একখানা পরে নি,—পরের লেগেই পাগল! আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিনু,—তা ওই ক্ষুদেকে চেয়ে যত্ন ক'রে আমায় পেলেছিল গো!

শঙ্কর। জগা দাদা জগা দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হ'লেম।

জগা। কাঁদিস্ নে—কাঁদিস্ নে—মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ কর। আমি এখন কোন্ থানকে যাই—কি করি? মাগীকে এক একবার দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাক্‌তুম—পরাণটা জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—বলতো ক্ষুদে!

শঙ্কর। জগা দাদা জগা দাদা—তুমি শিবপারিষদ, চিরপূজ্য হ'য়ে থাক্‌বে।

জগা। আর পারুষদে কাজ নি! এখন কবে মরি, তুই এক একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হাঁরে ক্ষুদে—কি ভেল্‌কী দেখাস্ রে? ওরে গাছপালা সব যে সাফ হ'য়ে যাচ্চে রে! ক্ষুদে ক্ষুদে—তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক! আমি—আমি নই, সেই-ই আমি সেই-ই আমি!

[প্রস্থান।

মহামায়া। আরও কি ঘুরবে—আরও কি ঘোরাবে?

শঙ্কর। ইচ্ছাময়ি, সে তো তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘুরবো। এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো আমায় সংসারে সর্ব্বজ্ঞ প্রচার করো নাই; এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিদ্যাভদ্রাসনে স্থান পাই নাই। আমি তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লে আমি কিরূপে নিস্তার পাবো?

মহা। ভাল ভাল—আমায় দুষ্‌বে বই কি! আমি আর কি কর্‌বো, আমি তো স্বাধীন নই, কেঁদে কেঁদে বেড়াই।

[প্রস্থান।

(রামদাস ও সখারামের প্রবেশ)

রামদাস। এই যে শঙ্কর, হেথায় কি মনে ক'রে?

শঙ্কর। মাতার মুখাগ্নি ক'র্‌বো।

রাম। বটে, তোমার ছেলেবয়স থেকে এত ভিমুকুটী? মুখাগ্নি ক'রে মাতার সম্পত্তির অধিকারী হবে। কথার কথা ব'লে গিয়েছিলে, 'সম্পত্তি তোমায় দিলুম, মাকে দেখো।' তা মুখাগ্নি করো, আমরা চল্লুম।

শঙ্কর। আমি সন্ন্যাসী, সম্পত্তির তো প্রয়াসী নই।

রাম। কলির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখাগ্নি ক'র্‌বে। তারপর শ্রাদ্ধের অধিকারী হ'য়ে, রাজাকে ব'লে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সৎকার তুমি একলা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ ক'র্‌বো না। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তো আমরা জানি, শিবগুরু ঘরে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হ'য়েছিল।

সখারাম। মেজো খুড়ো—চলো চলো,—এখানে থাকলে গ্রামে একঘরে ক'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক্ আচ্ছাদিত,
গৃহে হোক্ চিতার নির্ম্মাণ।
আজি হ'তে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে
শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;

ভিক্ষু আসি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিদেব, করে মম হও প্রজ্জ্বলিত,
দগ্ধ করি মাতৃকায়া।

[সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওণ।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক। *

কামরূপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব গুপ্ত, তৎশিষ্য ও পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। হ্যাদে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেডার? তন্ত্রমর্ম্ম অনুভব কর্‌চে কেডা? শঙ্করাটা তো সে দিনকার ছাওয়াল শুন্‌চি; শক্তি মানবার চায় নি, কাশীতে ঠেক্‌ছিলো! কামরূপ আস্‌বার চায় আসুক, খোতা মুখটা ভোতা ক'র্য়া ছাড়্‌মু, শিষ্য ক'র্য়া ল'য়্যা চক্রে বসাইমু।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে পরাজিত হ'য়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। রাজা সুধন্বা অনুসন্ধান ক'রে যেখানে যে বৌদ্ধ, কাপালিক, জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাদের বিনাশ-সাধন ক'চ্চে। আমরা পলায়ন ক'রে, ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

* সময় সংক্ষেপার্থ এই দৃশ্য অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অভিনব। ভালই করুচ, মহামায়ির প্রসাদ পাতি থাহো, চক্র করৃতি থাহো, শঙ্করাটাকে আস্‌তি দাও, তহন বোঝ্‌বা—অভিনবগুপ্ত কেডা! এহন যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা বাসায় ব'স যাইয়ে। ভণ্ডটা কিসির? ছাখ্‌বা এনে, শঙ্করা আইসে পদসেবা ক'রুবে।

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের রক্ষাভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলৃচি যে—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা যাও।

[বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। করৃতা, আপনি শঙ্করের সাথ তর্ক করৃবার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা—কলাম। মুই তার তর্ক গ্যাখ্‌ছি, কথার তোর উঠ্‌তি থাহে, টিক্‌বে কেডা! তাই বল্‌তিছি, একটা উপায় করো. তর্কে যাইও না।

অভিনব। হ--হ—শুনৃচি বড় তার্কিক, শুন্‌ছি বড় তার্কিক্।

শিষ্য। যা শোনৃচ, তা পাকা জান্‌বা।

অভিনব। তুমি কি কর্‌বার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ চাইলা নিয়া শঙ্করের শরীর মধ্যে প্রাবেশ করাও।

অভিনব। ঠিক্ বলুচো—ঠিক্ বলুচো—ওই বগন্দর রোগডা চাল্‌বো, যাতনার চোটে এ দ্যাশ থাইকা রর দিবে।

শিষ্য। মারণ কর্‌বার চাও না ক্যান্?

অভিনব। তার বিঘ্ন আছে। শুনৃচি—বর যোগী, তার মারণে বিঘ্ন হলিই আপন মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ কর্‌ছিলো, বিঘ্ন হওয়ায় তারে ভৈরবে মারুচে। ওই বগন্দর রোগ চালান কর্‌বো। আইজ রাতারাতি চলো—অভিচার করি।

শিষ্য। অঃ—ওই কৌশলই করো। শোনৃচি শঙ্কর আইজই তোমার সাথ বিচার করবার আসবে।

অভি। আচ্ছা তুমি এহানে রও, বলবা—পূজায় আছি। কল্য যাইয়ে বিচার করবো। [প্রস্থান।

শিষ্য। ভালো ভালো—কল্য আর বিচার করবে কেডা! বগন্দরের জ্বালাতেই অস্থির করবে।

(শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। আপনিই কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত?

শিষ্য। না, আমি তার শিষ্য, তিনি এহন পূজায় আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট ল'য়ে যান, আমার মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ ক'রবে।

শিষ্য। আচ্ছা, চলেন চলেন। (স্বগত) এহনই ট্যার পাবেন এনে।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।

(কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এ দেশে এসেছ। এ কপটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হবে না। তুমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে বিষ্ণুলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হ'য়ে অদ্বৈতমার্গ গ্রহণ ক'রবে। (অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন! জননীর আদেশ শিরোধার্য্য।

(ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে ?

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হ'য়েছি। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস ক'চ্চি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রেই তো তোমাদের অধিকার ?

ব্যাধি। হে সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের অধিকার নাই।

শঙ্কর। আমি নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপতাপ গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করেছি; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করো।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ ক'রেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না। আর আমরা ব্যাধি, অশুচি অবস্থা ব্যতীত আমাদের প্রবেশ অধিকার নাই। আমার নিবেদন এই, আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার-বলে আহুত হ'য়েছি, যদি আপনার দেহে স্থান না পাই, আমি সেই পাষণ্ডের দেহ অধিকার ক'রে, তার পাপের দণ্ড বিধান ক'র্‌বো।

শঙ্কর। না, তাতে অভিচার-বিদ্যা ব্যর্থ হবে। এ বিদ্যা শাস্ত্রমূলক, আমি শাস্ত্র রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র নষ্ট ক'র্‌বো না। এসো, আমি পাপকেও আমার শরীর অধিকার ক'র্‌তে প্রশ্রয় দেবো। ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের পাপের ভোগ আমার শরীরেই হোক।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আপনার সত্তায়, আমাদের কেন জন-অহিতকারী সৃজন ক'রেছেন ?

শঙ্কর। তোমরা জন-অহিতকর নও, তোমাদের তাড়নায় পাষণ্ড-হৃদয়েও ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবেশ করে। এসো, গোপনে আমার দেহে প্রবেশ ক'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

কামরূপ—শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ ক'র্‌লে ?

মণ্ডন। ভাই, এ সকল আমাদেরই পাপের ফলাফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এই ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন। আহা, দেখ দেখ—রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হ'য়েছেন! আমি অনেক অনুসন্ধান ক'র্‌লেম, এদেশে তো সুচিকিৎসক নাই।

সনন্দন। রাজা সুধন্বা দুইজন ভীষক ল'য়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। কে হস্তামলক ?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

সময় সংক্ষেপার্থ এই গর্ভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

শঙ্কর। তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি?

হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চনা ক'র্‌বেন না।

শঙ্কর। ওহে, তোম্‌রা শোনো শোনো—আজ মৌনী হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা ক'চ্চে।

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু প্রার্থনীয় আছে!

শঙ্কর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো?

আনন্দ। আপনি অন্তর্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর। এ বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে। আরে পাগল, রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান ক'র্‌বো?

হস্তা। প্রভু আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে লই।

শঙ্কর। (ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্থ হ'লে আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণে যন্ত্রণা পাব।

হস্তা। ভাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি বিমুখ। গুরুদেব অভিচার বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থে অভিনব গুপ্তের অভিচারে ভগন্দর রোগগ্রস্থ হ'য়েছেন। সেজন্য চিকিৎসকেরা এ রোগ শান্তি ক'র্‌তে অক্ষম।

সনন্দন। ভাই, তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। রাজ-বৈদ্যেরা অসাধ্য বলায় আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান ক'রেছিলেম। তাঁদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হ'লেম, তর্কে পরাজিত হ'বার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই খল রোগগ্রস্ত ক'রেছে।

সনন্দন। তুমি এখনো দুরাচারকে ভস্ম কর' নি?

হত্যা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই আমি নিজ শরীরে রোগ গ্রহণের প্রার্থনা ক'চ্চি।

সুনন্দন। হোক গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য-লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপভার বহন ক'র্‌বো, তথাপি কপটাচারীর প্রাণবধ ক'র্‌তে নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ)

অভিনব। দ্যাহ দ্যাহ—আমার অভিচারের বলটা দ্যাহো—বগন্দরে জেরে ফেলচে! (প্রকাশ্যে) শঙ্কর কেডা? আমি তর্ক করবার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদি এই দণ্ডে গুরুদেবের শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমায় বিনষ্ট ক'র্‌বো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ্ রে—বাপ্ রে—মরিরে মরিরে—গ্যালাম!—

শঙ্কর। স্থির হোন্—স্থির হোন্—কি হ'য়েছে?

অভি। আমায় ক্ষমা করুন, আমায় রক্ষা করুন! ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মহিষ চ'ড়্যা আমায় মার্‌বার আস্‌চে—ক'নে যাবো—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শঙ্কর। পদ্মপাদ কি ক'র্‌লে? তোমার বাক্য তো ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের মরণে পৃথিবীর ভার লাঘব হ'বে, এ

প্রদেশে সতীর সতীত্ব রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিণাম দর্শনে ভীত হ'য়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি আপনার নাম স্মরণ ক'রে জনসমাজকে আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি, যে শঙ্করলীলা আলোচনা ক'র্‌বে, তার প্রতি দুষ্ট শক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নররূপী শঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত, আমরা কাশ্মীর অভিমুখে গমন ক'র্‌বো। যেমন সপ্তদ্বীপ ধরায় জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশ্মীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—যথায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা। অদ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কতদিনে হবে মম কার্য্য অবসান,
কর্ম্মভূমে কতদিন করিব ভ্রমণ!
ধন্য মহামায়া—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্ভুত প্রভাবে।
প্রারব্ধ-গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য্য অবসান বিনা।
বলবান কার্য্যের আসক্তি অদ্যাবধি!
বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল;
স্বর্ণ-লোহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ;
উভয়ই বন্ধন,

কার্য্যে কার্য্য ক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কতদিনে কার্য্য ফুরাইবে!

(গৌরপাদের প্রবেশ)

একি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়! পরম গুরু গৌরপাদের পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌লেম!

গৌর। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত। আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শনলাভ ক'রেছ, তাঁরই আদেশে ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছ, তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ প্রায়। তোমার ভাষ্য-প্রচারে অযথা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হ'য়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্তভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হ'তো না। ভগবান নারায়ণ বুদ্ধ-শরীরে বেদ অস্বীকার ক'রে বোধিসত্ত্ব স্থাপন ক'রেছিলেন, তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হ'য়েছে; বৌদ্ধ দর্শন যে বেদের অন্তঃর্গত তা তুমি সপ্রমাণ ক'রেছ। তোমার অল্প কার্য্যই অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীর গমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্দেবীর বিদ্যাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো, যে তোমার প্রবর্ত্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত পণ্ডিতগণকে পরাজিত ক'রে, অদ্যাবধি অনুদ্‌ঘাটিত দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপ্রদ গৃহীত হবে। আমার বরে যোগ-শক্তিতে সশিষ্য মায়িক স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হ'লেম। আমার কার্য্য বিফল নয়, আপনার আশ্বাস বাক্যে প্রতীতি হ'চ্চে। আপনার চরণে শতকোটী প্রণিপাত।

গৌর। বৎস, বর প্রার্থনা করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শন লাভ ক'রেছি, আমার আর বর প্রার্থনা কি! আজ্ঞা করুন, আমি নিয়ত ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গৌর। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ ল'য়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান

দশম গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর—সারদাপীঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি বাগ্দেবীর মহিমা—এই বালক সন্ন্যাসীর দ্বারা বিলুপ্ত হবে! মার মন্দিরের দ্বারসমূহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয়

সময় সংক্ষেপার্থ এই দৃশ্য অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত করা হয়।

দার্শনিক ; যাঁদের তর্কশক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাঁদের সম্মুখীন হ'তে কেহই কখন' সাহসী হয় না,—এই দুর্দ্দম বালক তাঁদের প্রতিভা বিনষ্ট ক'চ্চে! যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হ'চ্চেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত মস্তকে এই বালককে দ্বার পরিত্যাগ ক'চ্চেন। দ্বার মনে কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্ব্বজ্ঞ? মার বিদ্যা-ভদ্রাসন কি অধিকার ক'র্‌বে?

(কএকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সর্ব্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাক্‌শক্তি বিজড়িত। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হ'য়ে দ্বার পরিত্যাগ ক'রেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক, যাঁর বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন। দিগম্বরপন্থী পথরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হবে। বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগম্বরপন্থী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত ক'র্‌বেন। মা সারদা-দেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা ক'র্‌বেন, বিদ্যা-ভদ্রাসনের গৌরব কদাচ নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২য় পণ্ডিত। ওই শোনো—দৈববাণী শোনো।

১ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত।

(দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শিষ্যগণ। জয় সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিদ্যা-ভদ্রাসন কি এই বালক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা! (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত ক'রেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত নয়, তারে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে অন্যকে পরাস্ত ক'রে বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিদ্যার পরিচয়। আপনি যদি শঙ্করাচার্য্য হন, এইরূপ লোকপরম্পরায় শ্রুত আছি যে, অঙ্গনাসঙ্গের নিমিত্ত আপনি পরকায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তি-বর্জ্জিত চিত্ত আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে এ সারদাপীঠের বিদ্যা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থান-রক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও, কি নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ ক'চ্চেন? যদ্যপি পূর্ব্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হ'য়েও কি তার বেদে অধিকার হয় না?

শঙ্কর। হে মহাত্মন্, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্ত-ভাষ্য প্রস্তুত ক'রেছি। নারায়ণ-স্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে বরপ্রদান ক'রেছেন। তথাপি জনসমাজে 'সর্ব্বজ্ঞ' ব'লে যদি আমি প্রামাণ্য না হই, তা হ'লে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে আমার ভাষ্য-

প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি আমি কৃতকার্য্য হ'য়ে থাকি, সারদাদেবী স্বয়ং আমায় স্থান দান ক'র্‌বেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য; অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আসনের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ঋষিগণে,
কূটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে,
দমিবারে চার্ব্বাক সকলে,
দেশকাল অনুসারে ক'রেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ, কর্ম্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায়!
বেদান্তসূত্রের অর্থ জগতে প্রচার!
আত্মার বিকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে আত্ম-দরশন,
গুহ্যতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' প্রকাশ ভুবনে।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিয়ে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর' অবস্থান।
মা সারদে, তব পীঠে
মম কার্য্য হোক সমাধান।

[শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন

মন্দির-রক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতা বশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন

সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলেম, আজ হ'তে আপনার আসন-রক্ষক-পদে নিযুক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক।

সকলে। জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসীগণ, এখনো প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশদেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারনাথ দর্শন ক'রে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো,—এসো—আমরা অদ্যই যাত্রা করি।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-সন্নিকটস্থ পর্ব্বত-প্রদেশ।

* [(মহামায়ার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে, কি বেদনা তারি বিহনে।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা, রহিবে নীরব বিজনে॥
নয়নবারি মিশাও নীহারে, ঘন শ্বাস মিশ' পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও, কঠিন কায়া মিল গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে॥
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই, প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণময়ী,
কতই সহেছি কত সহে আর, মিছার কেন বা সই—
বিফল আশা হৃদয় মাঝে রাখিব কেমনে যতনে॥

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি ওরে বাপ্‌রে সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা! এখানে কি ক'র্‌তে ম'র্‌তে এলো! পালাই—বেটী না দেখে।

মহা। বাবা—শোনো শোনো,—

গণ। কেন বাছা—তুমি পরের মেয়ে পরের বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কেন তোমার কথা শুন্‌বো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুন্‌বে না?

গণ। মা আছ মা-ই আছ, তুমি ভালয় ভালয় পথ দেখ, আমিও ভালয় ভালয় পথ দেখি। আর বাছা তোমার পাল্লায় পড়্‌ছি নে।

মহা। শোনো না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অক্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমায় ধোঁকা লাগাতে এয়েছ?

মহা। তুমি কি মনে ক'চ্ছ? আমি সে তো নই, আমি যে তোমার সত্যি মা। তোমার চোখ ঢাকা র'য়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এসেছি। তুমি আমায় কে মনে ক'রেছ? আমি সে নই, সে তোমার বিমাতা, আমি তোমার সত্যি মা।

গণ। বাছা. তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ দেখ্‌তে পাবে না তোমার চক্ষের আবরণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো তোমা গুরুকে চিন্‌তে পারো নাই। তাই তোমায় ব'ল্‌তে এসেছি তোমার গুরু মানুষ নয়, তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি মনে রেখো, তা'হলেই তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটী তো নয়! (প্রকাশ্যে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমার বিমাতা মরেছে, আমি যে দিন মর্‌বো—সেই দিন চিন্‌বে।

[প্রস্থান।

গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আর এক রকম সব দেখ্‌ছি! আমি নিদ্রিত না জাগরিত! আমি কোথায়, আমার শরীর কি হ'লো! এ সব কি? গুরুদেব—গুরুদেব—চরণে স্থান দাও!

(মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ক'রে বাগ্‌দেবীর সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌তে কেহই সক্ষম হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ক'র্‌লেন,—অকস্মাৎ দৈববাণী হ'লো—"বৎস, আমার আসনে উপবেশন কর্‌বার তুমিই একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে প্রচারিত হও।" ভাই সুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈতমত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত। ভাই, তুমি আনন্দ সংবাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লে কেন?

মণ্ডন। শুন ভাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।
তুষার-আবৃত ঘোর পর্ব্বত প্রদেশে,
নিত্য রজনীতে—
বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান?
যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,
মনোব্যথা কহে এই জনশূন্য স্থানে!
দেখ' দেখ' নারীমূর্ত্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হ'তেছে স্মরণ,
পূর্ব্বে যেন এই মূর্ত্তি ক'রেছি দর্শন।

আছিলেন গুরুদেব যবে পরকারে,
নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন,
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—
শঙ্কটে করিল মাতা উপায় বিধান।
হেরি অবয়ব মম হয় অনুমান.
অগ্রগামী রমণী-মূরতি সে সুন্দরী!
মহা হিতৈষিণী সেই জননী স্বরূপা,
তাহে কেন অনিষ্ট-আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্যা নারী হয় অনুমান।
প্রধানা প্রকৃতি!
মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেণ ধরায়,
তাঁর বিরহ সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে,
লীলা বুঝি অবসান প্রায়;
অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।

(শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

* [শান্তি। প্রভু প্রভু—দেখুন, অকস্মাৎ গিরিশৃঙ্গ ভেদ ক'রে সলিল উত্থিত হ'চ্চে! প্রভু ফিরুন, হেথায় বিপদ হ'তে পারে।

শঙ্কর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ। তোমরা দারুণ শীতে ক্লিষ্ট হ'য়েছ, সেই নিমিত্ত এই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরিভেদ ক'রে উত্থিত হ'য়েছে। এর উষ্ণতায়—স্থান উষ্ণ অনুভব ক'চ্চ না? আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সনন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

গণ। বাবা—বাবা, তুমি শিব আমি জেনেছি, মা আমায় ব'লেছেন।

শঙ্কর। দেখ দেখ—গণপতি কি বলে শোনো।

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়!]

শঙ্কর। বৎস, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত কোন সঙ্গীতধ্বনি শুনেছ?

মণ্ডন। হ্যাঁ প্রভু, আমি পদ্মপাদকে সেই কথাই ব'লছিলেম,—বোধ হ'লো কোন রমণীমূর্ত্তি দূরে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার উনিই আমায় সংসার হ'তে ল'য়ে যাবার জন্য এসেছেন। বৎস, আর আমি এ স্থানে কারে অবলম্বন ক'রে থাক্‌বো?

চিৎসুখ। প্রভু, কি নিদারুণ কথা ব'লছেন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? জানেন তো, আপনি এই নর-মূর্ত্তিতেই আমার হৃদয়েশ্বর।

শঙ্কর। বৎস, কারে পরিত্যাগ ক'র্‌বো?—তোমাদের হৃদয়ে আমার ভাষ্য স্থাপিত! তোমরা আমার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়, তোমাদের সাহায্যেই আমার কার্য্য সম্পন্ন। বৎস, চলো—কৈলাস দর্শন করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ো।

সকলের প্রস্থান।

পট পরিপর্ত্তন।

(কৈলাস)

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হর-গৌরী।

শঙ্কর। বৎস, নরলীলা অবসান মম।
নিজ নিজ কার্য্য-অন্তে তোমরা সকলে,

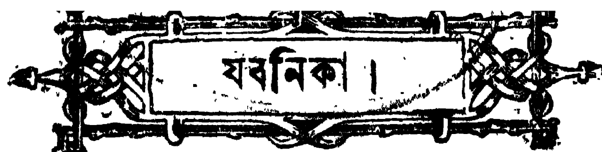
যোগবলে হবে অবগত—
তোমা সবে জনে জনে কেবা।
কার্য্য অবসানে,
মম সম নিজ স্থানে করিও প্রয়াণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ ক'র্‌লেন, কিন্তু আমরা অনাথ হ'লেম।

শঙ্কর। বৎস, খেদ পরিত্যাগ করো। যে স্থলে বেদান্তচর্চ্চা হবে, জেনো—সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হ'ব, হৃদয়-মধ্যে নিয়তই আমাদের দর্শন পাবে।

(সমবেত সঙ্গীত)

বৃষভ-আসনে জগত পিতা, জগত-জননী বামে।
কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে॥
হর—গৌর কর্পূর, গৌরী—চম্পা সুন্দর,
মনোমালিন্য-হরণ মূরতি, দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি,
জয় জয় জয় হর-পার্ব্বতী, দ্বিদল চণক পুরুষ-প্রকৃতি,
নিত্য চেতন নিত্য প্রকৃতি, লীলা নিত্যধামে॥



নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

থিয়েটারে অভিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক।

১। পাণ্ডব-গৌরব।

শরণাগত দণ্ডীরাজকে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী হইয়া আশ্রয় প্রদানে জগতে কিরূপ অতুল গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই নাটকে অপূর্ব্ব রসে চিত্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। ম্যাক্‌বেথ।

মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত যতগুলি নাটক আছে, তন্মধ্যে "ম্যাক্‌বেথই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গিরিশবাবু এই মহা নাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত দেশের খ্যাতনামা, মহোদয়গণ তাঁহার অদ্ভুত অনুবাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজীভাষায় অল্পশিক্ষিত অথচ মহাকবি সেক্সপীয়রের অতুলনীয় কাব্যপাঠে উৎসুক, তাঁহাদের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত।

অভিনয় দর্শনে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সুযোগ্য মেম্বার সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় একযোগে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ;—"সেক্সপীয়রের অননুকরণীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্তু গিরিশবাবু, অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। নানাস্থলে তাঁহার অনুবাদ মূল বলিয়া ভ্রম হয়।" মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। দেলদার।

বিশুদ্ধ প্রেমের জ্বলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দীপ্তিমান। তবে বুঝিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে। কলিকাতা "মিণ্টের" দাওয়ান পণ্ডিত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, "ইণ্ডিয়ান মিরারে" দেলদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ ;—

"পবিত্র প্রেম লইয়াই এই গীতিনাট্যখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক রঙ্গালয়ের উপযোগী করিবার জন্য, ইহাতে স্থূল উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ বাহ্যিক আমোদের প্রচুর প্রলোভন না থাকিলে যে, দার্শনিক তত্ত্বের সমাদর করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। সাধারণকে আমোদিত করিবার জন্য যদিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা তরল করা হইয়াছে, তথাপি ইহার বর্ণনাভঙ্গিটী সম্পূর্ণ কাম গন্ধহীন। এমন গুরুতর বিষয় অর্থাৎ অকপট প্রেমের নিঃস্বার্থ ভাবটীকে এমন আমোদজনক ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশিত করিতে আর কখনও দেখি নাই।" মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৪। নন্দদুলাল।

জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ও কৃষ্ণকালী,—হিন্দু নর-নারী চির-আদরের, চির-সাধের এই তিনটী বিষয় লইয়া, এই গীতিনাট্যখানি চিত্রিত হইয়াছে। বাৎসল্য, প্রেম ও ভক্তি এই তিনটী মধুর রসের ত্রিধারায় গ্রন্থখানি যেরূপ মাধুর্য্যময়, তদ্রূপ প্রাণোন্মাদকারী হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৫। মনের মতন।

এই অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ মিলনান্ত নাটক পাঠে, অপ্রেমিক প্রেমিক হইবেন। "মনের মতন" প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন! হাস্যের প্রস্রবণ!

যুবকের ডেস্কে ও যুবতীর বাক্সে ইহা যত্নে রাখিবার ধন !!! বর্দ্ধমান হইতে প্রেরিত কোনও প্রতিভাশালী রসিকচূড়ামণির (সমালোচক নাম প্রকাশ করেন নাই) এই নাটকের সুদীর্ঘ সমালোচনা "রঙ্গালয়" পত্রিকায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া বাহির হয়। তন্মধ্যে এক ছত্র এই ;—"মনের মতন—বাঙ্গালা-সাহিত্যে একটা নূতন সামগ্রী।" মূল্য ৵০ বার আনা।

৬। মণিহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক মোচন বা জাম্বুবতীর বিবাহসংক্রান্ত প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। "মণিহরণ" ভক্তের কণ্ঠহার! রঙ্গ-রহস্যের আধার !! ভাবুকের ভাবভাণ্ডার !!! মূল্য ।০ চারি আনা।

৭। আয়না।

সামাজিক প্রহসন। বেশ সুন্দর তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে আয়না! স্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা একদম নাই। হো হো হাসি আছে, পাকা পাকা বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা—হাড়ভাঙ্গা রকম শিক্ষা! চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর গান, বিয়ের বাজার, উকীল ও বেশ্যার তরজা প্রভৃতি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে হাসির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে। মূল্য ।০ চারি আনা।

৮ অভিশাপ

রাম অবতারের কারণ কি? এই গীতিনাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যেরূপ ভক্তিরসের প্রস্রবণ পাইবেন, তদ্রূপ হাস্যরসের সমুদ্র-মন্থন দেখিবেন। ভক্তি ও হাস্যের যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। "অভিশাপ" কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণবের সমান প্রিয়। মূল্য ।০ আনা।

৯। ভ্রান্তি।

মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে 'ভ্রান্তি' নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। "ভ্রান্তি" অভিনয় দর্শনে, বিস্ময়মুগ্ধ বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গ-নাট্যালয়কে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, "ভ্রান্তি" পাঠে বলিয়াছেন, "এই অসুখ অবস্থাতেও গিরিশের বই ব'লে "ভ্রান্তি" পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম, বড় মিষ্টি লাগ্‌লো, একেবারেই সবটা পড়ে ফেল্‌লুম। "রঙ্গলাল" আর "গঙ্গাবাই" এই দু'টি characterই original. "রঙ্গলাল" সর্ব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে। গিরিশের এখনো লেখ্‌বার বেশ জোর আছে, এখনো সে tired হয় নি।" "বঙ্গবাসী বলেন,—"ভ্রান্তি" নাটকের অরহান্ত মণি! কি অদ্ভুত আকর্ষণ! গিরিশবাবু! তুমি ধন্য! তুমি রঙ্গলাল আঁকিয়াছ, পরোপকার-মহাব্রতের যে ধ্যান-কথা শুনাইয়াছ, তাহা অনেক দিন শুনি নাই, দেখি নাই।" বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ বিরল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১০। হর-গৌরী।

দক্ষ প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টির পর আজ নর, কিরূপে শীকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন করিল, কিরূপে পশুচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসন পরিধান করিতে শিখিল, কিরূপে বৃক্ষতল ছাড়িয়া আবাস নির্ম্মাণ করিল, কিরূপে শিল্পী হইল,— মানবজাতির এই ক্রমোন্নতি, এই গীতিনাট্যে অতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। হর-গৌরীর কন্দল, দেবদেবের শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে গৌরীকে শাঁখা পরান ইত্যাদি ভক্তি-কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়গুলির পাঠে চমৎকৃত হইবেন। "যে নারী, ভক্তিপূর্ব্বক "হর-গৌরী" পাঠ করিবেন, "হর-গৌরীর" কৃপায় তাঁর পতি-ভক্তি অচলা হইবে এবং মাথার সিন্দুর ঊষার মত উজ্জ্বল থাকিবে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

১১। বলিদান।

(বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান!)

"বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মিলে এবং সেই মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলে, ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখিতে পাও,—সুনিপুণ শিল্পী-বিরচিত মালিন্যশূন্য মুকুরে, নিজের সর্ব্বাবয়ব যেরূপ পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাও—"বলিদান" নাটকে সেই দৃশ্য, তোমার নয়ন-সমীপে জাজ্বল্যমান প্রতিভাত হইবে। 'বলিদান'—বৈবাহিক দৃশ্যকাব্য,—বাঙ্গালী বরক'নের পিতামাতা, তথা বাঙ্গালী সমাজের অবিকৃত চিত্র। বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে,—'বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। 'বলিদান' একবার দেখিয়া দর্শকের আশা মিটিতেছে না;—আমরা শুনিয়াছি, অনেকে ২।৩ বার অভিনয় দেখিয়াছেন।" বঙ্গবাসী।

"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * গ্রন্থের রচনা এমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া না এবং স্থানে স্থানে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পুস্তক পাঠেই যখন হৃদয় এতদূর বিচলিত হয়, তখন ইহার অভিনয় দর্শনে মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। * * * ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।" সাহিত্য-সংহিতা (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১২। বাসর।

আর্য্যরাজ-মহিমাকীর্ত্তিত নাটক। "বাসর নাটকে গিরিশ বাবু রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রজার হিতের জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য—কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর মনে হয় কি পাপে আমরা সে দিন হারাইলাম! আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে কতদূর প্রীত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত সুপণ্ডিত বন্ধু এই নাটক পাঠ করিয়া বলিলেন, "It is a grand conception"; আমাদেরও সেই মত! এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বলিব—আমাদের দুর্ভাগ্য।" বসুমতী মূল্য ৷৷০ আ।

১৩। সিরাজদ্দৌলা।

বিদেশী ইতিহাসে হতভাগা সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা "সিরাজের" প্রকৃত চিত্র দর্শন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা এই নাটক পাঠে বুঝিবেন,—"রাজ্যাভিষেকের পর সিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতাজনিত মানসিক অস্থিরতামাত্র ছিল, তাহার আর কোন দোষ ছিল না বরং তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন; কেবল শত্রুপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সাধন করিয়াছিল।"

গ্রন্থকারের পরম সুহৃৎ এবং "পলাশীর যুদ্ধ" "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, "সিরাজদ্দৌলা" পাঠে গিরিশ বাবুকে রেঙ্গুন হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম :—

"ভাই গিরিশ!

২০ বৎসর বয়সে "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরো দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের মুখ আরো উজ্জ্বল করুন!

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণে 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম, তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধপথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার 'গীতাবলীর' সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একখণ্ডও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখ-শান্তিতে শেষ হয়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্য—এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবায় আর কোন নাটকে নাই। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৪। মীর কাসিম।

গ্রন্থকার তাঁহার পরিণতবয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতায় এইনাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন; এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া

পর্য্যন্ত স্বদেশ-প্রেমের পাকা সোণায় গঠিত।" 'সিরাজদ্দৌলায়' যে ঘটনা অঙ্কুরিত দেখিয়াছিলেন, 'মীরকাসিমে' তাঁহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইবেন। যিনি স্বদেশের হিতচিন্তা করেন, যিনি মাতৃভূমির সুসন্তান বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহার গৃহে যে একখানি 'মীরকাসিম' নাটক গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় থাকা আবশ্যক, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ভারত-বিখ্যাত মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলীতে' (২২শে জুন, ১৯০৬) লিখিয়াছেন :—

Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama 'Mir Kasem' has been a phenomenal success, both from the histrionic and literary points of view. The tumultuon period that followed the accession of Mir Kasem to the throne, the strenuous fight that this ruler had with the East India Company for the protection of the indigenous industries and the various suratagems resorted to by both sides to win their points, have, with remarkable fidelity and consummate art, been portrayed by Bengal's greatest play-wright. The price abounds with diverse and complex characters, all of them very skilfully marshalled to produce an excellent stage effect, which one must see to tully realise it. মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

১৫। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা।

এই প্রহসন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের "L' Amour Medecin" অবলম্বনে সম্পূর্ণ বাঙ্গলা ছাঁদে গঠিত। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ কৌতুহলজনক, সেইরূপ নূতনত্বপূর্ণ। এরূপ প্রহসন বঙ্গনাট্যশালায় এই প্রথম অভিনীত হইল। প্রহসনের মাতুসলা যেমনটী চাহেন, তাহা ত পাইবেনই, আর যাহা চাহিতে শিখেন নাই তাহাও দেখিবেন। মূল্য চারি আনা মাত্র।